ভক্তিবিশারদ গ্রন্থাবলি—৮

আসা-যাওয়া।

“জয়তি জগন্মঙ্গল হরের্নাম।”

ই নরদাকান্ত শর্ম্মা

আসা-যাওয়া।

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব—অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয়—সংসার দুঃখ॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২০ পঃ)

পণ্ডিত—
শ্রীযুত বরদা কান্ত ভক্তিবিশারদ-
প্রণীত।

(যশোহর—শৈলকুপা নিবাসী)

বদান্য—ভক্ত-জমিদার—
শ্রীযুত বাবু রাধাকৃষ্ণ-দাস রায় চৌধুরী
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ

শ্রীনবদ্বীপ

৪৪১ চৈতন্যাব্দ।

বাং ১৩৩৩।

মূল্য বার আনা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি।

"যেমন জনম হয় তেমনি মরণ।
জননী জঠরে পুনঃ করয়ে শয়ন॥
অতএব এসংসার বড় দুঃখময়।
শ্রীকৃষ্ণ ভজনে মাত্র আসা-যাওয়া ক্ষয়॥"

(যাবজ্জনমং তাবন্মরণমিত্যাদি মোহমুঃ ৫)

বিজ্ঞ পাঠক মাত্রেই জানেন,—'আসা-যাওয়ার' ব্যাপার বড় জটিল,—বড় কঠিন: কারণ সাংখ্য-পাতঞ্জল প্রভৃতি দার্শনিক জ্ঞান গবেষণার ভিতর দিয়া, ইহার আসা-যাওয়া। কিন্তু শ্রীভাগবত প্রভৃতি পূজ্য গ্রন্থ সকল, বেশ অল্পের মধ্যে,—অনায়াসে, প্রাচীন দার্শনিক বিচারের সংক্ষিপ্ত সারভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক, তাহাকে স্নিগ্ধ-মধুর সুকোমল ভক্তির পথে,—ভগবৎ প্রেমের দেশে; জীবের 'আত্যন্তিক দুঃখ—যন্ত্রণাময়, আসা-যাওয়ার' অবসান করিয়াছেন বা শান্তি-বিশ্রাম দিয়াছেন। নিবেদন করিতেছি,—আমার এই 'আসা-যাওয়ার' প্রধান অবলম্বন শ্রীভাগবত,—যথার্থ আশ্রয় শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ইত্যাদি বৈষ্ণব গ্রন্থাবলি। উল্লেখিত পরম পূজ্য পুস্তক সকলের, বিশুদ্ধ-ভাব, ভাষা এবং আনন্দময় আভাসের অনুবর্ত্তন পূর্ব্বক আমি অজ্ঞ—অভক্ত নরাধম; জীব জগতের 'আসা-যাওয়া' অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু ও সেবা-মুক্তির বিষয়, যথা সাধ্য সরল—সহজ ভাষায়, সকলকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি কি না তাহা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু জানেন

এবং তাঁহার ভক্ত মহোদয়েরা বলিতে পারেন। অন্তর্য্যামী শ্রীচৈতন্য-উপদিষ্ট, এই 'আসা-যাওয়া' পাঠে ; ভক্ত সজ্জনেরা কিঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হইলে, এ জরাতুর ব্রাহ্মণাভাসের, লেখনী পরিচালন পরিশ্রম সার্থক হইতে পারে।

পাঠক মহাশয়গণ! এই অসার—অনর্থ সংসারে, এবার 'আসার' সময় হইতে, অনেকদিন পর্য্যন্ত ই এ-সকল কিছু ই মনে আসে নাই। এখন 'যাওয়ার' বেলায়, কি করিলাম—কি বলিলাম : তাহাও আমার প্রাণের ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দর এবং গৌরগত প্রাণ, —কৃপালু ভক্ত-বৈষ্ণব ব্যতিরেকে, আর কে বলিয়া দিতে পারিবে খুঁজিয়া পাইতেছি না।

সজ্জন পাঠক! মাদৃশ অজ্ঞাধমের 'আসা-যাওয়ার' জোয়ার-ভাটায়, পুনরুক্তি—অতিশয়োক্তির বাড়াবাড়ি—ছড়াছড়ি ত আছেই ; তার পর ভাব-বিরোধ—ভাষা-বিরোধও ঘটিতে পারে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্।" অর্থাৎ হংস যেমন জল-মিশ্রিত দুগ্ধের জলভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল দুগ্ধকে ই মাত্র গ্রহণ করে ; ভক্ত-পরমহংস মহাশয়েরাও তেমনি, এ মূর্খাধমের 'আসা-যাওয়ার' ভাষা-বিরোধ ইত্যাদি অশুদ্ধ—অসার ভাগ, অপনয়ন করতঃ ইহার মধ্যে আনন্দের কিছু পাইলে, অথবা পূজ্যপাদ,—পূর্ব্বাচার্য্য বৈষ্ণব কবিরাজ গণের, সত্য—বিশুদ্ধ—অমৃত বাক্য থাকিলে ; তাহাই গ্রহণ করিবেন,—সেইটী ই আস্বাদন করিয়া সুখী হইবেন—পরিতৃপ্ত হইবেন। নিবেদন ইতি।

৪।১২।৩৩ বৈষ্ণব দাসানুদাস—
শ্রীনবদ্বীপ। শ্রীবরদা কান্ত শর্ম্মাশ্রম।

শুদ্ধিপত্র—আসা-যাওয়া।

সহৃদয় পাঠক মহোদয়েরা ছাপার ভুল কয়েকটী সংশোধন পূর্ব্বক 'আসা-যাওয়া' পাঠ করিবেন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
৫	৬	হাসের	হাসির
৮	৩	শূন্যতান্যাপি	শূন্যতান্যা
১৭	১৭	জীর	জীব
২১	২১	তাসা	তাস
৩০	৩	জীবন্মত	জীবন্মৃত
৩১	২০	তাজ্যি	তাজ্যি
৪৭	৩	আমাদের	আমারের
”	১৯	ধারণ	ধারণা
৪৮	শেষ	ব্রহ্মাত্বক	ব্রহ্মাত্মক
৫১	৭	প্রতিবত্ব	প্রতিযত্ব
”	১৩	বেগাথ্য	বেগাথা
৫২	১৮	আত্মও	আত্ম
৫৩	৩	র্শরীর	শরীর
”	৭	শ্রী-ধাতু	শৃ-ধাতু
৫৪	১১	লোকে বলি	লোকে
”	১৩	দান্ত	দাও
৫৫	১২	তাহার তাহার	তাহার
”	শেষ	অন্যায়	অন্যায়রূপে
৫৬	৩	যতের	যতের

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
৬০	১	ভাগবতে	ভাগবত
৬৯	১৯	তাহা	তাহাও
৭৪	১৩	তত্ত্বজ্ঞানা	তত্ত্বজ্ঞানী
৭৫	১৭	নিগুণ	নির্গুণ
৭৮	১৩	নিচয়ো	নিচয়
৭৯	২১	বাঙ্মনসীয়	বাঙ্মানসীয়
৮০	৬	বাঁশা	বাঁশী
৮৩	২	ফলাশূন্য	ফলশূন্য
”	১০	বর্ণিত, মুক্তি	বর্ণিত মুক্তি
৯১	১৬	১৬ ৮	১৬।৮
৯৪	৭	ফটো	(ফটো
১০৮	১৯	কৃষ্ণবেশ	কৃষ্ণাবেশ
১১২	১৯	অপূর্ব্ব।	অপূর্ব্ব
১১৩	১১	জৈমিন	জৈমিনি
”	২০	শ্রীগোরায়।	শ্রীগোরায়
১১৫	১৯	কৈঙ্কর্য্যং	কৈঙ্কর্য্যং
১১৬	শেষ	দ্বঃ স ধর্ম্মঃ	বঃ স ধর্ম্মঃ
১২০	৫	শ্রীকৃষ্ণের	শ্রীকৃষ্ণে
”	১৬	হুই	ইহ
১২২	২০	অকম্প	আকল্প

শুদ্ধিপত্র সমাপ্ত।

আসা-যাওয়া।

"যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ,
বিবাদ সম্বাদভুবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং,
তস্মৈ নমোঽনন্ত গুণায়ভূম্নে ॥১॥"

(শ্রীভাগবতম)

—:০:—

শ্রীকৃষ্ণ বহির্ম্মুখ মানুষের "আসা যাওয়া" আত্যন্তিক দুঃখ দুর্গতির নিদারুণ নিপীড়ন ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। "আসা-যাওয়া" আর জন্ম মরণ যে একার্থ বোধক ইহা বুঝিতে সকলেরই প্রায় সমান অধিকার। আসিলেই যে আবার চলিয়া

* অনুবাদ (ভাঃ ৬।৪।৩১)—যাঁহার অবিদ্যা বা বহিরঙ্গা মায়াশক্তি,—বিবাদকারী বাদিগণের, বিবাদ-সম্বাদের আশ্রয় হইয়া থাকে এবং বিবাদকারী-দিগের আত্মায় পুনঃ পুনঃ মোহ (অজ্ঞানতা) মলিনতা জন্মায়,—আমি অজ্ঞাধম, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বব্যাপী বিভু শ্রীভগবানকে সভক্তি প্রণাম করিতেছি ॥ ১॥ অপ্রাকৃত ভগবদ্বস্তুতে যে তর্ক যোজনা তাহাই মায়ার কার্য্য। যথা—

"তোমার যে শিষ্য কহে কুতর্ক—নানাবাদ।
ইহার কি দোষ,—এই মায়ার প্রসাদ ॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যমঃ ৬ পরিঃ)—

যাইতে হয়,—চিরকাল এদেশে এ সংসারে থাকা যায় না এবং যাওয়ার মত যাইতে না পারিলেও আবার আসিতে হয় নিশ্চিত, ইহা হয়ত খাঁটীভাবে বুঝেন হাজারের ভিতর দু একজন মাত্র। কিন্তু সেরূপ কাজ করিয়া একেবারে এদেশের—এসংসারের জ্বালা যন্ত্রণা মুক্ত হইয়া, চির বিদায় লইয়া অথবা নিত্যানন্দের **আদেশলিপী** পাইয়া সেই নিত্য মহাদেশে যাইতে পারেন ক' জনে?

অমুক্ত—অভক্ত জীবের পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু অনিবার্য্য এবং অবশ্যম্ভাবী। তীক্ষ্ণ—তীব্র কালস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া অনন্ত কোটি জীব এই ষট্ তরঙ্গময় সংসার-সাগরে আকল্প নানারঙ্গের, নানা ধরণের বুদ বুদ আকারে একবার উঠিতেছে—আরবার ডুবিয়া,—তলিয়া যাইতেছে। ভবে আসিলে * জীবের লাভ যেমন বেশী,—নিঃসম্বল,—নিঃসহায় অবস্থায় চলিয়া গেলে (মরিলে), লোকসান বা বৈতরণী পারের কষ্ট,—আতিবাহিক দেহের অজ্ঞাত পূর্ব্বদুঃখ অথবা সদসৎ পুঞ্জীকৃত—প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ প্রভৃতি কর্ম্মভোগের ক্লেশও তেমনি অধিক। অহো! এই আসা-যাওয়া রূপ ভীষণ বা জটিলতাপূর্ণ ব্যাপারটী—কল্পনায় আনা যায় না। ঔপচারিক-জ্ঞানে † যতটুকু বিষয় করা যাইতে পারে, তাহাতেই মনের মধ্যে আতঙ্কের প্রবল উৎস ছুটিয়া যায়।

শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিত ঠাকুরের মৃত পুত্রকে মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বালক! তুমি শ্রীবাস পণ্ডিতের এই শান্তিময় আবাস অসময়ে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছ কেন? তদুত্তরে বালক বলিয়াছিল,—

---

* ভবে আসিলে বা ভারতে জন্মিলে। † ব্যবহারিক জ্ঞানে।

"———প্রভু যেন নির্ব্বন্ধ তোমার।
অন্যথা করিতে শক্তি আছয়ে কাহার?
শিশু বোলে,—এদেহেতে যতেক দিবস।
নির্ব্বন্ধ আছিল ভুঞ্জিলাম সেই রস॥
নির্ব্বন্ধ ঘুচিল আর রহিতে না পারি।
এবে চলিলাম অন্য নির্ব্বন্ধিত পুরী॥"
কেবা কার বাপ প্রভু কে কার নন্দন।
সভে আপনার কর্ম্ম করয়ে ভুঞ্জন॥
যতদিন ভাগ্য ছিল পণ্ডিতের ঘরে।
আছিলাম এবে চলিলাম অন্য পুরে॥
সপার্ষদে তোমার চরণে নমস্কার।
অপরাধ না লইহ বিদায় আমার॥"

অথবা (পাঠান্তর);—

"এ দেহের নির্ব্বন্ধ গেল রহিতে না পারি।
হেন কৃপা কর যেন তোমা না পাসরি॥"

(চৈতন্য ভাঃ মধ্যঃ ২৫ অঃ)

এখন স্পষ্টই জানা গেল,—একবার জন্ম আরবার মরণ, মনুষ্যাদি জীবের স্বভাবধর্ম্ম। এক,—অনন্ত জীবনের অজ্ঞানতা, এবং দ্বিতীয়,—অচিন্ত্য মায়াশক্তির বিচিত্রতায় মানুষ অহোরহ অসীম অনন্ত যুগ, মন্বন্তর ও কল্পপর্য্যন্ত কি না, অত্যুগ্র ভীষণ জন্ম-মৃত্যু যাতনাই ভোগ করিতেছে? অহো! বিষয়টী স্মরণপথে পড়িলে প্রাণশক্তি যেন মর্ম্মস্থানে ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। মহাত্মা বসুদেবই ত কংসকে বলিয়াছিলেন;—

"মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর! দেহেন সহ জায়তে।
অদ্য বাব্দ শতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ ॥২॥"

(ভাঃ ১০।১।৩৮)

দেহি যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহাদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর কারণ সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে; সুতরাং অদ্য— অথবা শত সৎসর মধ্যে **মরিতেই হবে**। অতএব প্রাণী মাত্রের **মৃত্যু নিশ্চিত** ॥২॥

সঙ্গে সঙ্গে গীতাও সুর ধরিলেন;—

"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতু মর্হসি ॥৩॥"

(গীঃ ২।২৭ শ্লোঃ)

অর্থাৎ জন্মিলেই মরণ—এবং মৃত্যু হইলেও জন্মিতে হইবে নিশ্চিত। অতএব এই **অপরিহার্য্য** জন্ম মৃত্যুর জন্য হর্ষ বা শোকের অধীন হওয়া উচিত নহে ॥৩॥

তাহা হইলে বলিতে পারি—মহাবিস্মৃতির মোহবশে বিদেশে (লোকান্তরে) থাকাটা মরণ বা **যাওয়া** এবং সংসার—সংস্মৃতির পরতন্ত্রতার বাধ্য হইয়া ফিরিয়া **আসাটাকেই** জন্ম বলা হইতেছে। ইহাও বাহিরের কথা,—ইহাও বুঝিবার পক্ষে সরল সুগম নহে, সুতরাং যতদূর পারা যায় এই "**আসা-যাওয়া**" বা জন্ম-মরণের যথার্থ রহস্যটা আজ একটু বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

কেহবা জন্মে আবার কাহারই বা মৃত্যু হইয়া থাকে। মরণে যেরূপ যাতনাধিক্য,—দুঃখ বাহুল্য এবং অশান্তির এক চরমত্ব ঘটে, কিঞ্চিৎ কম—জন্ম যাত্রার বা জন্মভূমি ভবে, আসিবার উলুধ্বনির

প্রথম মুহূর্ত্তটীও যারপরনাই কষ্টপ্রদ বটে। কিন্তু আমরা ইহা সর্ব্বদাই দেখিতেছি,—মরণ যাত্রায় যাবতীয়, স্ত্রীপুত্রাদি কাঁদিয়া আকুল এবং হরিধ্বনির ভীতিবিজড়িত অত্যুচ্চ চীৎকার ; আর জন্মযাত্রাকালে মাতা পিতা ও তাঁহার প্রতিবেশী—প্রতিবেশীনীরা যেন কি এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় আনন্দে সাঁতার দিতে থাকে। এবার মাঙ্গলিক উলুধ্বনির পালা পড়িয়াছে, হাসের ফোয়ারা ছুটিয়াছে, মাতাপিতার প্রাণে শান্তির সুধা-ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। আ'জকা'ল করিয়া ভূমিষ্ঠ হইতে বিবাহাদি পর্য্যন্ত জীবনের প্রায়শ দিনই উলুধ্বনি আর কেবল আনন্দ,—উৎসব। ফলে ইহা মায়িক আনন্দ ও উন্মত্তের অসার উৎসব ভিন্ন আর কিছুই নহে

আহা,—মরণের কারুণ্য কান্না ও ভূমিষ্ঠ দিবসের উল্লাসময়ী মাঙ্গলিক উলুধ্বনির মধ্যে প্রভেদ যে কতটুকু,—উহা অর্থাৎ—মরণের হরিধ্বনি ও জনমের উলুধ্বনিতে যে কোনই পার্থক্য নাই, তাহা আমাদের বুঝিবার শক্তি আছে কি? তবে এক মহাত্মার অবশ্যই আছে বটে। 'জন্ম যাত্রার ক্লেশ কিছু কম বলা হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, জন্মিবার সময় এবং মৃত্যুকালীন যাতনায় কোন প্রভেদ না থাকিলেও গর্ভস্থ জীবের এক সময় কৃষ্ণ-স্মৃতি জাগরিত হয়,তাই সে একটু সাময়িক শান্তি উপভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু মাটিতে পড়িবামাত্র, সেই বিবেক-বৈরাগ্যের শান্তি স্মৃতিটুকু,—প্রাক্তন সংস্কার মোহ আবিলতায় আচ্ছন্ন—আবৃত বলিয়া আর অনেক ক্ষণ থাকে না। ইহাও জাতিস্মর—অসম্পূর্ণ যোগী অথবা—অসম্পূর্ণ ভক্তজনেই সম্ভবে। কৃষ্ণস্মৃতি-বশতঃ মানবজীব গর্ভযন্ত্রণাকে যন্ত্রণা বলিয়াই মনে করে না।

ভাগবতে এইরূপ বর্ণিত আছে যে ;—

"তস্মাদহং বিগত বিক্লব উদ্ধরিষ্যে—
আত্মানুমাশু তমসঃ সুহৃদাত্ম নৈব।
ভূয়ো যথা ব্যসনমেতদনেক রন্ধ্রং—
মামে ভবিষ্যৎ উপসাদিত বিষ্ণুপাদঃ ॥ ৪ ॥"

(ভাঃ ৩।৩১।২১)

অর্থাৎ গর্ভস্থ জীব বলিতেছে যে ;—"হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি গর্ভবাস দুঃখকেও দুঃখ বলিয়া মনে করিতেছি না, কারণ আপনার স্বতঃ কৃপায় কিঞ্চিৎ 'আত্মজ্ঞান' লাভ করিয়া চিত্তব্যাকুলতা আর সেরূপ এখন নাই। তাই আশা করিতেছি,—আপনার কৃপায় এবার আমি আত্মার পরিত্রাণোপায় নিশ্চয়ই করিতে পারিব। কিন্তু দেখ', দয়ার ঠাকুর! বহুছিদ্রযুক্ত এই দেহ নিয়া আমাকে যেন আবারও নানা যোনি ভ্রমণরূপ বহুবিপদে নিপতিত না হইতে হয়। আমার—তুমি ব্যতিরেকে আর কেহ নাই ;—আর **কিছুমাত্রেই সম্বল নাই হরি!** তোমার পাদপদ্ম এবার হৃদয়ে ধারণ করিবার উপযুক্ত স্মরণাঙ্গ ভক্তি যখন পাইয়াছি তখন আর উপাসনা উপকরণের অপ্রতুল কি?" ॥ ৪ ॥ চৈতন্য ভাগবত বলেন ;—

"————গর্ভবাসে পোড়ে অনুক্ষণ।
তাহা ভাল বাসে হরি-স্মৃতির কারণ ॥
স্তবের প্রভাবে গর্ভে দুঃখ নাহি পায়।
কালে পড়ে পৃথিবীতে আপন ইচ্ছায় ॥
শুন শুন মাতা, জীব-তত্ত্বের সন্ধান।
ভূমিতে পড়িলে মাত্র হয় অগেয়ান ॥
মূর্চ্ছাগত হয় ক্ষণে, ক্ষণে কাঁদে হাসে।

কহিতে না পারে, দুঃখ-সাগরেতে ভাসে ॥
শ্রীহরি সেবক জীব—তাঁহারি মায়ায়।
হরি না ভজিলে কত কত দুঃখ পায় ॥”

এই রূপে কৃষ্ণস্মৃতি-সম্বল টুকু বুকে রাখিয়া—গর্ভবাসের যাতনা হইতে একটু শান্তি পায়। কিন্তু হায়! মাটিতে পড়িবার পূর্ব্বেই ভীষণ সূতীমারুতের দারুণ আক্রমণে পূর্ব্বজন্মের শুভাশুভ কৃতকর্ম্ম এবং কৃষ্ণস্মৃতির সেই ক্ষীণ আলোক বা সুদীন, আলোচনা এককালিন ভুলিয়া গিয়া থাকে। তাহাই সে, আর পূর্ব্ববৃত্তান্ত মনেই করিতে পারে না। শাস্ত্রও বলিয়াছেন ;—

“গর্ভাৎ কোটি গুণং দুঃখং যোনি যন্ত্র নিপীড়নে।
সং মূর্চ্ছা তস্য জঠরাজ্জায় মানস্য দেহিনঃ ॥ ৫ ॥
প্রাজাপত্যেন বাতেন পীড্যমানাস্থি বন্ধনঃ।
অধোমুখো বৈ ক্রিয়তে প্রবলৈঃ সূতি মারুতৈঃ
ক্লেশান্নিষ্ক্রান্তি মায়াতি জঠরান্মাতুরাতুরঃ ॥ ৬ ॥”

অর্থাৎ দুঃসহ গর্ভবাস অপেক্ষা জীবের প্রসব জন্য দুঃখ কোটি গুণ অধিক। জননী জঠর হইতে ভুমিষ্ঠ হইবার সময়, জীব সেই অসহনীয় যাতনায় একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। সেই প্রসব যাতনায় জীবের যাবতীয় অস্থিগ্রন্থী জর্জ্জরিত হয়। তারপর প্রসববায়ু (সূতিমারুৎ) দ্বারা চালিত হইয়া অতীব কষ্টে অথচ অধোমুখে গর্ভশয্যা হইতে কঠিনতর ভুশয্যায় নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৫—৬ ॥

হায়! হায়!! এইরূপ জন্ম-যাতনার পর ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি, মশা মক্ষিকাদি এবং তাপত্রয়াদি যাতনা—জীবন ভোর উপভোগের

পর অবশ্যম্ভাবী, অবর্ণনীয় অতি দারুণ সেই **যম ভবন যাত্রা** বা মৃত্যুজন্য অজ্ঞাতপূর্ব্ব অবিস্মৃত যাতনা। শাস্ত্র বলেন,—

"মরণে যানি দুঃখানি প্রাপ্নোতি শৃণুতান্যপি।
শ্লথ গ্রীবাঙ্ঘ্রি হস্তোঽথ ব্যাপ্তো বেপথুনা নরঃ ॥৭॥
মুহুর্গ্লানি পরবশো মুহুর্জ্ঞান বলান্বিতঃ।
হিরণ্য ধান্য তনয় ভার্য্যাভৃত্য গৃহাদিষু ॥ ৮ ॥
এতে কথং ভবিষ্যন্তীত্যতীব মমতাকুলঃ।
মর্ম্মভিদ্ভির্মহারোগৈঃ ক্রকচৈরিব দারুণৈরিত্যাদি ॥৯॥
(বিষ্ণু পুঃ ৬।৫ অং)

অর্থাৎ মৃত্যুকালে জীব——নিম্নোক্ত প্রকারে যাতনা পায় যথা;—গ্রীবা, জানু ও হস্তাদি উপাঙ্গ সকল অবশ হয়, শরীরটী যারপর নাই কাঁপিতে থাকে, বারংবার মূর্চ্ছা এবং মধ্যে মধ্যে একটু জ্ঞানের সঞ্চার হইলে অস্ফুটস্বরে সেই মৃত্যু-যাতনায় **আর্ত্তনাদ** করিতে থাকে। তখন জীব "আমার গৃহ, আমার বিত্ত, আমার পুত্র, আমার কন্যা এবং **আমার স্ত্রী** ইত্যাদি অবশ্য পরিত্যজ্য ও একান্তই অনিত্য বিষয়ে যারপর নাই অভিনিবেশ পূর্ব্বক **হা হতোঽস্মি** করিতে থাকে।" মরণ শয্যায় শয়ন করিয়াও জীব ভাবিতে থাকে,—আমার অভাবে, আমার **স্ত্রী পুত্র কেমনে থাকিবে**,—আমার প্রাণপুত্রের মুখের দিকে কে চাহিবে? কেই বা আমার অর্থ, বিত্ত রক্ষা করিবে অথবা আমার অভাবে কে, উহা উপভোগ করিবে কিম্বা অযথা ব্যয় করিয়া ফেলিবে? এইরূপ বৃথা মমতায় আকুল হইয়া পড়ে,—অভীষ্টদেবতা, মূলমন্ত্র এবং **শ্রীহরেকৃষ্ণ নাম** প্রভৃতি ভব পারাবারের পাথেয় সঞ্চয় করাত দূরের কথা,—মনে করিবারও অবসর পায় না; সুতরাং

ভাবময় দেহের শান্তি—পবিত্রতা লাভেও এককালীন বঞ্চিত হয়। এদিকে যমের সেই ভীষণ ও সুতীক্ষ্ণ করাত তুল্য মর্ম্মভেদী দারুণ ব্যাধিরূপ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা দেহের অস্থি-বন্ধন সকল বিচ্ছিন্ন, মজ্জানিচয় বিশ্লিষ্ট এবং শুক্রাদি ধাতুবর্গ ও মল মূত্রাদি অনিচ্ছা—অজ্ঞাতসারে বিসর্গীকৃত হইতে থাকিলে চক্ষুদ্বয়ও বিঘূর্ণিত হইতে থাকে। তালু, কণ্ঠ ও ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক হইয়া যায় এবং অসহ্য সেই মৃত্যু যাতনায় হস্তপদাদি ছুড়িতে থাকে এবং ক্রমে কফ পিত্তাদি সন্নিপাতে নিরুদ্ধকণ্ঠ ও মহাশ্বাস প্রাপ্ত জীব,—যারপরনাই অবসন্ন হইয়া পড়ে। তখন প্রাণবায়ু মহাবায়ুতে মিশিয়া যায়।

"ততশ্চ যাতনা দেহং ক্লেশেন প্রতিপদ্যতে।
এতান্যন্যানি চোগ্রাণি দুঃখানি মরণে নৃণাম্ ॥১০॥

(বিষ্ণু পুঃ ৬।৫ অং)

মরণ সময়ে জীব এ সকল যাতনা ত পায় ই, ইহা ছাড়া আরও যে কত প্রকার অত্যুগ্র—অতি ভীষণ যাতনা প্রাপ্ত হয়, তাহা কেহ বলিতে পারে না ॥ ১০ ॥ অতএব হে জন্মমরণশীল মানবগণ! তোমরা কাহাকে "আমার—আমার" বলিতেছ কোন্ বস্তুতে আপন স্বত্ব স্থাপন করিতেছ? এ সকল ই যে অজ্ঞানের ধাঁধা,—এ সকলই যে, মায়া মরিচিকা! শুন ভাই,— শাস্ত্র তোমাদিগকে কি উপদেশ দিতেছেন ;—

"পুত্র দারাপ্ত বন্ধুনাং সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গমঃ।
অনুদেহং বিয়ন্ত্যেতে স্বপ্ন নিদ্রানুগো যথা ॥১১॥

(ভাঃ ১১।১৭।৫৯)

অর্থাৎ পুত্র, স্ত্রী ও বন্ধু বান্ধবের সহিত যে মিলন, তাহা

পান্থশালাস্থিত ব্যক্তিগণের সহিতই দেখা শুনার ন্যায়। যেমন নিদ্রাকালে দৃষ্ট স্বপ্ন, নিদ্রাবসানে তাহার আর কিছুই থাকে না; সেইরূপ বৃথা মমতার আস্পদ—পুত্র, দারা গৃহাদিও দেহ সম্পর্কে উৎপত্তি ও বিলোপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

"যথা কাষ্ঠঞ্চ কাষ্ঠঞ্চ সমেয়াতাং মহোদধৌ।
সমেত্য চ ব্যপেয়াতাং তদ্বদ্ ভূতসমাগমঃ ॥১২॥"

এই সংসাররূপ মহাসাগরে জীবসমূহ কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় ভাসিতেছে। সাগরে যেমন কাষ্ঠে কাষ্ঠে বা তৃণে তৃণে সংযোগ বিয়োগ দেখা যায়; তেমনি এই সংসাররূপ মহাসাগরেও দৈব বশতঃ জীবরূপ তৃণ কাষ্ঠের (পুত্র দারাদির) সহিত ক্ষণস্থায়ী সংযোগ ঘটিয়া থাকে এবং কালস্রোত নিবন্ধন ক্রমে আবার যে, কে—কোথায় ভাসিয়া যায় তাহা বলিতে পারা যায় কি ? ॥ ১২ ॥

অতএব হে মোহান্ধ মানব ভ্রাত !

"কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোঽয় মতীব বিচিত্রঃ।
কস্যত্বং বা কুত আয়াতঃ, তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥১৩॥"
(মোহ মুদ্গার)

কে তোমার স্ত্রী, পুত্রই বা তোমার কে ? ভাইরে ! এই সংসার-ব্যাপার অতীব বিচিত্র। তুমি কাহার এবং কোথা হইতেই বা এ সংসারে আসিলে ? এই নিগূঢ় তত্ত্ব একবার নিবিষ্ট মনে বিবেকের সহিত চিন্তা কর না ভাইরে ! । ১৩ ॥

অজ্ঞান মোহাচ্ছন্ন মানব অনিত্য বস্তুতে,—অনাত্ম দেহে, নিত্যবুদ্ধি বা আত্ম অভিনিবেশ করিয়া, সুখ দুঃখের অতিপীড়ন ও অবশ্যম্ভাবী জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া পড়ে। তাই দর্শন-শাস্ত্রের উপদেশ,—"তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তিদ্বারা জন্মমরণরূপ আত্যন্তিক

দুঃখের নিবারণ বা নির্ব্বাণ মুক্তিরূপ চিরশান্তি অর্থাৎ আত্যন্তিক সুখ লাভ করা।"

অনিত্য সংসারী জীবের সুখদুঃখ ও জন্মমৃত্যু কিছুই খাঁটি নহে,—ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় মিথ্যা। এই স্থূল দেহ,—পাঞ্চভৌতিক সুতরাং অস্তিত্বশূন্য—স্বপ্নবৎ; কেবল জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্মই নিত্য। স্বরূপতা বা স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে মতবিরোধ থাকিলেও নদনদীর সাগর সম্মিলনের উদ্দেশ্য যেমন এক,—স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম দ্বারা লভ্য অনাবিল চিরশান্তি সুখও তেমনি এক বটে। তবে দার্শনিকের সহিত বৈদান্তিকের এবং দর্শন বেদান্তের সহিত পুরাণাদি ভক্তিপ্রাণ শাস্ত্রনিচয়ের পার্থক্য কম নহে। সে সকল সংক্ষেপে ক্রমে বলিব। দার্শনিক মতই যে ক্রমে সংস্কৃত—পরিষ্কৃতাকারে ভক্তিশাস্ত্র-পুরাণে পরিণত হইয়াছে তাহা হৃদয়বান্ ব্যক্তিবর্গের অজ্ঞাত নাই, সুতরাং দর্শনের কথাটাই প্রথম প্রকাশ করিব। গৌতমসূত্র ও সাংখ্য-সূত্র প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রের নির্ব্বাণ মুক্তিটা যদিও নিম্ন কথা হউক,—তথাপি উহার আন্তরিক আলোচনায় আমাদের যে অনেকটাই লাভ এবং লোকসানও যে অনেকটাই কম, তাহা ভক্তপাঠকের অবিদিত নহে। সুকঠিন চন্দনকাষ্ঠের সুরভী রসের ন্যায়,—ন্যায়, সাংখ্য ও বেদান্তাদি দর্শনের প্রাণশক্তির স্তরে স্তরে আনন্দপ্রদ—শান্তিপ্রদ রসের সুরভীবিন্দু সকল প্রচ্ছন্নভাবে বিনিহীত বটে। কালোপযোগী ব্যাখ্যা বিচার প্রাকৃতিক। সুবিচারপরায়ণ—সুসিদ্ধান্তে যথার্থ শক্তিশালী পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী পাদ দিগের ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি দার্শনিক বিচার-লব্ধ

শ্রীগ্রন্থ মহারাজগণ তাহার প্রকৃত উদাহরণ স্থল।

তাই আজ আমরা দর্শনশাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্মাবলম্বনে **অথচ খুব সংক্ষেপে জীবের অনিবার্য্য আশা-যাওয়া** বা জন্ম-মরণ বিবরণ অর্থাৎ জীবত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিবত্বের চিরশান্তিসুখ বা **সেবা মুক্তির** বিষয় বলিব। আশা করি প্রথমটা একটু নীরস বলিয়া রসিক ভক্তপাঠক বিরক্ত হইবেন না। গৌতমসূত্র বা ন্যায়দর্শন বলিতেছেন,—

"পুনরুৎপত্তিঃ প্রেত্যভাবঃ ॥১৪॥ গৌঃ সূঃ ১।১।১৯ ॥"

অর্থাৎ জন্মের পর মরণ এবং মরণের পর আবার জন্ম বা আমাদের যাওয়া-আসাটা অবশ্যম্ভাবী। জীবের ঈদৃশ ধারাবাহিক জন্ম মরণের নাম **প্রেত্যভাব** ॥ ১৪ ॥ যতদিন পর্য্যন্ত জীবাত্মা, সেই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার সহিত প্রাণে প্রাণে সম্মিলিত না হয়, অর্থাৎ অমুক্তাবস্থায় থাকে, তাবৎ পর্য্যন্ত ই তাহাকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সুখ, দুঃখ ও **জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি** সংস্মৃতিমূলক সংসার-সাগরের তরঙ্গ-তাড়নার তরবেতর ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করিতে হয়। মুক্তজীব আর জন্মেও না এবং **মরণ ধর্ম্মেরও** অধীন হয় না। তাহাকে কখনই আর সংসার সাগরে গা ঢালিয়া দিতে হয় না। ষট্ তরঙ্গাদির তীব্র সংঘাত সহ্য করিতে হয় না। শরীরের ও আত্মার সংযোগের **নাম জন্ম** এবং আত্মার সহিত শরীরের বিয়োগের **নাম মরণ**; মৃত্যুরূপ মহামূর্চ্ছা জীবকে এক অত্যাশ্চর্য্য বিস্মৃতির বিতলে ডুবাইয়া রাখে। এই যে জন্ম মরণ ইহাই আত্যন্তিক দুঃখভোগ,—এই অবশ্যম্ভাবী **কারণকূট** বা জন্ম মৃত্যুরূপ অশেষ দুঃখের বিনাশ না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের যথার্থ শান্তির আশা থাকে না, সুতরাং ইহা খাঁটী জন্ম মরণ নহে,—খাঁটী জন্ম

মরণ যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানের অধীন। তাই দর্শনশাস্ত্র বলিতেছেন,—জীব! তুমি আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধান কর,—তত্ত্বজ্ঞানই নিত্য নিরঞ্জনে বিলীনতার যথার্থ কারণ অথবা নির্ব্বাণ মুক্তির যথার্থ উপায়। এই তত্ত্বজ্ঞানই ভক্তিপথে **সম্বন্ধতত্ত্ব**; আর জীবে—ভগবানে সম্বন্ধবোধ জন্মিলেই শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি—সেব্য ভগবানে, সেবক ভাব প্রাপ্ত হয় এবং **সেবামুক্তি** লাভ করে।

আমরা গুরূপদেশ বা শাস্ত্রানুশীলনে জানিয়াছি,—আত্মা অচ্ছেদ্য—অভেদ্য; আত্মা অক্লেদ্য—অশুষ্য; আত্মা অজর অমর,—অর্থাৎ আত্মার জরা নাই, মরণ নাই, শোক নাই এবং সুখ দুঃখাদি কিছুই নাই। আত্মার অবিনাশিত্ব সম্বন্ধে ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন ;—

"অবিনাশিতু তদ্‌বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥১৫॥"

(গীতা ২।১৭ শ্লোক)

যদ্দারা এই নিখিল বিশ্ব পরিব্যাপ্ত তিনি অবিনাশী এবং অব্যয়; তাঁহাকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না ॥ ১৫ ॥ এতৎপর ভগবান আরও বলিয়াছেন "দেহ অনিত্য কিন্তু দেহী নিত্য অর্থাৎ আত্মা অবিনাশী ও অপ্রমেয় (অপরিজ্ঞেয় ২।১৮ শ্লোক)।

যথা—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো,
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ১৬ ॥"

(গীঃ ২।২০ শ্লোঃ)

আত্মা জন্মেও না—মরেও না, আত্মার ক্ষয়ও নাই বৃদ্ধিও নাই, সুতরাং আত্মা—অজ, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাণ। শরীরই অনিত্য উহারই ধ্বংশ হইয়া থাকে,—আত্মার ধ্বংশ নাই ॥ ১৬ ॥

গীতাবাক্যের যথার্থ সারগ্রাহী শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন ;—

"মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্ বহু মানয়ন্।
ঈশ্বরো জীব কলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥১৭॥"

(ভাঃ ৩।২৯।২৯ শ্লোঃ)

এই ভৌতিক জগতের যাবতীয় প্রাণীকে বিশেষ সম্মান পূর্ব্বক মনের সহিত প্রণাম করিবে, কেননা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ই অংশের দ্বারা জীবরূপে প্রকাশ পাইতেছেন ॥ ১৭ ॥

বেদের উপনিষদও ঘোষণা দিতেছেন যে ;—

"স বা এষ মহান্ অজ আত্মা অজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ঃ ॥
(বৃঃ আঃ ৪।৫।২২)

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ ॥ (কঠ উ: ২।১৮)
ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ ॥" (—২।১৭)
ন জীবো ম্রিয়তে ইত্যাদি ॥ (ছান্দোগ্য ৬।১১।৩।১৮।।১৮॥"

"এই জীবত্মা মহান্, অজ, অজর, অমর, মৃত্যুহীন ও ভীতিশূন্য ॥" "এই জীবাত্মা জন্মরহিত, নিত্য, চিরন্তন ও পুরাণ ॥" "জীবাত্মা—জন্মেও না মরেও না ॥" "জীব মৃত্যুরহিত ॥ ১৮॥" অতএব গীতার নিম্নোক্ত কথাটী এখানে ভালই খাটে। যথা—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়—
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।

তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ ১৯ ॥"
(গীঃ ২।২২ শ্লোঃ)

মানুষ যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক অপর একখানি নববস্ত্র পরিধান করে, জীবাত্মাও সেইরূপ জীর্ণ, শীর্ণ—অবস্থান অযোগ্য, এই পাঞ্চভৌতিক দেহটীকে পরিত্যাগ করতঃ (কর্ম্মানুযায়ী) অপর একটী নূতন দেহকে গ্রহণ করেন ॥ ১৯ ।

যাউক,—আত্মা যদি এই প্রকারে না জন্মেন বা নাই মরেন এবং তিনি যদি জরারাক্ষসীর ধার না ধারিলেন,—তাহা হ'লে এই জন্ম ও মরণ কাহার ? মানুষ ;—মাতাপিতার স্বভাব-ধর্ম্মে জন্মিল, ভোগদেহে অত্যল্পসুখ সংমিশ্রণে অশেষ দুঃখ দারিদ্রের দারুণ যাতনা পাইল ; ক্রমে ভগবদ্‌বিমুখতায় শুদ্ধসত্ত্ব সুকোমল চিত্ত সুকঠিন মর্ম্মর প্রস্তরে পরিণত করিল,—জরাগ্রস্ত হইল,—অথবা অজ্ঞতার ভিতর দিয়া একদিন অকস্মাৎ মরিয়া গেল। এত আদরের,—এত-আগ্রহের শরীরটী তখন ধূলীশয্যায় গড়ি দিতে থাকিল,—অশরীরী আত্মা কোথায় চলিয়া গেল,—কোথায় থাকিল বা কি হইল, কেহই তাহার সন্ধান নিল না ; বস্তুতঃ বিষয়বিমুগ্ধ মানবের সে সকল অগম্য—অজ্ঞাতপূর্ব্ব ব্যাপারের খোঁজ খবরের সুবিধাই বা কি আছে ? তা হ'লে প্রশ্ন হইতে পারে,—জীবাত্মা কোথায় চলিয়া গেল বা কিরূপ পরিণাম প্রাপ্ত হইল ?

সুধী পাঠক ! এ প্রশ্নের বিষয়টী আমাদের মত অল্পধী—স্বল্পচেতা-মানবের পক্ষে বড়ই দুর্গম,—বাস্তবিকই সুদূরপরাহত। একথাটী লইয়া অনেক কাল যাবত বহু কথা-কাটাকাটী চলিতেছে এবং এই আত্মা-ঘটীত ব্যাপার লইয়া নানা মুনির নানা মত সৃষ্টির স্বস্তিবাচন

হইয়া,—দর্শন, উপনীষদ্, তন্ত্র ও পুরাণাদি বহু বাহুল্যভাবে বিরচিত। যদিও বৈদিকযুগে ইহার সুমীমাংসা ঘটে নাই, তথাচ উপনিষদ্ বা বেদান্তাদি দু' এক খানা দর্শন, অবশ্য স্থূলদৃষ্টিতে আত্মজ্যোতি সন্দর্শন করিয়া কতকটা সফলকাম না হইয়াছেন এমন কথা,—আমার এই পাপমুখে বলিতে পারি না।

তারপর বেদান্তের বিস্তৃত **বিশুদ্ধ-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত** সেই আত্মজ্যোতির অভ্যন্তরে অলৌকিক বা অজ্ঞাতপূর্ব্ব কিছু দেখিয়া একেবারে আত্মহারা হইয়াছিলেন—আপনাকে হারাইয়া গিয়াছিলেন। ভক্ত পাঠক! ভাগবতের * সেই **আত্মহারা ভাবকে**,—ভাব ভক্তিতে,—'ভাবে গাঢ় **প্রেমভক্তিতে**' যথার্থ পরিণত করিতে; পরার্থপ্রেম, পরাৎপর-পরমগুরু, পদ্মপাঙ্গজ, পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ,—মহাপ্রভু **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রূপে**, বিষ্ণুপাদোদ্ভবা পতিতপাবনী জাহ্নবীতীরে **শ্রীনবদ্বীপে** নবভাবে আবির্ভূত হ'ন এবং শ্রীরূপ, শ্রীল সনাতন ও শ্রী-শ্রীজীব প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় পরমপূজ্য গোস্বামীপাদদিগের দ্বারা—আত্মস্বরূপ অথবা কলিজীবের পরিত্রাণোপযোগী স্বীয় **শ্রীনাম প্রেম প্রচার করেন।** অর্থাৎ ভগবৎ প্রাপ্তির পরম প্রাঞ্জল **প্রেমানন্দ পদ্ধতি** প্রকাশ করেন। যথা,—

"যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু-নামসঙ্কীর্ত্তন †।
চারিভাব ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন॥

* শ্রীভাগবতকার-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের।

† যুগধর্ম্ম—"হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ" ইত্যাদি শ্রীতারকব্রহ্ম নাম সঙ্কীর্ত্তন অর্থাৎ মৃদঙ্গ-মন্দিরাদি বাদ্যযন্ত্রের তাললয়ে বহুজন মিলিত শ্রীহরিনাম গান।

কথায় কথায় অনেকটা দূরে এ'সে পড়িয়াছি। বলিতেছিলাম যে,—ভগবৎ কৃপাপ্রাপ্ত কি আপ্ত* কি আত্ম-রসতত্ত্বজ্ঞ;—ইঁহাদের সকলেই অল্প বিস্তর এই—**দুরধিগম্য** বিষয়টীর সুমীমাংসায় আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন বা যথাসম্ভব অগ্রসরও হইয়াছেন এবং যিনি যেরূপ **কৃপাপ্রাপ্ত**,—তিনি সেইরূপই বুঝিয়াছেন। কেবল বুঝিয়াছেন আর চুপ্ ক'রে চ'লে গিয়াছেন; তাহা নয়। তাঁহারা যিনি. যেরূপ বুঝিয়াছিলেন,—সেইরূপই আবার সিদ্ধান্ত করিয়া—**লিপিবদ্ধ করিয়া** রাখিয়া গিয়াছেন +। নানা-মুনির নানা-মত'—পূর্ব্বাপর মহাজন মধ্যেও মতভেদ। তাহ'লে এখন আমরা করি কি? **আশ্রয় লই কাঁহার?** শ্রবণ করুন্ পাঠক! আমাদের এই অভাবের,—এই বিষাদের,—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কি আনন্দ-মাখা **সুমীমাংসা** করিয়া রাখিয়াছেন ভাই!

"ছয়ের ছয় মত ‡ ব্যাস কৈলা আবর্ত্তন।
সেই সব সূত্র লঞা বেদান্ত বর্ণন॥

চারিভাব ভক্তি—ব্রজোপাসনাসিদ্ধ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবের সাধন পদ্ধতি শিক্ষা দিয়া জীবজগতকে প্রেমানন্দে আপ্যায়িত করা।

* ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণ পাটবাদি দোষশূন্য আর্য্য মহর্ষিগণ।

+ পারার্থী ব্যক্তিরা নদীর পরপারে যাইয়া, খে'য়া-নৌকাখানাকে যেমন বেশ শক্ত ক'রে বেঁধে রে'খে গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করে, পরার্থপ্রেম-তত্ত্বজ্ঞানী বা পরমভাগবত জনেরাও তেমনি,—আপনাপন উপলব্ধির পরম উপকরণগুলি, প্রিয় শিষ্যদিগকে, শক্তিসঞ্চারপূর্ব্বক উপদেশ দেন; আবার গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া যা'ন্। (শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যঃ ২৫শ পরিঃ)।

‡ 'মীমাংসক' কহে,—'ঈশ্বর হয় কর্ম্মের অঙ্গ'।
'সাংখ্য' কহে,—'জগতের প্রকৃতি কারণ॥"

বেদান্ত মতে,—ব্রহ্ম সাকার নিরূপণ।
নির্গুণ ব্যতিরেকে তিঁহো হয় ত সগুণ॥"
'পরম-কারণ-ঈশ্বর' কেহ নাহি মানে।
স্ব স্ব মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে॥

'ন্যায়' কহে,—'পরমাণু হইতে বিশ্ব হয়'
'মায়াবাদী'—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম 'হেতু' কয়॥
'পাতঞ্জল' কহে,—ঈশ্বর হয় স্বরূপ আখ্যান।
'বেদ মতে' কহে,—তাঁরে স্বয়ং ভগবান॥"

(১) মীমাংসা দর্শন,—ইহা মহর্ষি জৈমিনি রচিত। ইহা যজ্ঞাদি হিংসা-মূলক কর্ম্মপ্রধান। ইঁহার মতে স্বর্গলাভই চরম শ্রেয়লাভ। এই মহাত্মা—ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই। (২) সাংখ্য দর্শন,—কপিল দেব ইহার প্রণেতা। "ঈশ্বরাসিদ্ধে" (১।৯২) ইত্যাদি সূত্র বচনে জানা যায়,—সাংখ্য—নিরীশ্বর শাস্ত্র। (৩) ন্যায়দর্শন প্রণেতা ভগবান গৌতম। ইনি—তত্ত্বজ্ঞানে মুক্তিবাদী। এই দর্শনেও ঈশ্বরের আবাহন নাই। (৪) বৈশেষিক দর্শন,—ইহার রচয়িতা পরম বৈজ্ঞানিক কণাদঋষি। ইনি কিন্তু ঈশ্বরকে এককালীন বিসর্জ্জন করেন নাই। দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম আহ্নিকে বায়ুর প্রসঙ্গে, ইঙ্গীতে ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়াছেন। (৫) পাতঞ্জল দর্শন বা যোগসূত্র,—যোগীপ্রবর পতঞ্জলি প্রণীত এই দর্শনে স্পষ্টই পরমেশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন। ইঁহার মতে ষড়বিংশ তত্ত্ব ঈশ্বর। 'নিরীশ্বর সাংখ্য' হইতে পাতঞ্জল দর্শনকে পৃথক করিবার জন্য ইঁহাকে "সেশ্বর সাংখ্য" বলা হয়। (৬) বেদান্ত দর্শন,—জৈমিনির ঈশ্বর সম্পর্কহীন,—পূর্ব্ব মীমাংসার বিপরীত বলিয়া ইহার অপর নাম উত্তর মীমাংসা। সাকার ব্রহ্ম এই দর্শনের মুখ্য প্রতিপাদ্য। এই কারণে ইহাকে ব্রহ্মসূত্রও বলা হয়। ইহা, বহুভাষ্যে পরিপূর্ণ। প্রচলিত ষড়দর্শনের মূল তাৎপর্য্য এইরূপই। বেদান্তের সর্ব্বোত্তম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত।

তা'তে ছয় দর্শন হৈতে 'তত্ত্ব' নাহি জানি।
'মহাজন' যেই কহে, সেই 'সত্য' মানি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী—অমৃতের ধার।
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু, সেই তত্ত্ব সার॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যলীঃ ২৫শ পরিঃ)

তাহ'লে—আমরাও আমাদের আনন্দের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বা তাঁহার প্রিয়পার্ষদ শ্রীগুরু গোস্বামীপাদগণের সৎ-সিদ্ধান্ত—সদুপদেশের পথ ধরিয়া যে যতুটুকু গুরুকৃপা পাইব,—সে, সেইরূপই বুঝিব। অর্থাৎ স্ব স্ব সাধনার বলে, সাধ্য-সাধন তত্ত্ব এবং আত্মতত্ত্ব (জীবে-ভগবানে সম্বন্ধ জ্ঞান) উপলব্ধি করিতে পারিব নিশ্চয়। এ সকল কথায় আনন্দ রস বা আস্বাদন মধুরতা থাকিলেও দুঃখের বিষয়,—শতকরা নিরানব্বই জনই ইহাকে,—বিরস,—বিস্বাদ বলিবেন,—অনাদর করিবেন। তাই, দর্শন—বিজ্ঞানের সেই জটিল,—কঠিন পথ ছাড়িয়া দিয়া; উহারই একটা সরল,—সোজা, অথচ সংক্ষিপ্ত পথের আশ্রয় গ্রহণ করা হইল।

'অপ্রতিষ্ঠ' * কুতর্ক ভুলিয়া গিয়া, সরলপ্রাণে,—খাঁটী ভাবে বুঝিতে গেলে;—ইহা নিশ্চয় বটে,—"শরীর ব্যতিরেকে জন্ম, জীবন ও মৃত্যুজন্য সুখ-দুঃখ অথবা আত্যন্তিক দুঃখের সম্পূর্ণ বিনাশ হইতে পারে না †। শরীরের উৎপত্তি নাই অথচ

---

* অপ্রতিষ্ঠ—যাহা সর্ব্বথা প্রতিষ্ঠা বা গৌরবহীন, অসার বা যুক্তিশূন্য।

† সুখ-দুঃখের বাস্তবিক আশ্রয় বলিয়া, নানা উপায়ে দুঃখ পরিহারপূর্ব্বক দেহেরই যে কেবল রক্ষা করিবে,—দেহটীকেই যে সর্ব্বপ্রকারে ভাল বাসিবে;—

আত্মার অনন্ত সুখ বা চরম উন্নতি অর্থাৎ শেষ মুক্তি ; ইহা **যুক্তিহীন**—ইহার কোন প্রমাণ নাই ; একথা ভিত্তিহীন,—সুতরাং পাগলের প্রাণশূন্য **প্রলাপ মাত্র**। আত্মা অজর—অমরাদি হইতে চাহিলে,—অজর—অমরাদির অনুরূপ সুখ-দুঃখও তাঁহাকে উপভোগ করিতেই হইবে *। যেহেতু কেবল রূপ দেখিতে

অথচ দেহ দ্বারা ভগবৎ সেবা করিবে না ;—ইহা যেন কেহ না বুঝিয়া বলেন। 'দেহে আত্মবুদ্ধি' অর্থাৎ 'আমিই ব্রহ্ম',—এইরূপ বুদ্ধি মিথ্যা বা ভ্রম, প্রমাদযুক্ত।

"জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি সেই মিথ্যা হয়।
জগত যে মিথ্যা নহে, নশ্বর মাত্র হয় ॥ চৈঃ চঃ মঃ ৬পঃ ॥"

আরও একটি কথা এই যে,—ভক্তের দেহটী নিজ সুখার্থ নয়,—উহা শ্রীকৃষ্ণ-সেবার্থ। তাই,—ভগবানে আত্মনির্ভর পূর্ব্বক বৈষ্ণব সজ্জন,—যথালাভে সন্তুষ্ট ;—নিরন্তর ভগবৎ—প্রেমাবিষ্ট থাকিয়া দেহান্তরের অপেক্ষায় নিত্যানন্দ রসে মগ্ন রহিবেন। যথা—

"কৃষ্ণপ্রীতে ভোগ ত্যাগ, কৃষ্ণতীর্থে বাস।
যাবৎ নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ, একাদশ্যুপবাস ॥ চৈঃ চঃ মঃ ২২ পঃ ॥"

অথবা,—শ্রীমহাপ্রভুর বাক্য ; (ললিতপুরের পঞ্চ-মকারী সন্ন্যাসীর প্রতি) যথা—

"ব্যপদেশে মহাপ্রভু সবারে শিখায়।
ভক্তি বিনা কেহ যেন কিছুই না চায় ॥
শুন শুন সন্ন্যাসী গোঁসাঞি, যে খাইব।
নিজকর্ম্মে—যে আছে সে আপনে মিলিব ॥"

(শ্রীচৈতন্য ভাঃ মধ্যখণ্ড ১৯শ অঃ)

* শ্রীকৃষ্ণ বহির্ম্মুখ জীবের ইহাই অবশ্যম্ভাবী লাভ যথা—

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥

চাহিব,—চক্ষু চাহিব না ;—খাইতে চাহিব,—মুখ চাহিব না ; কর্ণ চাহিব না,—অথচ সুমধুর বংশীধ্বনি শুনিতে বাসনা রাখিব ;—ইহা সম্ভব হয় কি প্রকারে ? এ সম্বন্ধে 'সাংখ্যকারিকা'র অল্পাক্ষর যুক্ত,অথচ উপদেশপূর্ণ একটী কথা আমরা এখানে উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারি। যথা—

"সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্ ॥২০॥"

অর্থাৎ যাবতীয় ভোগ ব্যাপারের আলয় স্বরূপ স্থূল শরীরটী না থাকিলে **সূক্ষ্ম শরীরে** সম্পূর্ণ ভোগ * সম্ভবে না ॥২০॥ অতএব আত্মা,—লিঙ্গ শরীর বিশিষ্ট থাকিয়া, মুক্তির অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বারংবার স্থূল শরীর গ্রহণ করে এবং সুখদুঃখাদি **ব্যসন দ্বারা** † অবিরত নিপীড়িত হইয়া পুনঃ পুনঃ পরিত্যাগ করিতে থাকে,—পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ জন্ম-মরণ-ধর্ম্ম বিশিষ্ট

কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥

(শ্রীচৈতন্ত চঃ মধ্যলীঃ ২০শ পঃ)

* শ্রীকৃষ্ণ সেবানন্দ উপভোগের জন্যই মানবের—স্থূল, সূক্ষ্ম ইত্যাদি যাবতীয় শরীর। বিষয় ভোগের জন্যও নহে আবার মুক্তিরূপা পিশাচীর উপাসনার জন্যও নহে।

† ব্যসন—ব্যসন শব্দের সাধারণ অর্থ,—অশুভ ; পাপ ; দুঃখ দোষ এবং নাশ ইত্যাদি। ইহা দ্বিবিধ প্রকার,—কামজ ও কোপজ। (১) কামজ দোষ দশ বিধ যথা,—মৃগয়া (পশু পক্ষী শিকার), তাসা পাশা প্রভৃতি খেলা, দিবানিদ্রা পরনিন্দা, পরস্ত্রীসঙ্গ, মদ্য, ক্রীড়া (কেলি, খেলা), নৃত্য, গীতবাদ্য (হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ছাড়া) ও বৃথা ভ্রমণ। (২) কোপজ দোষ আট প্রকার। যথা,— দুষ্টতা, দৌরাত্ম্য, ক্ষতি, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, প্রতারণা, কটূক্তি এবং নিষ্ঠুরতা।

জীবে পরিণত হয় *। যদিও সুখ-দুঃখাদি আত্মার নাই

* বদ্ধ, মুক্ত ও কৃষ্ণভক্ত জীব সম্বন্ধে আমরা মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের নিকট যে অমূল্য এবং অজ্ঞাতপূর্ব্ব তত্ত্বজ্ঞানময় উপদেশগুলি পাইয়াছি, ভক্ত পাঠক মহাশয়দিগের অবগতির জন্য এস্থানে তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখিত হইল। যথা,—

"এইমত ব্রহ্মাণ্ডভরি' অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশিলক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥
কেশাগ্র শতেক-ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের 'স্বরূপ' বিচারি॥
তার মধ্যে—'স্থাবর', 'জঙ্গম' দুইভেদ।
জঙ্গমে-তির্য্যক্ জল-স্থলচর বিভেদ॥
তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর॥
বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ 'মুখে' মানে।
বেদ নিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মচারী মধ্যে বহুত 'কর্ম্মনিষ্ঠ'।
কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ।
কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন 'মুক্ত'।
কোটি মুক্ত—মধ্যে 'দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত'॥
কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি সিদ্ধিকামী, সকলি 'অশান্ত'॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ১৯শ পরিচ্ছেদ)—

অর্থাৎ নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত ভেদে জীব সাধারণতঃ দুই প্রকার। নিত্যবদ্ধ জীবেরা স্থাবর-জঙ্গম ভেদে দ্বিবিধ। যেমন অচল বা স্থিতিশীল বৃক্ষ-লতা-

তথাচ অমুক্ত—অসক্ত আত্মার সুখ-দুঃখাদির বাহিরে বা অতি-

গুল্মাদি স্থাবর জীব। আর যাহারা সচল বা গতিশীল, তাহারা জঙ্গম অর্থাৎ মনুষ্য, পশু পক্ষ্যাদি। ইহারা আবার তিন রকম,— তির্য্যক্ (বক্রগামী) পশু-পক্ষ্যাদি, জলচর (মৎস-কচ্ছপাদি) ও স্থলচর। স্থলচরের মধ্যে মানবের সংখ্যাই অত্যল্প। অত্যল্প পরিমাণ মানবদিগের মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ এবং শবরাদি বাদ দিলে বেদনিষ্ঠ (আর্য্যহিন্দু) মানব সর্ব্বাপেক্ষা কম। বেদনিষ্ঠ আবার দুইশ্রেণী,—ধর্ম্মপ্রাণ ও অধার্ম্মিক। ধর্ম্মপ্রাণ মানুষদিগের অধিকাংশই কর্ম্মনিষ্ঠ (সকাম কর্ম্মনিরত) আর অল্পসংখ্যক মাত্র জ্ঞাননিষ্ঠ (নির্ব্বিশেষ নিরাকার ব্রহ্মোপাসক)। এইরূপ কোটি জ্ঞাননিষ্ঠের ভিতর বস্তুতঃ একজন মাত্র 'মুক্ত' (জড়বুদ্ধির বিনিময়ে চিন্মাত্রবাদী)। সেই সমস্ত মুক্তজনের মধ্যে যিনি বিশ্বাসের সহিত ভগবদারাধনায় আসক্ত তিনিই 'কৃষ্ণভক্ত'। বেদনিষ্ঠ, ধর্ম্মনিষ্ঠ, কর্ম্মনিষ্ঠ, জ্ঞাননিষ্ঠ এবং মুক্তিকামী ইত্যাদি সকলেই কামনা-বাসনার অধীন। কেবল কৃষ্ণভক্তই কামনা বাসনা বিরহিত। তাই,—"দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত" আখ্যা প্রাপ্ত হ'ন। ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিকামীরা বাসনার অধীনতা পরিত্যাগ করিতে না পারা পর্য্যন্ত যথার্থ শান্তিলাভ করিতে পারেন না ; সুতরাং তাঁহারা অশান্ত (অশিষ্ট বা চঞ্চলচিত্ত)। এই কারণে ভক্তিশাস্ত্র মুক্তকণ্ঠে—অসঙ্কোচ চিত্তে বলিতেছেন যে,—

"কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত॥"

জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মজালে আবদ্ধ হইয়া নানাযোনিতে নানা ব্রহ্মাণ্ডে নানা দুঃখ—তাপের আবর্ত্তের ভিতর ঘুরিতেছে। বহু মানবজন্মে বহু পুণ্যকার্য্যে শুভাদৃষ্ট বা সৌভাগ্যও যে না ঘটে তাহা নয়। উহার মধ্যে,—শ্রীভগবানে ভক্তি উন্মুখী ভাগ্যোদয় হইলে তিনি গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে হেতুশূন্যা ভক্তিলতিকার বীজ-স্বরূপ 'শ্রদ্ধা' (বিশ্বাস) লাভ করেন। সেই সুপবিত্র বীজ প্রাপ্ত হইলে মালীর ন্যায় আপন হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া থাকেন এবং ভগবল্লীলা-কথা ও হরে-কৃষ্ণাদি তারকব্রহ্ম নাম শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি (সঙ্গীত) রূপ বিশুদ্ধ সলিল দ্বারা

তরঙ্গময় * সংসার সাগরের পরপারে খাঁটি শান্তি-সুখে

হৃদয়ক্ষেত্র সেচন করেন,—সতত সরস—সিক্ত রাখেন। উহা দ্বারা রোপিত শ্রীভক্তিলতার বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বাড়িতে থাকে। সেই সরল—সুদীর্ঘ শ্রীভক্তি-লতিকা,—এই মায়াপিশাচীর ত্রিতাপযুক্ত পাপরাজ্য (মায়াময় ব্রহ্মাণ্ড) পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিরজা (পাপ-তাপ প্রক্ষালন কারিণী সুপবিত্রা নদী।) ও জ্ঞান-যোগীদিগের জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোকেরও অনেক উপরে পরব্যোমে উপনীত হয়। সেই পরব্যোমে (বিষ্ণুলোক শ্রীবৈকুণ্ঠে) গিয়া আরও সুপুষ্ট—সুস্নিগ্ধ ও সুষমা যুক্তা হইয়া তদুপরিস্থ শ্রীগোলক—বৃন্দাবনে শুভাগমন করতঃ শ্রীকৃষ্ণচরণরূপ কল্পবৃক্ষে আনন্দারোহণ করেন। কৃষ্ণচরণাশ্রিত,—এইপ্রকার 'হেতুরহিতা' বিশুদ্ধা ভক্তিলতিকাতেই 'প্রয়োজনতত্ত্ব' প্রেমফল—ফলে। * * * সদ্গুরু চরণাশ্রিত কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ ভক্তমাত্রই উক্ত শ্রীমতী ভক্তিলতা অবলম্বন করিয়া চিরশান্তির আলয় শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম প্রাপ্ত হন। গোলোক বৃন্দাবনে ভক্তিলতিকার সুমধুর রসময় 'প্রেমফল' সুপক্ক হইয়া (উত্তমভাবে পাকিয়া) পতিত হইলে 'প্রেমিক গুরু'র কৃপায় 'প্রপঞ্চবাসী' (মায়াময় ভববাসী) শুদ্ধভক্তও সৌভাগ্য-ক্রমে—তাহা আস্বাদন করিতে পারেন। তাই ভক্ত পাঠক! স্মরণ রাখিবেন,—

"যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুখি' যায় পাতা॥"

আরও একটী কথা ভক্তজগৎ সর্ব্বথা মনে করিবেন। যথা—

"এইত পরম ফল পরম পুরুষার্থ'।
যাঁর আগে তৃণ তুল্য চারি পুরুষার্থ॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৯শ পঃ)—

* ষড়্‌তরঙ্গ—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ (মতান্তরে দুঃখ), জন্ম ও মৃত্যু। ইহার অপর নাম—'বেগ' অর্থাৎ মূর্ত্ত বা আকার বিশিষ্ট দ্রব্যে উৎপন্ন দ্রব্যযুক্ত সংস্কার বিশেষ,—পুনঃ পুনঃ জন্ম, জন্মান্তরের 'কারণ'। 'আসা-যাওয়া'র সুধীপাঠক! ষড়্‌তরঙ্গময় সংসার সাগরের বিস্ময়কর ব্যাপার বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ইহা, ত্রিতাপে তাপিত গভীর 'কর্ম্মখাতে' বহুবাসনা-বারি পরিপুরিত,

থাকিবার সম্ভাবনা কোথায়? সেই অনিবার্য্য,—অপরিহার্য্য কারণে স্বীকার করিতে হয়,—কর্ম্মানুযায়ী আত্মা, কখন তির্য্যক্ শরীর (পশু-পক্ষী), কখন স্থাবর দেহ, কখন মানুষীতনু; কখনও বা **ভৌতিক ছায়া** আবার কখনও বা **মন্ত্রমূর্ত্তি**—বিশুদ্ধ দেবকায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হ'ন। বলিয়া রাখিতেছি—এই অভিপ্রায় বা সিদ্ধান্তটী ন্যায়দর্শনাচার্য্যদিগের হইলেও অপরাপর দার্শনিক, পৌরাণিক, তান্ত্রিক এবং পূজ্যতম ভক্ত-বৈষ্ণব ইত্যাদি

শুভাশুভ (পাপ-পুণ্য) কর্ম্মস্রোত প্রবাহিত; মোহাবর্ত্তে (অজ্ঞান, অবিদ্যা, অহমিকা, ভ্রম—প্রমাদ ও বিপ্রলিপসা প্রভৃতি ভবসাগরের বহু আবর্ত্ত ও পাকজল) আবর্ত্তিত; পুত্র-কলত্রাদির (ভূমি, রজত, কাঞ্চনাদির) মায়া খনিত্রে (খন্তা—মাটি খোদা অস্ত্রবিশেষ) খনিত' গভীরীকৃত ও নিয়ত উচ্ছলিত; অশ্রদ্ধা আগ্নেয় গিরিতে অবরুদ্ধ উত্তাপিত; ব্যসন বাড়বানলে সর্ব্বদা স্ফুটিত; আশাবাতাহত আধি-ব্যাধি, শোক-দুঃখ প্রভৃতি তরঙ্গ-উপতরঙ্গে তরঙ্গায়িত; কাম-ক্রোধাদি হাঙ্গর কুম্ভীর প্রভৃতি নিখিল হিংস্রজন্তু নিসেবিত; এই প্রকার ভীষণতম অতলস্পর্শ অসীম, অপার দুরত্যয় সংসার-সাগর পারের একমাত্র উপযুক্ত নৌকা শ্রীতারকব্রহ্ম হরিনাম অর্থাৎ খোল করতালে,—খোলাপ্রাণে, উচ্চরোলে, 'বহুজন মিলিত উচ্চসঙ্কীর্ত্তন। আর সেই হরিনামদাতা সঙ্কীর্ত্তন-পিতা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিকট মাদৃশ মোহান্ধ জীবের নিত্য নিয়ত প্রাণের প্রার্থনা এই যে,—

> "সংসার-দুঃখ জলধৌ পতিতস্য,
> কাম-ক্রোধাদি নক্র-মকরৈঃ কবলীকৃতস্য।
> দুর্ব্বাসনা নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য,—
> চৈতন্যচন্দ্র! মম দেহি কৃপাবলম্বং॥"

ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু যাবতীয় ব্যক্তিই ইহার অনুসন্ধান,—অনুশীলনে আপন আপন **অপূর্ব্ব প্রাপ্য** কিছু না কিছু পাইতে পারিবেন নিশ্চয়। বস্তুতঃ বিবেকের সহিত ভাবিতে পারিলে ইহা,—এই গবেষণাপূর্ণ ন্যায় সিদ্ধান্ত, কাহাকেই **নিষ্ফলতার** নিত্য-সেবায় বিনিয়োগ করিতে পারে না। তবে কথাটা এই যে, এ আলোচনা—এ অধ্যয়ন-অধ্যাপনা অহৈতুকী সুবিশুদ্ধা ভক্তি-রাজ্যের বিষয় না হইলেও ইহা,—শ্রীল রামানন্দ রায় ও শ্রীমন্মহাপ্রভু আলোচিত উপাসনা—আরাধনা বিষয়িনী 'প্রথমাশ্রয়' "**জ্ঞান-মিশ্রাভক্তি-সাধ্যসারের**" প্রথমাংশ বটে।

যাউক,—ওসকল নিরস—নিষ্প্রয়োজন কথার আবশ্যক নাই। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে;—আত্মা জরামরণবর্জ্জিত অমর অজর হইলে **'মরে কে?'** তাহার পর ইহার আনুষঙ্গিক সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ *,—এই ত্রিবিধ কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফলাফল এবং পরলোক, প্রেতলোক অথবা স্বর্গাদিলোকের সুখ-দুঃখাদি ভোগই বা কাহার? শরীরী আত্মা,—অজ্ঞানাবৃত অথবা পরমাত্মা শ্রীভগবানে অনাদি বহির্ম্মুখ † সুতরাং নিজে কর্ম্ম না করিয়াও

* কর্ম্ম ত্রিবিধ,—১। সঞ্চিত অর্থাৎ সংগৃহীত বা যেগুলি জমা আছে, এরূপ। ২। প্রারব্ধ অর্থাৎ প্রারম্ভ অর্থাৎ পূর্ব্বসঞ্চিত সুখদুঃখাদি কর্ম্মের, যে অংশের ভোগ আরম্ভ হইয়াছে—এরূপ। ৩। ক্রিয়মাণ—অর্থাৎ অনুষ্ঠীয়মান বা যে সকল সৎ ও অসৎ কর্ম্ম এবার—এই জন্মেই করিতেছি—এরূপ। ভগবদ গীতা বলেন,—জ্ঞানদ্বারা আর ভক্তিশাস্ত্র বলিতেছেন ভগবদভক্তিদ্বারা সদসৎ যাবতীয় কর্ম্মই বিনষ্ট হয়,—জীব,—কর্ম্মপাশ মুক্ত হয়।

† "কৃষ্ণভুলি সেই জীব—অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥

ক্রম **সংস্কারের** একান্ত বাধ্য-বাধকতায় বা বিষয় বিমুগ্ধতায় 'আমি কর্ত্তা—আমি ভোক্তা' অর্থাৎ 'আমার পুত্র, আমার বিত্ত ও আমার কলত্রাদি আবিল অভিনিবেশ জন্য পুনঃ পুনঃ ভোগ-দেহে সুখ-দুঃখাদি বন্ধন প্রাপ্ত হয়,—**সকাম দেবোপাসনায়** বজস্তমের গভীর গতিহীন অবসন্নতা লাভ করে ; অর্থাৎ অপরিহার্য্য কালপ্রবাহে অজ্ঞান-অন্ধকারাবৃত অপারণীয় **সংসার সাগরে** গা ঢালিয়া দিয়া, আকল্প—একবার ভাসে (অর্থাৎ জন্মে) আরবার ডুবিয়া (মরিয়া) যাইতে থাকে *।

'**মরে কে ?**' একথার সুমীমাংসা করিতে গেলে,—একসঙ্গে জন্ম জীবন ও মরণ, এই অবস্থা তিনটীর আলোচনা করা আবশ্যক। তবে জীবন ব্যাপার বা ভোগের বিষয় নামে মাত্র

কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥"

ইত্যাদি (শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যঃ ২০শ পরিঃ)।

* আকল্প (ব্রহ্মার একদিন) বা প্রলয়,—মহাপ্রলয়েও অভক্ত,—অতত্ত্বজ্ঞের শান্তি মুক্তি ঘটে না। নির্ব্বিকল্প জ্ঞানযোগীর ব্রহ্মসাযুজ্য-ঔপচারিক (ব্যবহারিক) বোধ মাত্র। যেমন জলে লবণ এক কালীন মিলিয়া যায় না। অল্পাধিক যাহাই মিশাইয়া দাও না,—অনলোত্তাপে বা বিশিষ্ট বিজ্ঞানবলে তাহা বাছিয়া, ওজন করিয়া বা বুঝিয়া লওয়া যাইতে পারে। অতএব নৈষ্ঠিকভক্তই যথার্থ মুক্ত। যেহেতু তিনি ভগবানের নিত্যলোকে—নিত্যানন্দ প্রেমসেবাপ্রাপ্ত। সেদেশে, ব্রহ্মার পরমায়ু গণনায় দিবারাত্র, মাস পক্ষ : অয়ন বৎসর বা যুগ মন্বন্তরাদির হিসাব বহির্ভূত। সেদেশে, কালের প্রভাব নাই,—মহাকাল এপর্য্যন্ত সেদেশের খবর জানেনা,—সুতরাং জ্যোতিষের যোগ বিয়োগ বা কালের খাতা নাই। বস্তুতঃ তত্ত্বাতীত—পরতত্ত্ব গোলোক বৃন্দাবনে না যাওয়া পর্য্যন্ত জন্মমৃত্যু বা 'আসা-যাওয়া'র হাত ছাড়াবার কারণ দেখা যায় না পাঠক!

উল্লেখ থাকিবে। জন্ম-মরণের (আসা-যাওয়ার) কথাও যতটা সম্ভব খুবই সংক্ষেপে—সরল ভাষায় বলিবার চেষ্টা করিব। কারণ প্রবন্ধ খুব বড় হইলে পাঠকদিগের বিরক্তি ঘটে।

"নায়ং হন্তি ন হন্যতে" (গীঃ ২।১৯ অর্থাৎ আত্মা কাহাকে মারেও না,—নিজেও মরিবার পাত্র নহেন। এই,—শাস্ত্রীয় আদেশ—আর্য্য, আপ্ত বাক্যে আস্থা রক্ষা করিয়া,—উহার উপর ভর দিয়া,—'মরে কে'? এই ব্যবহারিক কথাটীর মীমাংসা করিতে হবে,—সুসিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে হবে। যেহেতু 'মরণ-শব্দ' ভিত্তি-হীন অর্থাৎ আকাশকুসুম বা অশ্বডিম্ব। অতএব 'আসা-যাওয়া' বা জন্মমৃত্যুরূপ দ্বন্দ্ব সমাসের আলোচনাটা অজ্ঞানী—অজ্ঞ-অভক্তের পক্ষে যেমনই দুরবগাহ,—দুর্বোধ্য; তত্ত্বজ্ঞের বিশুদ্ধ—শুভ্র জ্ঞানবলের কাছে—ভগবানের প্রিয় কিঙ্করগণের ভক্তিবিদ্যার কাছে আবার তেমনি গোষ্পদ তুল্য সুখাবগাহ—অনায়াসগম্য অথবা 'কিছুই না'র মধ্যেই পরিগণিত। ফলে—শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই এই জ্ঞানলাভের উপযুক্ত পাত্র,—অহৈতুকী হরিভক্তির একান্ত উপাসক ব্যক্তিই এই অনন্য মিথুন জন্ম-মৃত্যুর যথার্থ স্বরূপ অবগত *। বস্তুতঃ যে পর্য্যন্ত সাধকব্যক্তি সেই জ্ঞানরত্নের আনন্দনূপুর শ্রীমতী ভক্তিদেবীর শ্রীচরণে অর্পণ না করিতে পারিবেন, সেপর্য্যন্ত তাহা যথার্থ কার্য্যোপযোগী হইবে না। সে জ্ঞান,—জ্ঞানের সপ্তমভূমি সুনির্ম্মল চরমজ্ঞান নহে,—উহা অজ্ঞানের সহিত সংলগ্ন বা জ্ঞানের প্রথমস্তর অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্ব বিজ্ঞানের সুনীচ—নিকৃষ্ট স্থান। বস্তুতঃ

* গীতা ২।২৭ শ্লোক ও শ্রীভাগবত ১০।১।৩৮ শ্লোক ইহার খাঁটি উদাহরণ স্থল। "আসা-যাওয়ার" ২।৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

যে জ্ঞানে সদাচার সন্নিষ্ঠা বা **শ্রদ্ধা-ভক্তির** সংস্রব না থাকিবে তাহা-দ্বারা যথার্থ আত্মবোধ এবং জীবের 'পরম প্রয়োজন' শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতির উন্মেষ হইতে পারে না। তাই,—কনিষ্ঠাধিকারীর পক্ষে অর্থাৎ উপাসনার প্রথম স্তরে—"**জ্ঞানমিশ্রাভক্তি সাধ্য সার,**" * এই উপদেশটী খুব উপকারী। ইহার পর অপার—অগম্য কৃষ্ণতত্ত্ব,—শ্রীকৃষ্ণের নিত্য নিকুঞ্জসেবা-প্রাপ্তি-তত্ত্ব বুঝিবার বেলায় অর্থাৎ উপাসনার দ্বিতীয়, তৃতীয় স্তরে 'জ্ঞানশূন্য ভক্তি ও "**প্রেমভক্তি সর্ব্ব-সাধ্য সার,**" ইহার যথেষ্ট অনুশীলন আবশ্যক। বলিতে কি,—ইহাঁর জন্যই শ্রীভগবানের শ্রীশ্রীরাস-বিলাস এবং ইহাঁই,—ভগবন্নিষ্ঠ ভাগবত প্রধান-সজ্জনকে যথার্থ বুঝাইবার জন্য প্রাতঃস্মরণীয় কবিরাজ শিরোমণি শ্রীল শ্রীজয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ মহাকাব্যের শুভোৎপত্তি।

মরণ কি? মরে কে? তা হইলে ভাই প্রেমিক পাঠক! আপনি একবার বুঝিয়া দেখুন। অথবা সাধক ভক্তমণ্ডলি,—শ্রদ্ধার সহিত শুনিয়া,—**সদ্গুরূপদিষ্ট** স্বকর্ত্তব্যে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া,—শ্রীরূপানুগ প্রেমের পথে † স্বধর্ম্ম—**সদাচারের** সাথে সদানন্দে চলিয়া যাও ভাই! শান্তি-সুধা-সুরধুনী-নিষিক্ত,—

* শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যঃ ৮ম পরিচ্ছেদ শ্রীমন্মহাপ্রভু,—শ্রীল রামানন্দ রায় প্রসঙ্গ।

† সাহজিক,—অর্থাৎ ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিকর জড়ধর্ম্মী প্রেম—পীরিতের বা কামরোগ পীড়িত সম্প্রদায়ের উপদিষ্ট পথ দিয়া নয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত—("চারিভাব ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন" ইত্যাদি আদিলীলা ৩য় পরিচ্ছেদ) গোস্বামিপাদ শ্রীল শ্রীরূপ উপদিষ্ট (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু) পবিত্র পথ অনুসরণে,—ব্রজবাসী জনানুগ (রাগানুগা) প্রেমভক্তির পবিত্র প্রশস্ত পথ অবলম্বনে অগ্রসর হইলে,—তবে চিরশান্তি নিকেতন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বিধৌত ঐ পথের কিয়দ্দূরে গেলেই বেশ বুঝিবে,—**মরণ কি ?** এবং স্পষ্টই দেখিবে,—**মরে কে ?** ইহার অধিকতর—আরও জানিতে পারিবে,—এ জীব-জগতে '**জীবন্মুক্ত কে ?**' এ দৃশ্য ব্রহ্মাণ্ডে জন্মমৃত্যুর দায় বিমুক্ত,—অমরেন্দ্র সেব্য—পরম-পূজ্য, খাটি অমৃতপায়ী **অমর ব্যক্তি কে ?**

জন্ম নয়,—কেবল মরণ-তত্ত্বটী বুঝিলে বা '**মরার মত**' মরিতে পারিলে, আর কখনও জন্ম-জরার জালে পড়িয়া, মায়া-মরীচিকায় ঘুরিয়া মরিতে হয় না,—মায়া পিশাচীর বিষ্ঠার কৃমী কীট হইয়া ; বার-বার, বহুবার, অজ্ঞাত দীর্ঘকাল,—এই ভৌম নরকে অনির্ব্বচনীয় আত্যন্তিক দুঃখ সম্ভোগ করিতে হয় না ভাই ! আবার বলিয়া রাখি,—ভগবানে স্মৃতি—শ্রদ্ধা রাখিয়া এবং বিষয়-বিতৃষ্ণ হইয়া এই গূঢ় তত্ত্বের অনুসন্ধান,—অনুশীলনে নিশ্চয়ই তোমরা,—দারুণ যন্ত্রণাপ্রদ জন্ম-মৃত্যুর প্রবল প্রবাহ হইতে **নিষ্কৃতি পাইবে,**—অবশ্যই ইহা,—তোমাদের উপকারে আসিবে ভাই !

---

* শ্রীমদ্ভাগবতের পথ দিয়া বুঝিতে চাহিলে,—মৃত্যুর অর্থ,—, উপস্থিত ভোগদেহের অত্যন্ত বিস্মৃতি (এককালীন ভুলিয়া যাওয়া) যথা—"মৃত্যুরত্যন্ত বিস্মৃতিঃ" (দেহে অত্যন্ত বিস্মৃতিরহঙ্কার নিবৃত্তিস্তদভিমানিনো জন্তোর্জীবস্য মৃত্যুরুচ্যতে ন তু দেহবিনাশ-রিত্যাদি শ্রীজীব পাদ)। অর্থাৎ স্থূল শরীরের বিনাশটাই যে মৃত্যু, তাহা নয়। খোলস পরিত্যক্ত সর্পটাকেও ত তাহা হইলে 'সাপ মরিয়াছে' বলা যাইতে পারে। লৌকিক জ্ঞানের বক্তব্য এই 'মরণ শব্দ' পরিদৃশ্যমান্ স্থূলদেহ সম্বন্ধেই উল্লেখ হইতে পারে। যেহেতু 'কারণ শরীর' (লিঙ্গদেহ) ও সূক্ষ্মদেহের বিনাশ সুদূর

'জন্ম মরণ কি ?' শ্রবণ কর,—শ্রদ্ধার সহিত সাদরে গ্রহণ কর,—ভালরূপে বুঝিবার চেষ্টা কর ভাই! "অনেকগুলি খড়-কুটা, তৃণ-কাষ্ঠ এবং মাল-মসলা সংগ্রহ (যোগাড়) করিয়া একটী **'অবয়বী'** অর্থাৎ অবয়ব বিশিষ্ট (আকার যুক্ত—মূর্ত্তিমন্ত)

পরাহত। ফলে,—'আমি—আমার' ইত্যাদি স্থূলদেহের অভিমান (জ্ঞান) বিস্মরণের নামই মৃত্যু বলিয়া কথিত। বস্তুতঃ মৃত্যুশব্দে আমাদের অজ্ঞান পরতন্ত্রতা ছাড়া আর কিছুই নয়। পুরাণাদি বহুশাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদে ১০১ প্রকার মৃত্যুর বা দেহত্যাগের বিষয় জানা গিয়াছে;—তাহার ভিতর একটীমাত্র (বার্দ্ধক্যবশতঃ) 'কালমৃত্যু',—তদ্‌ব্যতীত অপর ১০০টী মৃত্যু,—আগন্তুক (নৈমিত্তিক বা বাহির হইতে আগত)। যেমন,—পীড়া, আকস্মিক বজ্রপাত, সর্পাঘাত ইত্যাদি। অথবা ব্রহ্মশাপ,—গুরুজনের, দেহপীড়া—মনঃপীড়া প্রাপ্ত ব্যক্তির অভিসম্পাত প্রভৃতি।

আরও কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি ভাই 'আসা-যাওয়া'র সুধী-পাঠক! ভগবদ্ভজনের অর্থাৎ সৎসঙ্গবিমুখ ব্যক্তিই,—'জীবন্মৃত' এবং ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ জড়বুদ্ধি দুর্ভাগ্য মানবই নারকীয় 'মরণ' পিশাচের চর্ম্মপাদুকাবাহী নীচজীব। শ্রীমদ্‌ভাগবত (২।৩।২৩) মুক্তকণ্ঠে, কি বলিতেছেন বিশ্বস্তচিত্তে শ্রবণ কর—শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ কর। যথা,

'জীব ন শবো ভাগবতাঙ্ঘ্রি রেণূন্, ন জাতু মর্ত্ত্যোঽভি লভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ, শ্বসন্ শবো যস্তু ন বেদ গন্ধং॥"

যে মনুষ্য ভগবদ্ভক্তগণের চরণধূলি অভিলাষ না করে,—সে জীবন্মৃত। আর যে মনুষ্য শ্রীগোবিন্দ পদারবিন্দে অর্পিত শ্রীতুলসীর

গৃহ—মন্দির বা অট্টালিকা প্রভৃতি নির্ম্মিত হইল—প্রস্তুত হইল অথবা সলিল,—মৃত্তিকা ইত্যাদি সংগৃহীত হইয়া 'একটী ঘট' প্রস্তুত করিল কিংবা ক্ষিতি, জল ও বীজাদি একত্রিত হইল, তাহাতে অঙ্কুরোৎপন্ন হইয়া কালক্রমে উহাতে শাখা প্রশাখা পরিশোভিত একটী বৃক্ষ জন্মিল। সকলে বলিল কি না—একখানা বেশ ভাল গৃহ প্রস্তুত হইয়াছে, সুন্দর অট্টালিকাটী তৈয়ারী হইয়াছে, কুম্ভকার হাঁড়িটী বেশ ভালই গড়িয়াছে অথবা গাছটী উত্তমই জন্মিয়াছে,—ফল ফুলে কিনা বেশ শোভা বিস্তার করিয়াই **দাঁড়াইয়াছে**। কিছুদিন পরে ওসকলের সেই অপূর্ব্ব **অবয়ব** (আকার) শিথিল হইল—ভাঙ্গিয়া গেল অর্থাৎ পূর্ব্ব অবয়বের **'অপূর্ব্ব সংযোগ'**—(সমষ্টি) ধ্বংশ মুখে নিপতিত হইল;—অমনি সকলে বলিতে লাগিল,—'ঘরখানা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—অট্টালিকাটী ভূমিস্যাৎ হইয়াছে,—হাঁড়িটা নষ্ট হইয়া—ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে

গন্ধ আঘ্রাণ না করে, তাহাকে মৃত মানুষ বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির সুগন্ধি চন্দন কুঙ্কুমাদি অনুলেপনে অনুরাগ থাকে না,—পুষ্প সৌরভও অনুভূত হয় না;—শ্মশানের অশুচি—অপবিত্র মাটিতেই তাহার শরীর গড়ি যায় এবং দুর্গন্ধময় বাতাসই তাহার নাসিকার ভিতর গমন করিয়া থাকে। সেই প্রকার কৃষ্ণবহির্ম্মুখ বিষয়-বিষবিমুগ্ধ সংসারী মানুষও হরিদাসগণের পদধূলি গায় মাখিয়া—মাথায় ধরিয়া পবিত্র হইতে ইচ্ছুক হয় না;—কেবল নিরবচ্ছিন্ন শুক্র-শোণিত, কফ, পিত্ত এবং মল-মূত্রাদির আধার অপবিত্র,—সর্ব্বথা অশুচি স্ত্রী-পুত্রাদির অঙ্গই আপন অঙ্গে টানিয়া লয় এবং উহাদের ক্লেদ গন্ধযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাসই তাহার নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

এবং গাছটী মরিয়াছে।"* এখন ভাবিয়া দেখা আবশ্যক —কিরূপ ঘটনাটীকে আমরা,—'ঘর ভাঙ্গিয়াছে,—ঘট ভাঙ্গিয়াছে, —অট্টালিকা ভূপতিত হইয়াছে ও বৃক্ষটী মরিয়াছে' বলিয়া আলোচনা করিতেছি বা বুঝিয়া বসিয়াছি। এখন ধরিতে গেলে,—সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা পরিবর্ত্তনশীল প্রাকৃতিক জগতের বা পূর্ব্বাবয়বের একান্ত শিথিলতা,—সম্পূর্ণ ক্ষীণতা, বিকারশীলতা অথবা সংযোগ বিয়োগের অবশ্যম্ভাবী বিনিময় ব্যাপারের অন্যতমের উপর অজ্ঞান—অজ্ঞতা নিবন্ধন (হেতু। জন্ম, মরণ বা উৎপত্তি বিলয়াদি শব্দ প্রযুক্ত উচ্চারিত) হইয়াছিল। উহাকে,—ঐ সমস্ত নির্জ্জীব ঘটগৃহাদি এবং স্থাবর জীব বৃক্ষ-লতিকা প্রভৃতি পদার্থ হইতে তুলিয়া,—জঙ্গম জীব বা জীবন্ত মানবের ঘাড়ে চাপাইলে ভালই বুঝা যাইবে—মানুষের 'জন্ম-মরণ ব্যাপারটী কি? 'অদৃষ্টপূর্ব্ব' সংযোগ-বিয়োগের নাম 'জন্ম মরণ' ব্যতিরেকে যে উহার আর কোনই অস্তিত্ব নাই—সার নাই অথবা যথার্থজ্ঞানে উপলব্ধি করিবার উত্তম উপায় নাই;—সেইটি এখন কিঞ্চিৎ বুঝিলেও ভাই ও দেখ—পারমার্থিক পূজ্যতম শাস্ত্রও এইজন্য জেদ করিয়া আমাদিগকে বলিতেছেন;—"মৃত্যুরত্যন্ত বিস্মৃতিঃ।" অর্থাৎ 'আমি-আমার' ইত্যাদি অজ্ঞান-অভিমানের 'অত্যন্ত বিস্মৃতি আর মৃত্যু—একই কথা।

অহো! প্রাণি-জগতের মতা[illegible]তা অব্যক্তা মহাপ্রকৃতি, পরম-পিতা ভগবানের ইচ্ছায় ব্যক্তা—প্রকাশিতা বা শক্তিকেন্দ্রে, দিগ্বসনা, সদানন্দ—বাসনাময়ীরূপে শবাসনে আবির্ভূতা হইয়া *

* এই নিত্যা-ব্রহ্মশক্তি, বিবেচনা ও আবরণী নামে দ্বিবিধা। 'বিবেচনা' বলিতে ভগবদ্বিষয়ে বিচারপটুতা বা আধ্যাত্মে আস্তিকা বুদ্ধি। 'আবরণী'

আপনার প্রিয়পুত্র বা প্রথমসন্তান মহামান্য শ্রীযুক্ত মহানের বহু বাহুল্য সদসদ্‌বংশ বিস্তারে যে, অদ্ভুত—অত্যাশ্চর্য্য **'পুতুল-বাজী'** করিতেছেন,—সদানন্দময়ী সবাসনা সদাশিবারাধ্যা মা আমার,—হাতে তালি দিয়া,—উদারা, মুদারা ইত্যাদি মহামূর্চ্ছনায় শব্দব্রহ্মপ্রাণ **প্রণব ঝঙ্কারে** গান ধরিয়া খেলা-ধূলা করিতেছেন অথবা মহাশক্তির যে **"কারণকূট,"**—জীবকে দেহপিঞ্জরে একটা মানুষাকারে কয়েকদিন বে'শ নাচা'য়ে হাসা'য়ে কাঁদা'য়ে ও হাঁটা'য়ে—খেলা'য়ে ভবরঙ্গমঞ্চে পরমাশ্চর্য্য এক **অদৃষ্ট যাত্রার** অভিনয় করিয়াছিলেন,—সেই **'কারণ কূট'** বা সংযোগ বিশেষকে আ'জ আবার, মা মহাপ্রকৃতি মহাকালী আকর্ষণ করিলেন,—স্বাভাবিক নিয়ম প্রবাহের ভিতর

বলিতে অন্যথাবুদ্ধি অর্থাৎ যদ্দ্বারা বস্তুর স্বরূপবোধ তিরোহিত হইয়া অন্যরূপ প্রতীতি হয়। বস্তুতঃ মোহাচ্ছন্ন মতি। প্রথমার নাম 'যোগমায়া',—দ্বিতীয়ার সোজানাম 'ভোগমায়া'। ইহাঁরই আবার ভাল স্বরূপ ও ভালনাম—অন্তরঙ্গা শক্তি ও বহিরঙ্গ-শক্তি। সৎ, চিৎ ও আনন্দই সর্ব্বারাধ্যা অন্তরঙ্গার স্বরূপ। বহিরঙ্গাশক্তির কথা ভক্তপাঠক ভাল জানেন। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ মানুষের মাথায় এই বহিরঙ্গাশক্তি মায়াপিশাচী বাসা বাঁধে এবং ঐ পোড়ার মুখী বাসায় ব'সেই মল মূত্র পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ঠিক। ভগবদ্ভক্ত জনই বিবেচনাশক্তির কৃপা প্রাপ্ত হ'ন্ আর ভগবদ্বিমুখ হতভাগ্যের উপরই আবরণী মায়াপিশাচীর মহা আবেশ ও মহা আক্রমণ। শাস্ত্র বলিতেছেন ;—"পূর্ব্বং দদাতি ভক্তায় চেতনায় পরাৎপরা।" (ব্রঃ বৈঃ পুঃ প্রকৃতি খঃ ১২।৩৪ শ্লোঃ)। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (মধ্যলীঃ ২২শ পরিঃ) বলিয়াছেন ;—

"কৃষ্ণ নিত্যদাস জীব,—তাহা ভুলি গেল।
এই দোষে, মায়া তা'র গলায় বান্ধিল॥"

দিয়া কিছু কালের জন্য আকাশ ও বাতাস প্রভৃতি মহাভূতে মিশাইয়া রাখিলেন বা **মহাবিস্মৃতির** গভীর বিবরে লুকাইয়া রাখিলেন। বস্তুতঃ রঙ্গভূমিতে শেষ যবনিকা নিক্ষিপ্ত হইলে যেমন তখনই তাড়িতালোক নিবে, একতান বাদ্য থামে এবং একটা কাণফাঁটা কোলাহলের ভিতর দিয়া দর্শকগণ তাড়াতাড়ি নিজ নিজ বাড়ীর পথ ধরে; এখানেও ঠিক সেইরূপই। অর্থাৎ যেই **অজপা** শেষ হইল,—অমনি মানুষের সেই অপূর্ব্ব ও অসম্পূর্ণ জীবন অভিনয়টা ভাঙ্গিয়া গেল,—হরিধ্বনি দিয়া দর্শকবৃন্দ আপন আপন '**ক্রিয়মাণ**' কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল;—সেই ব্যক্তিগত কর্ম্মভূমির কোলাহল থামিল। অর্থাৎ কিছুদিনের জন্য প্রত্যক্ষ প্রপঞ্চবিনিদ্র নিস্তব্ধ হইল,—অবাত অক্ষোভিত ঘোর অমানিশায় জীবলীলা-নিকেতন আবৃত হইল,—**ঢাকা পড়িল**। অথচ ভাই! অপরিজ্ঞাত,—জীবের অদৃষ্ট-লোকে বা পরকালেও মহাকাল মহাশয়ের হাতে বাঁধা,—ধাঁধাঁহীন: বাস্তবিক চাবি দিতে হয় না কোন কালেও মেরামত করিতে হয় না—অনিয়মে চলে না; এমনধারা অমূল্য,—অতুল্য, সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বসম্মত, সর্ব্বতোমুখ (রেগিউলার) যন্ত্ররাজ ঘটিকাযন্ত্রের **অবিশ্রান্ত** অনলস গতি চলিতেই থাকিবে,—ক্ষণ-নিমিষার্দ্ধের জন্যও জীবন মরণরূপ অনিবার্য্য ব্যাপারে বা অবাধ প্রবাহে বন্ধ রহিবে না—**শ্রান্ত হইবে না**। ফলে এই অচিন্ত্য ঘটনাকেই আমরা—'অত্যন্ত বিস্মৃতি' 'মহামূর্চ্ছা' বা **মরণ বলিয়া থাকি**। বস্তুতঃ মৃত্যু হইলে দেহাদির একপ্রকার অপূর্ব্ব বিকার উপস্থিত হয়। সুতরাং অবয়ব (আকার) সকলের অর্থাৎ ত্বক্, শোণিত, মাংস, মেদ, অস্থি ও মজ্জা প্রভৃতি অসার অনিত্য বস্তু সমষ্টির অপূর্ব্ব

সংযোগের নাম জন্ম এবং তদ্বৎ (অজ্ঞাত—অচিন্ত্য) বিয়োগ **বিশেষের নাম—মৃত্যু**। আর বেশী কি বলিব? ভগবদ্বিমুখ অভক্তের—অতত্ত্বজ্ঞের আকল্প আসা,—যাওয়াটার মূলে বাস্তবিক বারংবার কেবল, **ভৌমনরক** * আর প্রেতলোকের নারকীয় যাতনা দুর্ভোগ মাত্র।

'আসা-যাওয়া'র পাঠক ভাই সকলকে পূর্ব্বেও একবার নিবেদন করিয়াছি; আবারও কাকুতি মিনতির সহিত বলিতেছি যে, প্রাণশূন্য উপন্যাস-উপকথা দ্বারা 'জন্ম-মরণ' বা আমাদের '**আসা-যাওয়ার**' দুরবগাহ গভীর বিষয় বলিতে আমি ভাক্ত-মূর্খ

* ভৌমনরক—ভগবদ্বিমুখ অভক্তের মূর্খজীবের বিষয়মদে মত্ততাজন্য দিন, মাস ও বৎসরাদি জীবন ব্যাপারের যে অপচয় বা অপব্যবহার, তাহাই ভৌম-নরক অর্থাৎ দুঃসহ সংসার যাতনা (মহাভাঃ আ.দপঃ ৯০ অঃ) আর পারলৌকিক নরক অর্থাৎ দেহান্ত পাপী পাষণ্ডের পরলোক বা প্রেতলোক সম্বন্ধীয় 'তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরবাদি পাপ বিশেষে,—বিশেষ, বিশেষ যাতনাস্থান (ভাঃ ৫।২৬ অঃ এবং ব্রহ্মবৈঃ প্রকৃতি খঃ ২৭ অঃ)। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বলেন ;—

"নিত্যবদ্ধ—কৃষ্ণ হৈতে নিত্যবহির্ম্মুখ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥
সেই দোষে মায়া-পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি মারে॥
কাম ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।"

ইহাই—ভৌমনারকী বা নিত্যবদ্ধ মাদৃশ নরাধমগণের চরিত্র; এবং কৃষ্ণ-বিস্মৃতি—বিমুখতার উপস্থিত কুফল। ইহার পর পারলৌকিক নিরয়-যাতনা বা অবর্ণনীয় যমের জেলখানার কঠোর শাস্তিত আছেই।

বাস্তবিকই অপারগ। আর কেহ পারেন কি, না পারেন তাহাও ভাল জানা নাই। সুতরাং উপায়ান্তর অভাবে বাধ্য হইয়া বলিতে হয়,—যাঁহারা ঔপন্যাসিকী-ভাষাপ্রিয় বা জড়রসিকতাময় উপকথা পাঠে উল্লাসিত, তাঁহারা আমার 'আসা-যাওয়া'র কাছে আসিবেন না—আশাও করিবেন না; আকস্মিক হাতে আসিলে, দু চা'র পাতা উল্টাইয়া ছাড়িয়া দিবেন, নিজগুণে নিখিল **অপরাধ** ক্ষমা করিবেন।

এইবারে,—'আসা-যাওয়া'র দার্শনিক প্রমাণের পালা। ইহা,—মানব জগতের অবশ্য শ্রোতব্য এবং গৃহীতব্য। ইহা,—অর্হনীয় আর্য্য আপ্ত ঋষি * দিগের সিদ্ধান্তের সুপবিত্র তত্ত্ববোধিনী

* আপ্ত ঋষি,—

"আপ্তাস্তাবৎ রজস্তমোভ্যাং নির্ম্মুক্তা স্তপোজ্ঞানবলেন চ।
যেষাং ত্রৈকালমমলং জ্ঞানমব্যাহতং সদা।
আপ্তাঃ শিষ্টা বিবুদ্ধাস্তে তেষাং বাক্যমসংশয়ং।
সত্যংবক্ষ্যন্তিতে কস্মাদসত্যং নীরজস্তমাঃ॥"

অর্থাৎ যাঁহাদের বাক্য সত্য, সংস্কারশূন্য, তপস্যাবলে রজস্তমোগুণবিমুক্ত, ত্রিকালজ্ঞ, অব্যাহত জ্ঞানসর্ব্ব, ধার্ম্মিক, জিতনিদ্র,—জিতেন্দ্রিয়, শিষ্ট ও বিবুদ্ধ। এই প্রকার মহাপুরুষদিগের যে নির্ম্মল উপদেশ বা সিদ্ধান্ত তাহাই আপ্তোপদেশ অর্থাৎ শব্দপ্রমাণ। ইহা নিত্য,—ইহা শব্দব্রহ্ম বেদবৎ সকলেরই শির নমনে শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার্য্য। ন্যায়দর্শন (১।১।৪) ও সাংখ্যদর্শন (১।১০১) বলিয়াছেন, "**আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ**।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (আদি লীঃ ২ পরিঃ) বলিয়াছেন—

"ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব।
আর্য্য-বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এই সব॥"

সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম জ্ঞানানন্দের উন্মাদিনী লীলা কথা। ইহাঁর ভিতরে শ্রদ্ধার সহিত প্রবেশ করিতে পারিলে কাহারও কোন লোকসানের

এযুগের মহনীয় আপ্ত—আর্য্য মহর্ষি বলিতে বাস্তবিক আমাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পরিকর পরমপূজ্য শ্রীল শ্রীরূপ সনাতন প্রভৃতি ছয় গোস্বামী এবং ব্যাসাবতার শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুর ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি ইত্যাদি। যেহেতু পূর্ব্বোক্ত—"ন্যায় দর্শন" এবং "সাংখ্য-দর্শন কারিকাভাষ্য" প্রভৃতি বর্ণিত মহিমা খ্যাতি বা সদ্‌গুণাবলি ইহাঁদের যথেষ্ট ছিল। 'গোসাঞী' শব্দই প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থে পাওয়া যায়। যাহা হউক,—'গোস্বামিন্' শব্দ হইতেই 'গোসাঞী' আর গোসাঞী শব্দের অপভ্রংশ (বিকৃত) এখনকার "গোসাঁই" অথবা দাক্ষিণাত্যের "গোসাবি" (নামতঃ হনুমান উপাসক) শব্দের উৎপত্তি। ফলে,—"গোস্বামিন্" শব্দ 'আর্য্য',—'আপ্ত' ও 'বিজ্ঞ' প্রভৃতি শব্দের কাছে ছোট নয়, বরং উন্নত। কারণ,—"গবাং—ইন্দ্রিয়াণাং স্বামী" (৬ তৎপুঃ)। অথবা 'গো'র,—বাক্যের স্বামী; বাক্‌পতি,—গীষ্পতি,—ভগবত্তত্ত্ববেত্তা,—ভক্তি-গ্রন্থকর্ত্তা ইত্যাদি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় এই পবিত্র উপাধির উৎপত্তি এবং শ্রীশ্রীরূপ প্রভৃতি ছয় মহাত্মাই তখন কেবল ইহার যথার্থ-স্বত্বাধিকারী হইয়াছিলেন। সুখের বিষয়—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরণাশ্রিত পূজ্যপাদ প্রভুসন্তানেরা গোস্বামি উপাধি সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব-জগতে বেশ গৌরবান্বিত, আর্য্যভারতে সম্মানিত এবং ইহাঁদ্বারা আপনারাও বাস্তবিক আনন্দিত—উৎফুল্ল চিত্ত। পূজ্যতম বৈষ্ণব-সাম্রাজ্যের পরাৎপর পরমারাধ্য শ্রীমন্মহাপ্রভুপ্রবর্ত্তিত বা অর্পিত এই পবিত্র 'গোস্বামি উপাধি' ভগবদুপাসনাগত, ব্যক্তিগত অথবা যথার্থ

লেশমাত্র নাই বরং বেশ লাভই আছে ভাই পাঠক! জীবের 'আসা-যাওয়া' সম্বন্ধে সাংখ্যদর্শনের কথাটা এই,—

"অপূর্ব্ব দেহেন্দ্রিয়াদি সংঘাত বিশেষেণ
সংযোগশ্চ বিয়োগশ্চ" ॥ ২১ ॥

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য্য মহাত্মাদিগেরই প্রাপ্তব্য বটে। কিন্তু এখন দেখা যায়, সেইটী আর নাই। এখন, এই শব্দব্রহ্মবাচি, শ্রীগোস্বামি উপাধি মহারত্নকে মন্ত্রোপদেষ্টা বা শিষ্যজীবী বিষয়াসক্ত আশূদ্র সকলেই দখল ক'রে বসিয়াছেন। ইহা যেন,—মহামান্য ভূতপূর্ব্ব বড়লাট কর্ণওয়ালিস্ বাহাদুর প্রবর্ত্তিত (১৭৯৩ খৃঃ এর ৮ আইনের) 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের' বংশপরাম্পরা সত্ব—ভূস্বামিত্ব। কিংবা শ্রীমন্মহাপ্রভু-পরিকর শ্রীব্রজবাসী, শ্রীবৃন্দাবন তরুলতা উৎপন্ন ফল-পত্র প্রসাদসেবী, কর-কমণ্ডলে শ্রীকালিন্দী যমুনার জলপায়ী, সর্ব্বথা সংযত—বশীভূতচিত্ত: জিতনিদ্র—জিতেন্দ্রিয়, ত্রিজগৎপূজ্য প্রাতঃস্মরণীয় 'সুবিজ্ঞ,—আদ্য,—আপ্ত—প্রাণারাধ্য প্রণম্য শ্রীল শ্রীপাদ ছয় ঠাকুরের পরম পবিত্র 'গোস্বামি উপাধি' আ'জ কিনা, ব্রাহ্মণ বল্লালী বা কৌলিন্য* গাঞি-গোত্রগত—বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনিত্য—অসার সংসার জগতের (গার্হস্থ্য গৃহস্থ) আশ্রমোচিত জাতি, বংশ, বিদ্যা ও চাকুরীবৃত্তির প্রকৃষ্ট পরিচায়ক উপনামে অর্থাৎ খেতাবের খেলার খেলনায় পরিণত। সেইরূপ ভট্টাচার্য্য শব্দের এখন অর্থ বিপর্য্যয় বা অনর্থবোধ ঘটিয়া থাকিলেও বিদ্যারত্ন বেদান্তবাগীশ, সাংখ্যতীর্থ ও তর্কচূড়ামণি ইত্যাদি বিদ্যাগত উপাধি—অবিদ্বান্ পুত্র-পৌত্রাদি বংশপরম্পরাক্রমে পাইতে পারে কি? অথবা জজ ম্যাজিষ্টার এবং বারিষ্টর, প্লীডার প্রভৃতির পুত্র-

ইহাদ্বারা ভালই বুঝা যাইতেছে যে, '**সাবয়ব**' (মূর্ত্ত) বস্তুরই বিয়োগ বা মরণ আর '**নিরবয়ব**' (অমূর্ত্ত) বস্তুর কখনই মরণ নাই। আত্মা—নিরবয়ব সুতরাং তাহার মরণও সম্ভবে না; আবার উৎপত্তি বা জরা-জন্মাদিও ঘটিতে পারে না। 'নিরবয়ব'—নিতান্ত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়বর্গ অথবা ইন্দ্রিয় নিচয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগেরও মরণ নাই। আত্মা মরে না,—চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকাদিও (ইন্দ্রিয় শক্তিরাও) মরে না, ইহাই যদি খাঁটি—সুনিশ্চিত হইল, তবে 'অমুক মরিয়াছে' 'সে মরিবার মত হইয়াছে' এবং 'আমিও মরিব', এরূপ অলীক—অস্তিত্বহীন কথা না কহিয়া 'অমুকের শরীর মরিয়াছে' 'আমারও এই দেহটাই মরিবে।' তা হইলে,—এইরূপ খাঁটি,—বাস্তবিক সত্য কথাটা বলাই **সঙ্গত হয় না কি**? পূর্ব্বেই বলিয়াছি—'জন্ম-মরণ ব্যাপার **বড়ই দুর্জ্ঞেয়**, দুরবগাহ।' তাই,—যে কোন ভাবে,—যে সে ব্যক্তি ইহা ধারণায় আনিতে পারে না—বুঝিয়াই পার পায় না। তবে সে কথাটা

পৌত্রাদি তদ্বংশাবলির সেই সেইরূপ টাইটেল প্রাপ্তি অপ্রাসঙ্গিক বা অস্বাভাবিক নয় কি? আন্তরিক আরও দুঃখের বিষয় এই যে, "গোস্বামিন্,"—এই পবিত্র শব্দ পদার্থের অর্থবোধ পর্য্যন্ত এখনকার অনেক গোস্বামি সন্তানের নাই; থাকেত, সেটা ব্যবহারিক, পারমার্থিক নয়, খাঁটি অর্থ নয়। পাপমুখে বলিব কি,—আচার-ব্যবহার বিষয়ে অনেকেই আবার মাদৃশ ব্রহ্মচারীদের মাষ্টার মহাশয়! ভরসা করি,—করপুটে প্রার্থনা করি,—গোস্বামি প্রভুপাদগণেরা নিজ নিজ মহত্ত্বগুণে এ অজ্ঞাধমের প্রমাদ বাক্যের দোষ-দুঃশীলতা মাপ করিবেন; স্বকর্ত্তব্যে, স্বমহত্ত্বে মনোযোগ দিবেন।

এই যে, "**দৃশ্যমান সংঘাতের**" অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন ;—এই সকলের সম্মিলন ভাবের বিশ্লেষণ বা বিয়োগ (বিনাশ) ভাবটীকে লক্ষ্য করিয়াই কি জ্ঞানী কি মাদৃশ মূর্খ,—সকলেই মরণশব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে,—ব্যবহার করিয়া কতকটা পরিতৃপ্তির মতও হইয়া থাকে।

বাস্তবিক,—প্রাণ সংযোগের একান্ত বিয়োগ বা আত্মা ও দেহেন্দ্রিয়দিগের সহিত প্রাণশক্তির (প্রাণ, অপানাদিদশবিধ বায়ুর) এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব অথচ অপরিহার্য্য চিরবিচ্ছেদ অবস্থাটীকে লক্ষ্য করিয়াই **মৃত্যুশব্দ** প্রয়োগ (ব্যবহার) করা হইয়া থাকে; প্রাণ-শক্তির অলৌকিক—অদ্ভুত ব্যাপারের সর্ব্বথা নিরোধ বা **চির-নিবৃত্তি না ঘটিলে,** অপর সকলের (দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন ইত্যাদির) সম্বন্ধ নিবৃত্তি বা সংযোগ সৌহার্দ্দের ইত্যাকার বিরহ—বিচ্ছিন্নতা ঘটে না। ফলে,—নিরবয়ব '**কারণ**' পদার্থের সংযোগ-বিয়োগের; মিলন-বিরহের মূলীভূত নিশ্চিত কারণ **প্রাণ-শক্তি**। 'জীবন' (জন্ম) ও 'মরণ' এই শব্দ দুইটীর আসল (ধাতুগত) অর্থ খুঁজিলেও পূর্ব্বকথিত মীমাংসাই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। যেহেতু 'জীব'-ধাতু হইতে '**জীবন**' আর মৃ-ধাতু হইতে '**মরণ**' সাধিত (সিদ্ধ) হয়। 'জীব' ধাতুর **প্রাণধারণ** ও মৃ-ধাতুর খাঁটি অর্থ **প্রাণত্যাগ।** ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে যে,—'প্রাণ' যতক্ষণ দেহেন্দ্রিয় সংঘাতে বা নিবিড় সংযোগে—গাঢ় সংমিলনে সাম্মিলিত রহে, ততক্ষণই **তাহার জীবন** আর ঐ প্রাণের বিচ্ছেদ বা **অভাবই মরণ** অর্থাৎ জীবাত্মার পাঞ্চভৌতিক দেহত্যাগ। অতএব জন্ম-মরণ দেহের,—**আত্মার নয়**। 'অমুকে মরিল—

আমিও মরিব', এ কথাটার অর্থ ঔপচারিক (ব্যবহারিক) অর্থাৎ নামতঃ—লোকতঃ—কল্পিত ;—'পারমার্থিক' বা **যথার্থ নহে**। আত্মার অধ্যাস অর্থাৎ আরোপ,—একবস্তুতে অপরবস্তুজ্ঞান লাগিয়া থাকায় দেহাদি সংঘাত (অপূর্ব্ব সংযোগ) অথবা **অহং প্রত্যয় বশতঃ** (আমিত্ব জন্য) ওরূপ হইতেছে এবং সেই হেতু আবার সেই ভাবের **ব্যবহারিক প্রয়োগও** অনাদি কাল হইতেই অজ্ঞ—বিষয়বিমুগ্ধ মানব-মুখে উচ্চারিত হইয়া আসিতেছে! কিন্তু নিশ্চয়াত্মিকা বিচার বুদ্ধির সাহায্যে জানিতে পারা যায়,—**প্রাণ-বায়ুর** (প্রাণ অপানাদি পঞ্চধাবায়ু শক্তির) অপূর্ব্ব স্পন্দন বা কম্পন শক্তির অত্যন্ত অভাবই **'মরণ'**। তাহা হইলে প্রশ্ন হইতে পারে,—'**প্রাণ-পদার্থটী কি**?' এসম্বন্ধে যৎসামান্য মতভেদ থাকিলেও (১) "**যে প্রাণ-সেই বায়ু**।" * ইহা—শ্রুতি স্মৃতি—পুরাণ, উপনিষদ, তন্ত্র

* "যঃ প্রাণঃ স এব বায়ুঃ।
পঞ্চবিধঃ প্রাণোঽপানো ব্যান উদ্যান সমানঃ। ইতি শ্রুতি।"

অর্থাৎ 'যে প্রাণ—সেই বায়ু।' ইহা পাঁচ প্রকার,—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান। উহার মধ্যে প্রাণ—হৃদয় মারুত (হৃৎপিণ্ডে—স্পন্দিত বায়ু)। তাই শাস্ত্র বাক্য (ছান্দোঃ উঃ),—আর্য্য—আপ্তবাক্য —"তল্লিঙ্গাৎ প্রাণ শব্দেন ব্রহ্মৈব ইত্যাদি।

১ অন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণঃ (ছান্দোগ্য উঃ ৬।৪।৪)।" ইত্যাদি মতভেদ।

এই শ্রুতি অনুসারেই বোধ হয়, জলের এক নাম প্রাণ। যাহাই হউক, দর্শন-বিজ্ঞানাচার্য্য বহুজনই প্রাণের বায়ুত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ফলে প্রাণের বায়ুত্ব ব্রহ্মবাচক।

এবং সর্ব্বদর্শন—বিজ্ঞান (সুশ্রুতাদি) সুসিদ্ধ অর্থাৎ **সর্ব্ব-সম্মত**। ফলে এই-**জন্মমৃত্যু ব্যাপারটী** বাসনা-বৈচিত্র্যের এক অপূর্ব্ব,—অজ্ঞাতপূর্ব্ব রহস্যময়ী অচিন্ত্য লীলা।

অর্থাৎ প্রাণ থাকিলেই জীবন থাকে, দেহ থাকে এবং দেহেন্দ্রিয়াদি সকলই থাকে। আর প্রাণ গেলে জীবন যায়,—দেহ যায়,—ভবের খেলা ফুরাইয়া যায়। জীবের—জন্ম, জীবন এবং মরণ; এই প্রবল প্রবাহের প্রাণই প্রধান হেতু। এই জন্য সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ও আদ্য—আপ্ত ঋষিদের ঘোষণা,—"বায়ু হইলেও প্রাণ,—ব্রহ্ম পদার্থ।" মহাভারতের (১২।১২৮।৩৫) সংক্ষিপ্ত মত এই যে,—"এত সর্ব্বপ্রিয় বায়ু পৃথক পৃথক রূপে প্রাণীদিগের সকল প্রকার চেষ্টা (১) বর্দ্ধিত করে এবং ভূত নিচয়ের 'প্রাণন' অর্থাৎ

(১) প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান এই পঞ্চ বায়ুই পঞ্চ প্রাণ। ইহার মধ্যে উর্দ্ধে গমনশীল নাসাগ্র স্থায়ী বায়ুর নাম প্রাণ, অধোগমনশীল পায়ু (গুহ্য) আদি স্থানবর্ত্তী বায়ুর নাম অপান, সর্ব্ব নাড়ীতে গমনশীল সমস্ত শরীর ব্যাপী বায়ুর নাম ব্যান, উর্দ্ধ গমনশীল কণ্ঠস্থায়ী উৎক্রমণ বায়ুর নাম উদান এবং ভুক্ত-পীত অন্নজলাদির সমীকরণ (সমতা—সামঞ্জস্য) কারী বায়ুকে 'সমান' কহে। সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন যে নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় নামক আরও পাঁচটী বায়ু আছে। নাগ, কূর্ম্মাদি এই পঞ্চবিধ বায়ুর বিষয় 'আহ্নিক তত্ত্ব'—ভোজন প্রকরণে আমরা বিশেষভাবে জ্ঞাত ও আর্য্য হিন্দুরা ইহার অনুষ্ঠান নিরত। উহাদের কার্য্য এইপ্রকার, যথা—নাগ বায়ুর কার্য্য—উদ্গীরণ, কূর্ম্ম বায়ুর কার্য্য—উন্মীলন, কৃকর বায়ুর কার্য্য—ক্ষুধা জন্মান, দেবদত্তের কার্য্য—জৃম্ভণ এবং ধনঞ্জয় নামক বায়ুর কার্য্য পোষণ—পুষ্টিসাধন (বেদান্তসার)।

প্রাণবায়ু দূষিত হইলে হিক্কা ও শ্বাস প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়, উদান বায়ু বিকৃত হইলে স্কন্ধ-সন্ধির উপরিস্থিত রোগ সকল উৎপন্ন হয়, সমান বায়ু কুপিত হইলে—গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য ও অতিসার প্রভৃতি উদরের পীড়া জন্মে, ব্যান বায়ু

বাস্তবিক **বাসনাই** জন্মমৃত্যুর অপরিহার্য্য কারণ। আর ভগবৎতত্ত্ববোধ অথবা নিষ্কামনির্হেতু ভগবদ্ভক্তি জন্য **নির্ব্বাসনাই অমৃত্যু বা অমৃত**। অর্থাৎ অবিনশ্বর নিত্যানন্দ প্রাণ পরম অমর দেবত্ব। দীপ্ত,—সুতীব্রভগবদ্ভক্তি যোগানলে,—

জীবন ব্যাপারের সংরক্ষণ হেতু 'প্রাণ' বলিয়া কথিত বা অবধারিত। বেদান্ত দর্শনের (২।৪।১) "তথা প্রাণঃ।" এই সূত্রের 'তথা' পদের সারার্থ এই যে, লোক,—লোকপালাদি জীব নিচয় যেমন পরব্রহ্ম শ্রীভগবান্ হইতে উৎপন্ন 'প্রাণ'ও তেমনি তাঁহা হইতেই সমুৎপন্ন।

পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীমদ্ রামানুজের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এই যে,— "ব্রহ্ম ব্যতিরিক্তস্য বিয়দাদেঃ কৃৎস্নস্যেত্যাদি।" * * * অর্থাৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত আকাশাদি, নিখিল প্রপঞ্চেরই কার্য্যত্ব নিবন্ধন উৎপত্তি অভিহিত হইয়াছে ইত্যাদি। 'প্রাণ' অর্থ—ইন্দ্রিয় সকল। জীব যেমন উৎপন্ন হয় না প্রাণ সকলও তেমনি উৎপন্ন হয় না। প্রাণ সকলই সেই সমস্ত ঋষি। অর্থাৎ যাঁহারা অভ্রান্তবাদি,—সুসত্য-জ্ঞানী ও সংসারাসক্তি—সম্যগ্‌বর্জ্জিত (ঋষয়ঃ সত্যবচসঃ আর্য্য—আপ্ত। বায়ু এবং অন্তরিক্ষ, এই উভয়ই 'অমৃত।' 'ইহা—হইতে (ব্রহ্ম হইতে) প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় সকল উৎপন্ন হয়। 'প্রাণ শব্দে পরমাত্মাই নির্দ্দিষ্ট হইতেছেন' (বেদান্ত দঃ বিশিষ্টাদ্বৈত-পর—'শ্রীভাষ্য' ২।৪।১ সূঃ)।

দূষিত হইলে—সর্ব্ব দেহগত রোগ জন্মে এবং অপান বায়ু বিরুদ্ধ হইলে বস্তি (তলপেট) ও গুহ্যদেশ ঘটিত পীড়া জন্মে। ব্যান ও অপান এই দুইটী একসঙ্গে কুপিত হইলে শুক্রদোষ ও প্রমেহ রোগ হয়। সকল বায়ু একত্র কুপিত হইলে দেহভেদ করিয়া চলিয়া যায়,—ইহাকে বলে মৃত্যু (সুশ্রুত নিদানস্থান ১ অঃ)।

ত্রিবিধ স্মার্ত্ত জড়কর্ম্মরূপ, বহু জন্ম সঞ্চিত ত্রিলোকজোড়া **বিরাট কাষ্ঠরাশি** পুড়িয়া ভস্মে পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত,—

শ্রুতি বলেন,—চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকল প্রসুপ্ত (নিদ্রিত) হইলে, আমাদের এই নীচতম দেহ গৃহটী প্রাণের দ্বারাই রক্ষিত হয়। প্রাণ যখন যে অঙ্গ পরিত্যাগ করেন, তখন সেই অঙ্গটী বিশুষ্ক বা শক্তিহীন হইয়া পড়ে। প্রাণ যে পান করেন ও ভোজন করেন, তাহাতেই ইতর প্রাণ সকল (অপানাদি বায়ুস্তর ও ইন্দ্রিয় সমূহ) রক্ষা পায়,—বাঁচিয়া থাকে অর্থাৎ সবল বা কার্য্যক্ষম থাকে। * * এক সময় আত্মা ভাবিয়াছিলেন,—'কে উৎক্রান্ত হইলে,—দেহ গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলে,—আমি উৎক্রান্ত হইব,—চলিয়া যাইব,—শরীর ছাড়িব; কাহার অবস্থানে আমি অবস্থিত হইব; কাহার ভালবাসায় দেহে থাকিব।' ইহা ভাবিয়া তিনি তখন নিজ শক্তি,—প্রিয় সেবক প্রাণকে সৃষ্টি করিলেন।

মুখ্য প্রাণের বিশেষত্বও শ্রুতি প্রমাণে জানা যায়;—ইঁহার বৃত্তি বা অবস্থা পাঁচ প্রকার। যথা- প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। ১ প্রাক্‌বৃত্তির (প্রথম প্রয়োজনীয় ব্যাপার) নাম প্রাণ;—ইহার কার্য্য—উচ্ছ্বাসাদি (শ্বাস-প্রশ্বাসাদি ক্রিয়া)। ২ অবাগ্‌বৃত্তির নাম অপান; ইহার কার্য্য- উৎসর্গাদি (মলমূত্রাদি নির্গমন)। ৩ যাহা উক্ত উভয়ের সন্ধিস্থলে বৃত্তিমান্ (সন্ধি—উভয় বৃত্তি),—তাহার নাম ব্যান;—ইহার কার্য্য—বীর্য্যবৎ অর্থাৎ দৈহিক অগ্নি মন্থনাদি বলসাধ্য কার্য্যনির্ব্বাহ। ৪ উদ্ধবৃত্তির নাম উদান,—ইহার কার্য্য উৎক্রান্তি অর্থাৎ উচ্চলন, উদ্গত বা মরণ ব্যাপার নির্ব্বাহ। ৫ যাহা সর্ব্বাঙ্গে সমবৃত্তি,—তাহারই নাম সমান বায়ু। মুখ্য বায়ু প্রাণের পঞ্চমী বৃত্তি দ্বারা—ভুক্তান্ন রস-রক্তাদি সদ্ভাব প্রাপ্ত

ভাই পাঠকগণ! **'আমিত্বের'** এই জন্ম মৃত্যু প্রবাহ অবাধ,—অনিবার্য্য বটে। জন্ম-মৃত্যু (উৎপত্তি ও লয়) শব্দটী

হয়—সর্ব্বাঙ্গে নীত হইয়া শরীর রক্ষার কারণ হয়। সুতরাং মুখ্য প্রাণও অন্তরিন্দ্রিয় মনের মত পঞ্চবৃত্তিক।

শ্রুতি আরও বলিয়াছেন,—'জীব উৎক্রমণে উদ্যত হইলে,—দেহ হইতে বাহির হইবার উদ্যোগ করিলে, প্রাণও তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হয় এবং মুখ্য প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রাণও (অপানাদি ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অমুখ্য বা গৌণ প্রাণসমূহ) বাহির হয় অর্থাৎ দেহ সম্পর্ক ছাড়িয়া থাকে। জানিয়া রাখা উচিৎ,—'অপানাদি সানুচরগণ (গৌণ প্রাণ) সহ প্রধান প্রাণ নিজে বাহির হইবার সময় অবশিষ্ট অপ্রধান ইন্দ্রিয়গণকে অর্থাৎ তাহাদের দৈবী শক্তিবর্গকেও সাথে লইয়াই দেহত্যাগ করেন (১)।

(১) চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক্,—এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়। বাক্য, হস্ত, পাদ, পায়ু ও উপস্থ,—এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। মনকে অন্তরেন্দ্রিয় কহে। সর্ব্বশুদ্ধ ইন্দ্রিয় এগারটী। ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের এক একটী পরিচালক বা কার্য্যকারিণী শক্তি আছে;—উহাঁদিগকে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রীদেবতা বলে। মন নামক অন্তরেন্দ্রিয়ের চারিটী স্তর আছে,—মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার। ইহারা অন্তরেন্দ্রিয়েরই বৃত্তি (অবস্থা) বিশেষ। ইন্দ্রিয় পরিচালক দেবতাগণের নাম;—১ চক্ষুর সূর্য্য, ২ কর্ণের দিক্ (ইন্দ্র, অগ্নি ও যম প্রভৃতি দশ দিক্ পাল), ৩ জিহ্বার বরুণ, ৪ নাসিকার অশ্বিনীকুমার, ৫ ত্বকের (চর্ম্মের) দেবতা বায়ু, ৬ বাক্যের অগ্নি, ৭ হস্তের ইন্দ্র, ৮ চরণের বিষ্ণু, ৯ পায়ুর (গুহ্যের) মিত্র, ১০ উপস্থের দেবতা প্রজাপতি। ১১ মনের দেবতা চন্দ্র। মনের মনোবৃত্তির দ্বিতীয়স্তর বা বুদ্ধিবৃত্তির দেবতা ব্রহ্মা, চিত্তবৃত্তির ভগবান অচ্যুত এবং

'দ্বন্দ্ব সমাস'—তাহা আমার 'আসা-যাওয়া'র পাঠকদিগের

দেহে যতক্ষণ প্রাণ,—ততক্ষণই জীবন; প্রাণ বহির্গত হইলেই মৃত্যু। প্রাণ কিরূপে, এতাদরের এত 'আমি আমাদের' দেহ ছাড়িয়া যায়, এই বিষয়টী শুনিতে অল্প-বিস্তর প্রায় সকলেরই

অহঙ্কারাত্মিকা বৃত্তির অধিদেবতা শ্রীশঙ্কর। মানুষ মরিয়া গেলে,—জড় চক্ষু কর্ণ দেহের সঙ্গেই পড়িয়া থাকে,—চলিয়া যায় কেবল ইন্দ্রিয়ের পরিচালনী-শক্তি অর্থাৎ চৈতন্য সত্তা বা ভগবানের চিচ্ছক্তি। দেব শব্দ, (দ্যোতনাদ্দেবঃ) দ্যোতমান্ বা দীপ্তিমান্—প্রকাশমান। যাঁহারা ইন্দ্রিয়বর্গের ক্রিয়া প্রকাশক বা পরিচালক তাহারাই ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবতা। দেবশক্তি—চেতনা না থাকিলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ জড়। মূর্ত্তিকাদির মূর্ত্তিতে এই জন্য চক্ষুদান ও জীবন্যাস না করিলে দেবত্ব প্রাপ্ত হয় না, পূজার যোগ্য হয় না,—উপাসকের অভীষ্ট প্রদানের যোগ্য হয় না।

ভাব, ভক্তি নিষ্ঠা ও বীর্য্যশালী মন্ত্র,—মন্ত্রোচ্চারণের উপযুক্ত স্বর বিশুদ্ধি-বলে—যেমনি প্রীতিকর প্রতিমা খানিকে দেবতা করা চাই, নিজকেও তেমনি দেব প্রকৃতিতে গঠিত করা দরকার। শাস্ত্র বলেন,—"দেবং ভূত্বা দেবং যজেৎ।" তাই ভক্তিশাস্ত্রের আদেশ—'সঙ্কীর্ত্তন' যজ্ঞ দ্বারা—তারক ব্রহ্ম নাম গান দ্বারা,—সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আরাধনা কর,—মনস্তত্ত্ব প্রাণের পরম প্রধানত্ব এবং জন্ম, জীবন ও মরণাদি সকলই জানিতে পারিবে, এমন কি দেবতার কাছেও আসন পাইবে—আদৃত হইবে। যোগ—যাগ, ভূত—শুদ্ধি—চিত্তশুদ্ধি; ধ্যান—ধারণা এবং সিদ্ধি—সমাধি,—সমস্তই শ্রীতারকব্রহ্ম নাম সঙ্কীর্ত্তনে—নাম গানে প্রাপ্ত হইবে। মনের কথা,—মনের প্রকৃতি আর এখানে বেশী কি বলিব ভাই! "শ্রীহরিনামের মালা" পুস্তকে যথাসাধ্য 'মনে'র কথা বলিতে বড় বাকি নাই। তবে এইটুকু-মাত্র বলিয়া রাখিতেছি যে,—মন সূক্ষ্মতম পদার্থ,—'মন বায়বীয় পরমাণু', মহাপ্রকৃতির প্রথম পুত্র মহত্তত্ত্ব হইতে মনের উৎপত্তি। মনের চিত্ত,

বেশ জানা আছে। এই—দ্বন্দ্ব সমাস বা দ্বন্দ্ব সমাবেশ অর্থাৎ
দ্বন্দ্ব যুদ্ধের মূলীভূত কারণ অজ্ঞান—অশ্রদ্ধা—অভক্তি

শুনিবার কি জানিবার আগ্রহ থাকাটা স্বাভাবিক। ইহা বিষয়াসক্ত জনের ব্যবসা-বাণিজ্যের অথবা ভগবদ্ভক্তপ্রিয় শ্রীহরিকথা না হইলেও ইহার শ্রবণ, পঠনে বিষয়ীব্যক্তির আপদবিপদ পালায় পরমার্থ বাড়িয়া যায় এবং ভগবদ্দাসদিগের উপাসনার পথ প্রশস্ত হয়,—সেব্য ভগবানে নিষ্কিঞ্চন সেবক ভাব উপস্থিত হয়। যেহেতু ইহা,—আপ্ত—আর্য্যবাক্য—বা বৈদিকী শ্রুতি।

সুধীপাঠক। প্রাণ কিভাবে আমাদের দেহ হইতে বহির্গত হয়, তাঁহার সাথে আর কে কে যায়,—ইহার বিষয় বেশ সংক্ষেপ সাবধানে,—যথাসম্ভব সরল কথায় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক; আমার আসা-যাওয়ার পাঠক ভায়াগণের আশা করি—একেবারে যারপরনাই বিরক্তি বিতৃষ্ণা বিমনস্কতা না আসিতে পারে।

বুদ্ধি প্রভৃতি যেমন চারিটী স্তর ভেদ বা অবস্থার বিভিন্নতা আছে, তেমনি আবার মন—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই পঞ্চ বৃত্তিক। প্রাণ,—দেহ ত্যাগ করিলে সঙ্গে সঙ্গে মনকেও তাড়াতাড়ি ক'রে বাহির হইবার তাৎপর্য্য এই যে, প্রাণ,—ব্রহ্মবাস ও পরিমাণে 'অণু',—আর মনের ওজন তদপেক্ষা অল্প অর্থাৎ পরমাণু তুল্য। তাই,—মন পদার্থ,—প্রাণ পরতন্ত্র বা প্রাণের অধীন। মনের প্রাণ আছে,—(স্মৃতি) আর 'প্রাণ' স্বয়ংই প্রাণ,—জীব জগতেরই 'প্রাণ'। "প্রাণ শব্দেন পরমাত্মৈব নির্দ্দিশ্যতেত্যাদি" (ছাঃ উপঃ ১।১১।৫) "বিশ্বস্য হি প্রাণনং" (ঋক্ ১।৪৮।১০) "বিশ্বস্য সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য প্রাণনং চেষ্টনং" (সায়ন)। অর্থাৎ বিশ্বজাত প্রাণী নিচয়ের পরম প্রিয়তম প্রাণ পদার্থ ব্রহ্মাত্মক—ব্রহ্মস্থানীয়।

অর্থাৎ পরাৎপর পরতত্ত্বে মহামূর্খতা এবং পরমাত্ম প্রাণ পরমেশ্বর **শ্রীকৃষ্ণের সেবা বহির্ম্মুখতা—আসক্তি বিমূঢ়তা।** আমাদের জন্ম মরণ বা 'আসা-যাওয়া' নাটকের

আসা-যাওয়ার সংক্ষিপ্ত আর্য্য আপ্ত বাক্য এই যে, জীব জন্ম গ্রহণ করিয়া নানারূপ (পাপ কি পুণ্য) কর্ম্মে লিপ্ত বা ব্যাসক্ত হয়, ইহা কর্ত্তৃক বহুবিধ সংস্কার বা অদৃষ্ট জন্মে। সেই সংস্কারগুলি সূক্ষ্মশরীরে (১)

(১) সংস্কারের বিষয় সংক্ষেপতঃ এই,—প্রতিবন্ধ, অনুভব ও মানসকর্ম্ম ইত্যাদি। ফলে,—পূর্ব্বজন্ম জন্য বাসনার নাম সংস্কার, ইহা—পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের স্মৃতি সূচক শক্তি বিশেষ। যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তদবসানে সেই কর্ম্মের একটী সংস্কার হয়, অর্থাৎ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের স্মরণ জনক একটী শক্তিবিশেষ জন্মে; কালে ইহাই পুনঃ পুনর্জ্জন্মের কারণ হয়। এই শক্তিবিশেষই সংস্কার নামে কথিত। এই সংস্কার **তিন রকম,—** বেগাখ্য, স্থিতিস্থাপক ও ভাবনাখ্য। ১। বেগাখ্য সংস্কার মূর্ত্ত পদার্থ স্থায়ী অর্থাৎ প্রত্যক্ষ গোচরীভূত বস্তুমাত্রে ইহা আবেশিত,—অবস্থিত। ২। স্থিতি-স্থাপক সংস্কার পৃথিবীর গুণ। ইহা অতীন্দ্রিয় ও স্পন্দনাত্মক। ৩। ভাবনাখ্য সংস্কার,—আত্মার অতীন্দ্রিয় গুণ;—ইহা উপেক্ষানাত্মক নিশ্চয় জন্য এবং স্মর ও প্রত্যভিজ্ঞার কারণ। 'সোজা কথায়,—জীবের লিঙ্গদেহে (সূক্ষ্ম শরীরে) কুসুমবাসিত বাসের ন্যায় উপরঞ্জিত হইয়া থাকে অথবা **ফনোগ্রাফের** রোলার বা প্লেট অঙ্কিত গানের মত লগ্ন থাকে। কল ঘুরাইলেই গান, আর না ঘুরাইলে কৈ কিছুই নয়। সেইরূপ অনুষ্ঠানে সংস্কারের পুনস্মৃতি—পুনঃ সাক্ষাৎ—পুনঃ প্রত্যক্ষ হয় নচেৎ হয় না। ভগবৎপ্রেমিক একনিষ্ঠ ভক্তে কর্ম্মজন্য **সংস্কার জন্মে না।** কারণ কৃষ্ণভক্ত,—বাসনা কামনাদি বিহীন শান্ত—সুশীল—'তৃণাদপি' স্বভাব। কাজে কাজেই মনোবেগ চিত্ত বেগাদি জন্য কোনরূপ **সংস্কার** তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। বাস্তবিক কৃষ্ণে কর্ম্মার্পিত—শ্রীকৃষ্ণসুখ তৎপর ভগবৎ প্রেম-সেবা ত্রিবিধ

অভিনেতা অনাদি অনন্তমহিম মহাকাল এবং অসিতবরণী মহা-প্রকৃতি অভিনেত্রী মহাকালী এই মায়াময় দৃশ্যকাব্যের মহাভৌতিক নৃত্যগীতাদি বড় ভাল বাসেন,—দেখিয়া শুনিয়া বেশ আনন্দ পান।

পর-পর উপলিপ্ত (লেপিত—চিত্র বিচিত্রিত) হয়। মানবের ক্রমে-ক্রমে জরা উপস্থিত হইলে,—দেহ ধারণে অপটু হইলে;—জীর্ণবস্ত্রের ন্যায়,—সর্পের নির্ম্মোক (খোলস) পরিত্যাগের ন্যায়, পুনর্ব্বার (প্রাকৃতিক নিয়মে) দেহ পরিবর্ত্তন একান্ত দরকার হইয়া পড়ে। এ সময় আয়ুঃ নাই,—মৃত্যুকাল উপস্থিত। নাগ-কূর্ম্মাদি যে সমস্ত সহকারী বায়ু এতকাল শ্রীমান প্রাণবায়ুকে,—আপনা আপনি আপ্যায়িত করিতেছিল,—বিশুদ্ধ স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য নিরবচ্ছিন্ন পাছে পাছে লাগিয়াছিল। অথবা যে বাহ্যতেজঃ দৈহিক তাপ সমান—সুনিয়মে—**ওজন সই** রাখিয়া আসিতে-ছিল;—হায়! সময় বুঝিয়া,—কালের জাতায় পড়িয়া; সে বায়ু সে তেজ আ'জ, পূর্ব্বের ভালবাসা ছাড়িল,—**বিপক্ষতাচরণ করিতে লাগিল**। অর্থাৎ যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র প্রাণবায়ু সপরিবারে বাহিরে আসে,—নিজেদের সাথে সম্মিলিত হয়, তাহারই প্রবল চেষ্টা করিতে লাগিল অপরিমিত টানাটানি, লাফা-লাফি আরম্ভ করিল। সেই কারণে রোগাতুর বা জরাজীর্ণ-ভগবদ্বিমুখ বিমূঢ় ব্যক্তির ভুক্ত-পীত ও লেপিত পদার্থের যথাযথ, পরিপাক

সংস্কারবীজ বিনাশক। শ্রীচরিতামৃত (১৯শ পঃ মধ্যলীঃ) বলিয়াছেন,—"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিকামী সকলি 'অশান্ত'॥ বিষয় বৈরাগ্য ও ভগবানে সমাসক্তি-শান্তের লক্ষণ। সুতরাং স্থিরচিত্ত,—অচঞ্চল ও পূর্ণকাম। **"কৃষ্ণভক্তা ন পশ্যন্তি জন্ম-মৃত্যু জরাপহাঃ।"** (শ্রীব্রহ্মবৈঃ পুঃ প্রঃ খঃ ২৭।৫৬ শ্লোঃ)।

বলিতে কি—পাঠক! মায়াময়ী মা আমার যেমনি **পুতুল বাজীপ্রীতা** তেমনি আবার দ্বন্দ্বপ্রিয়া বা **রণপণ্ডিতা।** "সপ্তশতী শ্রীশ্রীচণ্ডী" তাহার যথার্থ উদাহরণ। ফলে,—অত্যন্ত

পরিপোষণ. রস-রক্তাদির সমুৎপত্তি ও সঞ্চয়ন প্রভৃতি ক্রিয়া যথাক্রমে অবরুদ্ধ বা বিনষ্ট হইতে থাকে। এই অবস্থাটাকে লোকে বলে—**মুমুর্ষু!** অবিলম্বে দৈহিক তেজের সহিত বাহ্য তেজের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইল—বাহিরের ভালবাসা শেষ হইল,—অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিথিল হইয়া পড়িল। সকলে বলিল '**অমুক হিমাঙ্গ হইয়াছে,—আর' বাঁচিবে না।**' এই সময় মুখ্য প্রাণ আপনার বৃত্তি বা স্বাভাবিক কার্য্য গুটাইয়া লইলেন এবং কামারের জাতার ন্যায় বলপ্রয়োগে কাজ সারিতে আরম্ভ করিলেন। তখন শ্বাস-প্রশ্বাস যারপরনাই বেগের সহিত বহিতে লাগিল। দেখিয়া দর্শকগণ বলিতে লাগিল—'**টান ধরিয়াছে।' এই "টান" কিসের?** না, মহাপ্রাণ—অপানাদি আপন সহচরদিগকে টানিতেছেন, চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় নিচয়ের শক্তি দেবতাদিগকে আকর্ষণ করিয়া **আপনার কাছে আনিতেছেন।** তাহারাও স্বভাব বন্ধু প্রাণের টানে আর থাকিতে না পারিয়া আপন আপন আলয় ছাড়িল এবং আরব্ধ কাজগুলি অসম্পূর্ণ রাখিয়া (১) আত্মহারা দিশে হারার

(১) এই যে,—ইন্দ্রিয় সকলের আরম্ভিত কর্ম্মের অসম্পূর্ণতা; ইহাই চিত্তবৃত্তির—প্রাণবৃত্তির সংস্কার বা স্মৃতিসূচক। বস্তুতঃ তথাবিধ অসম্পূর্ণ কামনা—বাসনাদির প্রগাঢ় অজ্ঞান বা অশ্রদ্ধা,—**শ্রীকৃষ্ণ** ও **বিমুখতার** আবরণে;—জীব পুনঃ পুনঃ সংসার কারাগারে ভৌমনরক

বিস্ময়কর এই—বিশ্ব-বিরাট মহাবিবাদের সুমীমাংসা অর্থাৎ শান্তি করিতে একমাত্র **ভগদ্ভক্তি দেবীই উপযুক্তা** বা সুসমর্থা। যেহেতু ;—(১) সৎকর্ম্মের চরমলাভ স্বর্গভোগের সঙ্গে সঙ্গেই দুর্দ্দমনীয় অথচ অনিবার্য্য ভবরোগ, (২) জ্ঞানালোকের অণু,—'ত্রস-রেণু'র স্পন্দন শক্তির ভিতরে ভিতরেই বাদ-বিসম্বাদের

মত যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি ছুটিতে লাগিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রিয়বন্ধু প্রাণের সঙ্গে যোগদান করিল। সুতরাং চক্ষুর দৃষ্টি, কর্ণের শ্রুতি, বাগেন্দ্রিয়ের বাক্যস্ফূর্ত্তি, ও মনের স্মৃতিশক্তি বিনষ্ট হইল। লোকে বলিল,—মুমূর্ষুর চোখ, কাণ সমস্তই গিয়াছে,—এখন আর কাহাকেও চিন্‌তে পারে না,—ঢাক বাজিয়া ডাক-লেও আর কিছুই শুনতে পারিতেছে না। এইবার মহাপ্রাণ

যাতনা প্রাপ্ত হয়। '**সংসার**' বলিতে,—স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি অথবা গৃহাদি স্থাবর অস্থাবর পদার্থ নয় ;—নিজ নিজ এই সপ্তবিতস্তি (৩।০ হাত) দেহ। "সংসরতি ইতি,—সংসার।" অর্থাৎ জীবায়তন লিঙ্গ শরীর। পূর্ব্ব গৃহীত স্থূলদেহের পরিত্যাগ ও অভিনব স্থূলদেহ পরিগ্রহের নাম "**সংসার**।" অজ্ঞান, অবিদ্যা, অশ্রদ্ধা, অভক্তি বিমূঢ়তার ভিতর দিয়া বহু দেব, দেবী ও বেতাল—যক্ষ গুহ্যকাদি উপদেবতার সকাম অর্চ্চনা—আরাধনা ইত্যাদির সংস্কার বীজ অথবা অবশ্যম্ভাবী নশ্বরদেহে আত্ম ও অভিনিবেশ বশতঃ, দেহ হইতে দেহান্তর লাভের অপরিহার্য্য কারণ। বীজ হইতে বৃক্ষ,—বৃক্ষ হইতে ফল, আবার ফলে বীজ এবং বীজে বৃক্ষ। একমাত্র ভগবৎ প্রেমানলই উহাকে ধ্বংশ করিতে—পুড়িয়া ভস্ম করিতে সমর্থ। পাঠক! গৃহ শব্দের অর্থ যেমন ঘর দরজা নয়,—স্ত্রী বা গৃহিণী ;—সংসার শব্দার্থও তেমনি অর্থাৎ শরীর অপদার্থটাই হইতেছে "**সংসার**।"

তামসিক অন্ধকার। (৩) কেবল অম্লান—অপর্য্যুসিত হেতু বিরহিতা ভগবৎ প্রেমভক্তি পারিজাতই রোগ-শোক, বাদ-

---

মহাশয় সূক্ষ্ম শরীরটীকে (১) বেশ সঙ্কোচ করিয়া লইনেন,—বাসস্থান (মণিপুর) নাভিপদ্ম (১০দল) ছাড়িয়া, সোজা—সুশীঘ্র,

---

(১) স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ,—শরীর ত্রিবিধ। ঐ সূক্ষ্ম শরীরেরই অপর নাম লিঙ্গ শরীর বা **জীবায়াতন দেহ।** নিয়ত ক্ষীণ বা শীর্ণ (শ্রী-ধাতু ইরস্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন।) হয় বলিয়া ইহার সাধারণ নাম শরীর। ১। স্থূল শরীর,—শুক্র ও শোণিতে ইহা গঠিত হইয়া থাকে। শুক্র—শোণিত অন্নের (ধান্যের) বিকার; এই স্থূল শরীরের ভাল নাম '**অন্নময় কোষ।**' ইহা, মাতৃ পিতৃজ;—এই স্থূল শরীর পরিত্যাগকেই **মৃত্যু বলে।** ২। বুদ্ধি প্রভৃতির বীজ স্বরূপ মূল অজ্ঞানতা **ভগবদ্বহির্ম্মুখতা জন্য** অনাদি কর্ম্ম সংস্কার বীজই জীবের '**কারণ শরীর।**' ইহার ভাল নাম '**আনন্দময় কোষ।**' এই 'কারণ শরীর' কর্ম্মসংস্কার রূপ বীজের পার্থক্য বশতঃ পৃথক্ পৃথক ব্যষ্টি 'লিঙ্গ শরীর' উৎপন্ন করিয়া থাকে। সমষ্টিরূপে লিঙ্গ শরীর এক এবং ব্যষ্টিভাবে (ভিন্নরূপে) অনেক। এই **লিঙ্গ শরীর** প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষের সমষ্টি মাত্র। মৃত্যুতে কেবলমাত্র স্থূল শরীরই পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়, কিন্তু চিৎসম্বলিত এই লিঙ্গ শরীর থাকিয়া যায়। এই লিঙ্গ শরীর স্বকারণরূপ প্রকৃতি ছাড়া আর কিছুতে মিশে না—লয় হয় না। '**কারণে' লীন** (লয়ং গচ্ছতীতি লিঙ্গম্।) হয় বলিয়াই ইহার নাম লিঙ্গ। ইহারই অপর নাম **সূক্ষ্ম শরীর।** অতএব এই সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহই মুখ্যশরীর, আর স্থূল দেহ **গৌণ শরীর।** ইহা জীবের সম্ভোগের আলয়।

বিসম্বাদ পরিবর্জ্জিত এবং উহাঁরই সাত্ত্বিক-সদ্গন্ধে পরাৎপর-পরতত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণ আবিষ্ট, আকৃষ্ট, সন্তুষ্ট এবং সাধক-সজ্জন সর্ব্বথা বশীকৃত।

কণ্ঠদেশে উঠিলেন,—(প্লাটফারমে টিকিট হাতে রেলযাত্রীর ন্যায়) ঠিক জায়গায় দাঁড়াইলেন। সকলে বলিল,—কণ্ঠশ্বাস (মহাশ্বাস) হইয়াছে,—'আর দেরী নাই।' এই অশিব কালবেলায় সপরিকর প্রাণ মহাশয়,—চিরসখা ও পরলোকের চিরসাথী শ্রীমান্ চিত্ত চাতককে সাড়া দিলেন। তিনিও 'অনাহত' (হৃদয় কমল ১২শ দল) পরিত্যাগপূর্ব্বক নিত্য পরিচালক প্রাণের সাথে আসিয়া মিলিত হইলেন। লোকে বলি বলিয়া উঠিল,—'উঠানে নাও'—'বৈতরণী কর'—'তারকব্রহ্ম নাম দাও'।' স্থূল দেহের সঙ্গে এই শেষ বিদায়ের সময় মহাত্মা-প্রাণ,—প্রাণসখা শ্রীযুক্ত জীবাত্মাকে প্রণয় কারুণ্যে কহিলেন,—'সখে! ঐ দেখুন বহিঃশত্রুবর্গ (ক্ষিত্যাদি পাঞ্চভৌতিক শক্তি) এবং ইন্দ্রিয় দেবতারা) প্রবলবেগে দেহ দুর্গ আক্রমণ করিয়াছেন,—নয়টী দ্বার, সমস্তই প্রায় অবরোধ করিয়াছেন;—ইহার আর রক্ষার উপায় নাই। আমি,—এই ক্ষণেই কোন উপায়ে বাহির হইতেছি,—দেহ ছাড়িতেছি,—আপনিও অবিলম্বে আমার সঙ্গে, আমারই বহির্গমন গুপ্তপথে বাহির হইয়া পড়ুন্। 'সাক্ষীগোপাল' জীবাত্মা প্রাণের কথা,—প্রাণের সহিত স্বীকার করিলেন,—পাঞ্চ ভৌতিক বা ষাট্‌কৌষিক দুর্গন্ধময় দেহ দুর্গ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন

আত্মার সহিত জীব জগতের জন্ম, জীবন, জরা বা মৃত্যুর বিশেষ কিছু সম্বন্ধ সংস্রব নাই। ইহা পরমাত্মা শ্রীভগবানের ইচ্ছাশক্তির **জীবলীলা বৈচিত্র্য।** জীবের জন্ম-মৃত্যু ব্যাপারে বা অনাদি প্রবাহের মূল নিদান—নিরবয়ব প্রাণশক্তির

এবং সেনাপতি প্রাণের পাছে পাছে ছুটিতে লাগিলেন। প্রাণ মহাশয় এইবার ক্ষণিক স্থির—'উদ্‌গমন বৃত্তি' অবলম্বন পূর্ব্বক 'অজপা' (১) শেষ করিলেন—"গুহ্যাতি গুহ্য" পাঠ করিলেন। অর্থাৎ 'চৈতন্যাধিষ্ঠিত সূক্ষ্ম শরীরটাকে বুকে করিয়া বহির্গত হইলেন। কি আনন্দ! এইবার আসক্ত, বিরক্ত ও উদাসীন,—

(১) **অজপা,**—স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস। ভাল নাম,—'**হংসমন্ত্র।**' এই 'অজপা' বা শ্বাস প্রশ্বাস,—আমরা দিবারাত্র যাহা গ্রহণ করি (নিশ্বাস বা হং) এবং পরিত্যাগ করি (প্রশ্বাস বা স) তাহার তাহার পরিমাণ ২১, ৬০০ বার। এই স্বাভাবিক জপের (হংস মন্ত্রের) মধ্যে গণেশ ৬০০ প্রজাপতি ৬০০০, বিষ্ণু ৬০০০, শিব ৬০০০, শ্রীগুরুদেব ১০০০ এবং পরমাত্মা ১০০০ সহস্র। আর থাকি এক হাজার মাত্র নিজের। **ভগবদ্বিমুখ কুযোগীর** অজপা বা পরমায়ু (হংসমন্ত্র) ঐ সকল দেবতারা **মহাকালের মারফতে গ্রহণ করিতেছেন।** জ্ঞানযোগী প্রাণয়াম (যোগের ৪র্থ স্তর) কৌশলে কেবলি কুম্ভকদ্বারা পরমায়ু রক্ষা করেন বর্দ্ধিত করেন; দেবতারা নাকি ঐভাবে তাঁহার অজপা অপহরণ করিতে পারেন না। তেমনি কিম্বা তদপেক্ষাও সরল সুবিশুদ্ধ নিত্যানন্দের সহিত **তারকব্রহ্ম নাম সংকীর্ত্তন,** হরিনাম মহামন্ত্র জপ, কেবল 'কৃষ্ণ' এই পরমাক্ষর বহু নিয়ত স্মরণ দ্বারা ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণব কল্পাতীত জীবী হন্। তাঁহার পরমায়ু **চৌর-গণেশাদি** অপহরণ—অন্যায় গ্রহণ করিতে সমর্থ হন না।

শ্বাস-প্রশ্বাসাদি ক্রিয়া-মাত্র। আত্মা সর্ব্বব্যাপী সুতরাং তাঁহার যাতায়ত বা পারলৌকিক গতি—অগতি কি? পূর্ণের আবার যাওয়া আসার স্থান কোথায়? যাহার যাতায়তের আবশ্যক বা অবকাশ থাকে, তাহা পূর্ণ—অখণ্ড নহে;—তাহাকে পূর্ণের

শত্রু, মিত্র বা মধ্যস্থ সকলেই চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—জীবাধম পাপাশয় হতশ্রী বরদা এইবারে মরিল—লোকজগত ঠাণ্ডা হইল। সেও বুঝিল—বৈষ্ণব-বিদ্বেষী, সেবা-নাম-ধামাপরাধী বর্ব্বর বরদার পাপেভারি দেহতরী এইবারে, অকুল ভবার্ণবে ডুবিল। ভাই সজ্জন পাঠক! সকলে ত বুঝিয়া বসিল;—সর্ব্ব সমাজ—সর্ব্ব সম্প্রদায়ের অযোগ্য, অগ্রাহ্য অনাদৃত অধমস্বভাব বিশ্রী বরদা মরিল,—আসমুদ্র পর্ব্বতমালা জগদ্‌বিশ্ব ঠাণ্ডা হইল—জগৎ জুড়াইল।' বস্তুতঃ মায়াপিশাচীর খেলার পুতুল কৃষ্ণবহির্ম্মুখ আমি জীবাধম এবার বুঝিয়া গেলাম কিন্তু উহার উল্টা। বাস্তবিক আমি ভাবিতেছি,—পাপ ভারাক্রান্ত আমার দেহ নৌকাটাই কেবল অঠাই—অকুল ভবসাগরে ডুবিয়াছে,—হায়! এখনও আমার আম্বা'ড়ে আস্তা-কু'ড়ে 'আমি আমারের' আকাশ পাতাল জোড়া অভিমান অপদার্থটাত মারা যায় নাই,—আভিজাত্যের মায়া পাশ কাটে নাই পাঠক? তা'হইলে জন্মমৃত্যু প্রবাহের অথবা 'আসা-যাওয়া' প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আমি খাঁটি মরা মরিলাম কৈ,—প্রকৃতি ও প্রকৃতিপুঞ্জের আপদ জঞ্জাল মিটিল কৈ?

ভাই পাঠক। 'প্রাণতত্ত্ব' যেমন গভীর সুদীর্ঘ, তেমনি আবার

কোন একটী অংশ বলিয়া ধারণা করাই স্বাভাবিক। অতএব আত্মা নিরঞ্জন,—আত্মা অপ্রেমেয় এবং আত্মা পূর্ণ স্বভাব—

জটিল। বস্তুতঃ 'আসা-যাওয়া'র বক্তব্য বিষয় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বিচার লব্ধ; সুতরাং আমার মত অজ্ঞ অতত্বজ্ঞ—প্রাণের জটিলতা ও মনের কুটিলতা, বক্রতা ছাড়াইয়া প্রাঞ্জল পরিস্ফুট গল্পের ভাষায় প্রকাশ করিবে কিপ্রকারে বলুন্? কাঁচা খেঁজরী রসের সুগন্ধ অথবা আপ্‌খাই সন্দেশের সুরভি সুস্বাদ বিহীন এই সকল আলোচনা 'আসা-যাওয়া'র পাঠক বর্গের আবশ্যকীয় হইলেও কাব্যের মুখে ভাল লাগিবে না নিশ্চয়। ফলে, প্রকৃতির অপ্রস্তত খেয়ালে 'আসা-যাওয়া'র অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি,—এখন আর উপায় কি? আর অল্পই বাকি। প্রাণের একটী আখ্যায়িকা পাঠকদিগকে এইবারে উপহার দিয়া, প্রাণপ্রসঙ্গের উপসংহার করিব। বলিয়া রাখা ভাল,—ইহা, 'কথা সরিৎসাগরের আখ্যায়িকা নয়, ইহা আমাদের মত ভ্রমপ্রমাদের দাসানুদাস মানুষের রচিত আষা'ঢ়ে গল্প নয়; ইহা পরমপূজ্য, আপ্ত, ত্রিকালজ্ঞ ঋষিবর্ণিত আর্য্য বৈদিক আখ্যায়িকা। তাই আশা করি,—ইহার প্রতি পাঠকবর্গের মনোযোগ ঘটিবে—আস্থা আসিবে। বিষয়টী ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে সংগৃহীত হইল। যথা—

"এক সময়ে পরস্পরের প্রাধান্যতা লইয়া প্রাণদিগের মধ্যে বিবাদ উতস্থিত হইয়াছিল। চক্ষু প্রভৃতি প্রত্যেকে নিজ নিজকেই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিতে ছিলেন। কেহই নিজের ন্যূনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন না। সুতরাং প্রাণদিগের এ বিবাদ

পূর্ণ প্রাজ্ঞ। সুতরাং গতাগতি বা যাতায়ত বিবর্জ্জিত। শ্রীগীতাও (২।২৪) বোধ হয় এইজন্যই গাহিয়াছেন ;—

"নিত্যঃ সর্ব্ব গতঃ স্থাণুঃ অচলোহয়ং সনাতনঃ" ॥ ২২ ॥

অর্থাৎ আত্মা নিত্য (অবিনাশি), সর্ব্বাধার, স্থির স্বভাব, অনাদি, একরূপ এবং সনাতন ॥ ২২ ॥ আর মায়া বশীভূত জীব

বিতর্ক মীমাংসিত না হইয়া উত্তরোত্তর বাড়িতেই থাকিল। তখন **মুখ্য প্রাণ,** অপর প্রাণ দিগকে প্রবোধ বাক্যে বলিলেন ; এ'স ভাই ; আমরা সকলে আমদের পরম প্রাজ্ঞ পিতা, ভগবান প্রজাপতির নিকটে গিয়া ইহার মীমাংসায় বাধ্য হই।' তখন সকলেই তাহার প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন এবং অচিরেই সত্যলোকে উপস্থিত হইলেন। তখন প্রজাপতিকে সকলে সভক্তি প্রণাম পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! **আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ**? পুত্রগণের বাক্য শ্রবণে প্রজাপতি সদর্থযুক্ত বৈদিক ভাষায় বলিলেন (১) ;—হে প্রিয় বৎসগণ! তোমাদের মধ্যে যে উৎক্রান্ত (বহির্গত) হইলে অর্থাৎ যাহার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছন্ন হইলে শরীর **পাপিষ্ঠতর** (মৃত) **হয়**। বৎসগণ! তোমাদের মধ্যে এইরূপ পূর্ণ শক্তি যাহাতে অব্যাহত, সেই শ্রেষ্ঠ, সেইত সকলের প্রধান, **সকলের নিয়ন্তা**। ভগবান প্রজাপতি এইরূপ বলিলে অনতি বিলম্বে প্রথমতঃ

---

(১) "তান্ হোবাচ যস্মিন্ ব উৎক্রান্তে শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব দৃশ্যেৎ স বঃ শ্রেষ্ঠ ইতি ॥ ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৫।১।৭॥"

চাঞ্চল্য, পরিচ্ছিন্ন বা পরিমিত। জীব ও ঈশ্বরে কিরূপ ভেদ আর কতটুকুই বা অভেদ অথবা 'জীবেশ্বরের' শক্তি—সামর্থ্য সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সার সিদ্ধান্ত অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত প্রাঞ্জল মীমাংসা এই যে,—

"কেশাগ্র-শতেক-ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের 'স্বরূপ' বিচারি॥"

(শ্রীচৈতন্য চঃ মধ্য লীঃ ১৯শ পঃ)

বাগিন্দ্রিয় (১) শরীর হইতে চলিয়া গেলেন। তিনি এক বৎসর পর্য্যন্ত শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, তিনি না থাকাতেও শরীর বেশ পুষ্ট, বলিষ্ঠ ও জীবিত রহিয়াছে। তিনি তখন বিস্মিত হইরা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আমি ভিন্ন কিরূপে জীবিত থাকিতে পারিলে?' উত্তর হইল,—মূকেরা (বোবারা) যেমন কথা বলিতে পারে না বটে, কিন্তু প্রাণদ্বারা প্রাণন (২) ক্রিয়া নির্ব্বাহ, চক্ষুদ্বারা দর্শন, কর্ণদ্বারা শ্রবণ এবং মনের স্বাভাবিক গতি দ্বারা বিষয় চিন্তা করিয়া জীবিত থাকে;—সেইরূপ জীবিত ছিলাম। তখন বাগিন্দ্র বেশ বুঝিতে পারিলেন,—তিনি শরীর সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ নহেন। শেষে বাধ্য হইয়াই তাহাকে পুনরায় শরীরে প্রবিষ্ট হইতে হইল। ঐরূপ চক্ষু বহির্গত হইয়া,

---

(১) বাগিন্দ্রিয়,—বাক্য উচ্চারণের ইন্দ্রিয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; চারি স্তর বিশিষ্ট অন্তরেন্দ্রিয় মন সহ ইন্দ্রিয়ের দেবতা অগ্নি ও বরুণাদি চতুর্দ্দশটী।

(১) প্রাণন,—প্রাণনং চেষ্টনং জীবনং। ঋগ্‌বেদ সায়ণভাষ্য। অথবা শ্রীভাঃ ৩। ২৬। ৪১॥

অর্থাৎ শ্রুতি ও শ্রীভাগবতে (১১।১৬।১১) প্রমাণে,—কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিলে, তাহার শতাংশ সদৃশ স্বরূপই জীবের **সূক্ষ্ম স্বরূপ**। জীব - চিৎকণ ও অসংখ্য ভাগে

তিনিও সংবৎসর পরে আসিয়া দেখিলেন যে, তাহার অভাবেও শরীর বিনষ্ট হয় নাই। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, **'আমার অভাবে কিরূপে বাঁচিয়া রহিলে?'** উত্তর হইল,—অন্ধেরা কিছু দেখিতে পায়না বটে; কিন্তু তাহারা যেমন প্রাণদ্বারা 'প্রাণন', বাগিন্দ্রিয় দ্বারা বদন, শ্রোত্রদ্বারা শ্রবণ এবং মন দ্বারা চিন্তা করিয়া জীবিত থাকে, আমিও সেইরূপ জীবিত ছিলাম। তখন চক্ষু ভালই বুঝিলেন,—তিনি শ্রেষ্ঠ নহেন; অতএব তিনি অবিলম্বে দেহে প্রবেশ করিয়া আপনার স্থানে বসিয়া গেলেন। আপনার শ্রেষ্ঠত্ব জানিবার বাসনায় **শ্রোত্রও ঐরূপ** শরীর ছাড়িয়া বৎসরাধিক কাল বাহিরে বাহিরে বেড়াইলেন এবং প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন তাহার বিয়োগেও শরীর বাঁচিয়া আছে—বিনষ্ট হয় নাই। তখন তিনিও নিজের হীনতার পরিচয় পাইয়া পুনরায় দেহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাহার পর **মন মহাশয়ও** আপন শক্তি পরীক্ষা করিতে শরীরের বাহিরে ঐরূপ ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন, —তাহার বিরহেও **শরীর মরে নাই**। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, **'ভাই দেহ! আমার অভাবে তুমি বাঁচিলে কিরূপে?** উত্তর হইল,—দাদা মনরে! **অমনস্ক বালকেরা** যেমন প্রাণ দ্বারা 'প্রাণন' বাগিন্দ্রিয় বদন (মুখ), চক্ষু দ্বারা দর্শন এবং শ্রোত্র (কর্ণ) দ্বারা শ্রবণ করিয়া জীবিত থাকে,—সেইরূপ জীবিত ছিলাম ভাই! তখন

বিভক্ত। অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গমাদি বহুভেদে বহুবিধ। জীবেশ্বরের ভেদাভেদ সম্বন্ধে মহাপ্রভুর শ্রীমুখের সারগর্ভ অথচ সংক্ষিপ্ত উপদেশ এই যে,—

"মায়াধীশ-মায়াবশ,—ঈশ্বরে জীবে ভেদ।"

* * * *

"গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ 'শক্তি করি' মানে।

(শ্রীচৈতন্য চঃ মধ্যলীঃ ৬ পরিঃ)

'মন' মহাশয়ও বুঝিয়া গেলেন,—তিনিও শরীর ধারণ ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ নহেন—প্রধান কর্ত্তা নহেন। অতএব অন্নে অন্নে দেহের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন। এইবার **পূজনীয় প্রাণের অভিনয়**, প্রাণের স্বশক্তির পরিচয় অথবা পরম প্রাধান্যতায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বস্তুতঃ নিজের বীর্য্যবত্তা ভালরূপে বুঝিবার অভিলাষ করিলেন, মুখ্য প্রাণ দেহরাজ্য ছাড়িবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সত্য সত্যই **বলবান্ অশ্ব যেমন** বন্ধন রজ্জুর শঙ্কু (খুঁটা) সকল শিথিল করে, সেইরূপ মহাত্মা প্রাণের দেহ-ত্যাগের ইচ্ছা হইবা মাত্রেই বাগাদি (বাক্য প্রভৃতির শক্তি) সমস্ত ইন্দ্রিয় শিথিল বা চেষ্টা বিহীন অর্থাৎ **জড়বৎ হইয়া পড়িল**—শরীর পাতের আশঙ্কা ঘটিল। তখন বিপন্ন বাগাদি ইন্দ্রিয়বর্গ **এককালে একবাক্যে চীৎকার পূর্ব্বক** মহাত্মা প্রাণকে বলিলেন (ছান্দোগ্য উঃ ৫।১।১২);—

("* * * তং হা ভি সমেত্যো চুর্ভগবন্নেধিত্বং নঃ শ্রেষ্ঠোঽসি মোৎক্রমীরিতি।।"

"ভগবন্! স্থির হউন, রক্ষা করুন, **আমাদের সুখ**

অর্থাৎ জীব স্বভাবে মায়ার কার্য্য না থাকিলেও খণ্ডত্ব—সূক্ষ্মত্ব বিধায় মায়া বশ্যতার ধর্ম্ম আছে নিশ্চয়। ইহাতেই জীব তটস্থ আখ্যা প্রাপ্ত। এইরূপ স্বরূপ গত স্বভাবগত নিত্য ভেদ থাকায় জীবেশ্বরে অভেদ বলা যায় না। আবার ভগবদ্গীতা (৭।৪-৫),—জীবকে পরমেশ্বরের শক্তি বলিয়াছেন। অতএব 'শক্তি ও শক্তিমানে স্বাভাবিক অভিন্নত্ব হেতু, জীবেশ্বরে অভেদত্বও অবশ্য স্বীকার্য্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত "অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদের" ইহাই—মূলতত্ত্ব।

যাউক, বেদ, বেদান্ত, শ্রুতি উপনিষদ্, শ্রীভাগবত, শ্রীগীতা এবং আমাদের কাঙ্গালের প্রাণ—পাপীর পরিত্রতা মহাপ্রভুর প্রাণভরা উপদেশ প্রভৃতিত শুনিলাম ;—এখন জিজ্ঞাস্য এই যে,—তাহা হইলে এই ভবারণ্যে যাতায়ত করে কে ? জন্ম মৃত্যু কাহার ? প্রাক্তন-প্রারব্ধের জন্য আত্যন্তিক দুঃখ ভোগই বা কোন পদার্থ বা

নিবাস শরীর নিকেতনটী যে বিনষ্ট হইল, —আমরা যে, আর থাকিতে পারিতেছি না,—এই দেখুন প্রভো ! আপনার পাছে পাছে, দৌড়াদৌড়ি করে বাহির হইতে আমাদের সর্ব্বাবয়ব ভেঙ্গে চু'রে গেল। আপনিই শ্রেষ্ঠ,— আপনিই প্রভু,—আপনিই কর্ত্তা হর্ত্তা ও বিধাতা। বাহির হইবেন না,—অবস্থান করুন।

বেদ, পুরাণ ও উপনিষৎ,—সকলই একবাক্যে বলিয়াছেন,— প্রাণ জ্যেষ্ঠ, প্রাণ শ্রেষ্ঠ, প্রাণব্রহ্ম, প্রাণ পরমাত্মা। আর আমাদের মহাপ্রভুর শ্রীমুখে প্রকাশ,—কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ॥" শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১৩ শ

কোন অপদার্থ টার কপালে ঘটে ? ভাই আসা যাওয়ার পাঠক ! ইহার দুইটী ভাল মীমাংসা আছে। প্রথমটী দার্শনিক ; দ্বিতীয়টী দর্শনমূলে দয়ার অবতার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ বা সরল সিদ্ধান্ত। এই দ্বিবিধ সিদ্ধান্ত পর পর এক সঙ্গেই বলিতেতেছি। ইহার দার্শনিক মীমাংসা এই যে, "দৃশ্যমান স্থূল দেহের অভ্যন্তরে আবার একটী সূক্ষ্মদেহ আছে ;—ইহার অপর নাম লিঙ্গ শরীর। স্বকারণ প্রকৃতিতে লীন হয়, মিশিয়া যায় বলিয়া ইহার নাম লিঙ্গ* ;—ইহা অন্তঃকরণ বৃত্তি,—বুদ্ধিন্দ্রিয় নিচয়ের সমষ্টিদ্বারা বিনির্ম্মিত সুতরাং অতি সূক্ষ্ম।

"আত্মা অচ্ছেদ্য—আত্মা-অক্লেদ্য, অদাহ্য, অশোষ্য, অশোচ্য, আত্মা নিত্য, সর্ব্বগত এবং আত্মা অব্যয় ইত্যাদি শ্রীগীতা (২।২৪) বর্ণিত কথার সারমর্ম্ম এই যে, তাঁহার (আত্মার) মূর্ত্তি নাই অবয়ব নাই, কেবল জ্ঞানময় পরম পদার্থ।" সাংখ্যদর্শন এতৎপর আমাদের ন্যায় অভক্ত—অপ্রাজ্ঞ মানবের কথা-কাটাকাটির অকার্য্য নিবারণ বা শ্রদ্ধাহীনের অপর্ম্মিমত পরিশ্রম লাঘবের জন্য বলিতেছেন,—"আদি সৃষ্টিকালে প্রকৃতি হইতে জীবোপাধি আত্মার জন্য এক একটী সূক্ষ্ম দেহ উৎপন্ন হইয়াছিল ; প্রকৃতির পুনঃ সাম্যাবস্থা বা জীবের মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত,—পরমাত্মায় জীবাত্মা না মিশিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত ; সেই সকল সূক্ষ্ম শরীর কল্পান্ত—বিশ্বব্যাপারের পুষ্টি সাধন করিবে,—নিত্য নিরবচ্ছিন্ন থাকিয়া যাইবে। অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ ষাট্‌কৌষিক † দেহকে আশ্রয় করিয়া

---

* 'লয়ং গচ্ছতীতি লিঙ্গম্' অথবা 'লিঙ্গণাৎ জ্ঞাপনাৎ কারণানু মাপকত্বাৎ বা।'

† চর্ম্ম, শোণিত, মাংস, মেদ, অস্থি ও মজ্জা ;—ইহার নাম ষাটকৌষিক

শোক, দুঃখ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও জন্মমৃত্যুরূপ তরঙ্গ সঙ্কুল ও কাম ক্রোধাদি বিপুল কায়, হাঙ্গর কুম্ভীর নিসেবিত এই ভীষণ বিস্ময়কর সংসার মহাসাগরে * একবার ভাসিবে ও আরবার ডুবিতে থাকিবে। ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান অথবা ভগবন্নিষ্ঠাভক্তির বিনা সাহায্যে ঐ আত্যন্তিক দুঃখ হইতে জীবের আর নিষ্কৃতির উপায় নাই।

পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি,—এই জীবায়তন সূক্ষ্ম শরীরের নাম **লিঙ্গশরীর**। ইহার উপাদান সম্বন্ধে দর্শনাচার্য্যদিগের মতৈক্য না থাকিলেও "সপ্তদশাবয়বী" সিদ্ধান্তটীই বহু সম্মত †।

দেহ। পিতা হইতে স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা আর মাতা হইতে লোম, রক্ত ও মাংস। এই মাতা পিতৃজ ষাটকৌষিক স্থূল শরীরের **পরিণাম—মাটী,** আগুন, জল অথবা পশু-পক্ষীর জঠরানল **পরিতৃপ্তি**। ইহার সার্থকতা কেবল গুরুপরিচর্য্যা, ভগবৎ সেবা।

* সংসার সাগরের রূপক বর্ণনা, ২২ পৃষ্ঠার পাদটীকায় দেখিবেন।

† "**সপ্তদশৈকং লিঙ্গম্**।" অর্থাৎ তন্মাত্র বা লিঙ্গ-দেহ একটী,—উহা সপ্তদশ উপাদান বিশিষ্ট। 'একম্' শব্দটী এখানে একত্ব বোধক লিঙ্গেরই বিশেষণ;—সপ্তদশের গুণবাচক নয়। সপ্তদশ উপাদান এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ এবং **মন ও বুদ্ধি**;—অহঙ্কার যোগে অষ্টাদশ। অব্যক্তাবস্থায় ইহা মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী। জলে লবন,—সলিলে শর্করার মত প্রকৃতিতে বিলীন হইয়াও প্রলয়াবসানে—পুনঃ সৃষ্টি প্রারম্ভে আবার উৎপন্ন হইয়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া পড়ে। এই সূক্ষ্ম শরীর ধর্ম্ম অধর্ম্মাদি '**নিমিত্ত**' অনুসারে স্থাবর জঙ্গমাত্মক স্থূল শরীর গ্রহণ করিয়া থাকে। ধর্ম্মাধর্ম্মাদি কাহারও স্বাভাবিক এবং কাহারও বা উপায়ানুষ্ঠান সাধ্য। সদ্গুরু,—সদ্গ্রন্থ,—সাধুবৈষ্ণ প্রভৃতির স্বতঃ কৃপা, সদালোচনা ও সদাশ্রয়ে মোহাচ্ছন্ন জীবালয় লিঙ্গ শরীর কৃষ্ণ উন্মুখী হয়, ভগবন্নাম শ্রবণ,

চৈতন্যাধিষ্ঠিত এই লিঙ্গ শরীরকেই দর্শন শিরোমণি শ্রীবেদান্ত **জীব** বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

"তত্র জরা মরণ কৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ।" ইত্যাদি সাংখ্যকারিকা এবং "সমানং জরা মরণাদিজং দুঃখম্", ইত্যাদি সাংখ্যসূত্র (৩।৫৩) দ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়,—জীব যতদিন পর্য্যন্ত **শরীর ধারণ করিবে**, ততদিন পর্য্যন্তই তাহাকে দশ-দশা * বা জন্ম মরণাদি আত্যন্তিক দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। অতএব বিবিধ প্রকার দুঃখভোগ **জীবের স্বাভাবিক** বা অবশ্যম্ভাবী অদৃষ্ট মধ্যে পরিগণিত। এই অদৃষ্ট,—এই প্রারব্ধ এবং এই জন্ম মরণের অপরিহার্য্য কঠোর কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে মানবকে সদ্গুরু আশ্রয় করিতে হইবে,—জীবে ভগবানে সম্বন্ধ বিচার করিতে হইবে সুতরাং শ্রদ্ধার সহিত দর্শন-শাস্ত্র অনুশীলন † করিতে হইবে অর্থাৎ ভগবৎ আরাধনা লভ্য আসা যাওয়া নিষ্কৃতি এবং জন্ম-মৃত্যু ধর্ম্মের এই বিকারশীল দেহ-

কীর্ত্তন, স্মরণাসক্ত হয়, অবিদ্যা মুক্ত হয়, ত্রিতাপ যাতনা যায়, সংসার নাশ হয় এবং ভগবৎ সেবা মুক্তি লাভ করিয়া নিত্যানন্দে কাল কাটায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

* দশদশা,—১ গর্ভবাস, ২ জন্ম, ৩ বাল্য, ৪ কৌমার, ৫ পৌগণ্ড, ৬ যৌবন, ৭ স্থবিরতা, ৮ জরা, ৯ প্রাণরোধ, ১০ মৃত্যু।

† শ্রীভাষ্য (আচার্য্য রামানুজকৃত), গোবিন্দভাষ্য (বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত), ষটসন্দর্ভ (শ্রীজীব গোস্বামীপাদ কৃত) অথবা শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থালোচনা।

কারাগার হইতে মুক্তিলাভ * করিতে হইবে। যেহেতু "পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।" তাই পরম করুণার প্রশান্ত বরুণালয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন (গীতা ৯।৩৩),—

"অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্বমাং ॥২৩॥"

অর্থাৎ 'হে প্রিয় মানব! তুমি যদি এই অনিত্য,—এই অসুখময় সংসার প্রবাহ হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাও,—এই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, দুঃখ ও জন্ম-মৃত্যু রূপ ভবসিন্ধু পার হইতে চাও; তাহা হইলে আমার দিকে চাও—আমাতেই চিত্ত সংযোগ কর,—আমাকে ভজনা কর॥ ২৩॥

দর্শন শাস্ত্রের মতে, পদার্থ নিচয়ের যথার্থ স্বভাববোধ বা তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির স্বরূপ। তবে মুক্তি বিষয়ে সকল দর্শনের মত একরূপ নহে। সুধী পাঠক! দর্শন শাস্ত্রের ভিতর আবার দর্শনেন্দ্রিয় বিহীনও দুই একখানি না আছেন এমন নয়। উঁহারা মুখ্যতঃ প্রায় ভগবৎ সম্বন্ধ—ভগবদ্ গন্ধশূন্য। তাঁহাদের মতে ভগবৎ প্রয়োজন মুখ্য নহে,—গৌণ বা অপ্রধান। কেবল একমাত্র শ্রীবেদান্তেই শ্রীভগবান মুখ্য। অর্থাৎ মুমুক্ষু মানবের পরমপ্রয়োজনীয়। শ্রীল বেদব্যাস বিরচিত এই বেদান্ত বা ব্রহ্মসূত্র,—অদ্বৈতাদি বহুভাষ্য ভূষণে

---

* মুক্তিলাভ,—ত্রিতাপ জন্য আত্যন্তিক দুঃখ বা অনর্থ নিবৃত্তি এবং নিত্যে—নিত্যানন্দে নিখিলারাধ্য কৃষ্ণসেবা প্রাপ্তির নাম মুক্তিলাভ। বৈদান্তিকের "নিত্য সুখাবাপ্তি"টায় ঐ প্রকার অর্থ করিলে ভাল হয় না কি পাঠক?

বিভূষিত। তন্মধ্যে **শ্রীগোবিন্দভাষ্যটীই** সগুণ ব্রহ্ম বা সাকার সচ্চিদ্ঘন, নবঘন পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তি অনুকূল। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীগ্রন্থও যে, বেদান্তের এক সুপবিত্র—সুপ্রশস্ত প্রাঞ্জল ভাষ্য, * সেইটী 'আসা-যাওয়া'র পাঠকদিগের অনেকেরই জানা আছে। শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন মহর্ষি বেদব্যাসের মানসিক পরিতাপ শান্তির ইহাই একমাত্র **অবলম্বনীয়**। প্রাচীন 'ভক্তিসূত্র' প্রণেতা দেববর্য্য—দেবর্ষি শ্রীনারদ গোস্বামীর অনুগ্রহ প্রাপ্ত 'চতুঃ শ্লোকী' ভাগবতের পরম গূঢ়ার্থ অবলম্বনে তিনি এই ব্রহ্মসূত্রভাষ্য বা পরমহংস সংহিতায় অতি নিপুণতার সহিত সুদুর্ল্লভ ভগবদ্ভক্তি এবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণের প্রেমানন্দ রসময়ী-লীলা মহিমা সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইহা প্রাণারাম,—ইহা পরমানন্দপ্রদ বটে তাই ইহার এতাধিক গৌরব,—তাই ইহা শ্রীগৌরভক্তের মুখে "**অমল্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ**।" এই শ্রীভাগবতে স্বামিপাদ ও পূজ্য গোস্বামীপাদগণের বহু টীকা টীপ্পনী আছে; উহা সর্ব্বথা ভগবদ্ভজন বা বিশুদ্ধা ভক্তি অনুকূলা নিশ্চয়। অতএব আমরা শ্রীভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম্মাবলম্বনে যথাসংক্ষেপতঃ মানব জীবের মুক্তি বা নিস্তারোপায় নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক

---

* "অর্থোহয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রী ভাষ্যরূপোহসৌ বেদার্থ পরিবৃংহিতঃ ॥" ইত্যাদি,—
(গরুড়পুরাণোদ্ধৃত শ্রীহরিভক্তি বিঃ শ্রীচৈঃ চ. মঃ ২৫ পরিঃ)

শ্রীভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ—পরিস্ফুট খাটিভাষ্য; শ্রীমহাভারতের গূঢ়ার্থ প্রকাশক; গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ এবং নিখিল সনাতন বেদের সারার্থ—এই শ্রীমদ্ভাগবতে পরিবর্দ্ধিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীবেদান্তেরই অপর নাম "ব্রহ্মসূত্র" অথবা "শারীরক সূত্র"।

আসা-যাওয়া' অর্থাৎ জন্মমরণ-প্রবন্ধের শেষ-সমাপ্তি করিব,—ইচ্ছা করিয়াছি। নিবেদন এই যে, 'দার্শনিক মুক্তিটা' কিরূপ? তৎসম্বন্ধে প্রথমে যৎকিঞ্চিৎ না বলিলে চলিবে না। তবে পাঠকদিগের বিরক্তি বা ধৈর্য্যচ্যুতি না ঘটে, সে বিষয়ে আমরা অন্ধদৃষ্টি হই নাই। বিষয়টী দার্শনিক জটিল ও নিরস সুতরাং ইহার ব্যাখ্যা বিবৃতি খুব সংক্ষেপে দুই একটী কথার মধ্যে মিষ্টি মাখা ঔপন্যাসিক ভাষায় বলিবার উপায় নাই।

দার্শনিক মতে 'তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত জীবাত্মা মুক্ত হয়',—ইহা আমরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। মুক্ত আত্মা জন্ম মরণাদিরূপ আত্যন্তিক দুঃখ ভোগ করে না। ক্ষুদ্র ক্ষীণ নদ-নদী—বিল-খালের জল সাগরে মিশিলে সাগর হইয়া যায়; তাহার যেমন আর স্বভাব পার্থক্য—স্বরূপ বিভিন্নতা থাকে না এবং প্রতিবন্ধ—পরিচ্ছিন্ন অথবা পরতন্ত্রতা ঘটে না; সাংখ্য বেদান্তাদি * দর্শন উপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে জীবাত্মাও তেমনি সর্ব্বব্যাপী নিত্য সত্য পরমাত্মায় মিশিয়া গেলে অর্থাৎ নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিলে আর জন্ম মরণাদি আত্যন্তিক দুঃখ তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত প্রাপ্ত হয় না।

পাঠক! দুঃখ নামে কোন পদার্থ কি অপদার্থ, আছে কি না,—এ কথার মীমাংসা করিতে কিছুই বেগ পাইতে হয় না,—

---

* বেদান্তাদি,—১ সাঙ্খ্য (কপিলদেব কৃত), ২ পাতঞ্জল (পতঞ্জলি কৃত), ৩ ন্যায় (গৌতম কৃত), ৪ বৈশেষিক (কণাদ কৃত), ৫ মীমাংসা (জৈমিনি কৃত) এবং ৬ শ্রীবেদান্ত (শ্রীবেদব্যাস কৃত)। সমস্ত দর্শনের পরিচয় বা বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিবার স্থানাভাব। পূর্ব্বেও একবার সংক্ষেপে ষড়্দর্শনের অবস্থা বিজ্ঞাপিত করিয়াছি। এক্ষণ পাঠকদিগের নিকট কিঞ্চিৎ নিবেদন যে, শ্রীবেদান্ত এক অপূর্ব্ব বস্তু, ইহা শ্রীবেদব্যাস ঠাকুরের

দার্শনিক বা পৌরাণিক পণ্ডিতদিগের বাড়ী যাইতে হয় না আবার সাংখ্য পাতঞ্জলাদি **শক্তখোসা—বাদাম** বা জাতিফল জাতীয় শাস্ত্র-গ্রন্থও পড়িতে হয় না ; যেহেতু পণ্ডিত, অপণ্ডিত, প্রৌঢ়, যুবক, পৌগণ্ড এবং বালক প্রভৃতি সকলেই সুখের সঙ্গে খুব কম **আর 'আত্যন্তিক দুঃখের'** সহিত খুবই বেশী পরিচিত। বিশেষতঃ জ্ঞানী ব্যক্তিরা অব্যাকুলভাবে একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন,—তারস্বরে—দুন্দুভী নিনাদে ঘোষণা দিতেছেন ;— অপ্রীতিকর অপদার্থ **দুঃখ দানবটা** সর্ব্বদাই মানব সকলের অন্তর্জ্জগতে হৃদয়ের অন্তস্তলে মর্ম্মস্পর্শী চেতনা শক্তির প্রতিকূল অনুভবে অতর্কিতভাবে আগমন করিয়া আক্রমণ করিয়া থাকে।

ভাই 'আসা-যাওয়া'র পাঠক ! দুঃখ ত,—জীবের খুবই আছে। এখন দেখা দরকার অথবা একান্তই জানা প্রয়োজন, দুর্দ্দমনীয় ঐ মহাদুষ্ট দুঃখ দানবের আকস্ম আক্রমণ হইতে এককালীন অব্যাহতি পাইবার ভাল কোন সরল প্রতিকার,—**সহজ উপায় আছে কি না?** ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে,—দুঃখ জিনিষটাকে মানুষে না জানে,—না বুঝে এমন নয়, আবার কি করিলে—কাহার আশ্রয় নি'লে **দুঃখ দানব পালায়,** সেটীও যে একেবারে না জানে তাহা বলা যায় না।

একান্ত গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ। বেদান্তের অনেকগুলি সাম্প্রদায়িক ভাষ্য আছে। ভাষ্যগুলি সাম্প্রদায়িক হইলেও জ্ঞান-গবেষণার এক চূড়ান্ত নিদর্শন বটে। **ভক্ত বৈষ্ণবের পক্ষে** শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ সংগৃহীত **শ্রীগোবিন্দ ভাষ্যই অধ্যয়ন**—অনুশীলন যোগ্য। শ্রীমদ্ভাগবত ও বেদান্তের ভাষ্যরূপে পরিগৃহীত ; সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা **শ্রেষ্ঠ**।

কেবল জানে না,—কি করিলে বা কোন সদুপায়ে, কিরূপ খাঁটি **সত্যের সাধনায়**;—দুঃখ দানব চিরদিনের তরে দেহ ছাড়ে,—সংসার ত্যাগ করে অর্থাৎ আত্যন্তিক **দুঃখের নিবৃত্তি হয়**। ফলে সে উপায়টী, সেই আর্য্য—আপ্ত সুমীমাংসিত পরম সুখালয় সত্য ধর্ম্মের সাধনটী '**জন্তোর্ব্বিষয় গোচর**' * বা লৌকিক সাধারণ জ্ঞান-বিবেকের অলভ্য,—দুষ্প্রাপ্য বা সুদূর পরাহত।

মানবের জানা আছে,—বায়ুপিত্ত প্রভৃতি ধাতু বৈষম্য রোগ হেতু শারীরিক যে দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহা চরক সুশ্রুতাদি ঋষিগণ ব্যবস্থাপিত আয়ুর্ব্বেদোক্ত পক্ক তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, মোদক, বটিকা ও পাচনাদি মর্দ্দন—সেবন এবং শীতোষ্ণ সেঁক তাপ প্রভৃতি দ্বারা **আরোগ্য হইতে পারে** †। আসক্তি-প্রদ পদার্থ বিশেষের অদর্শন বা অপ্রাপ্তি বশতঃ মানসিক দুঃখ

* "বিষিণোতি বধ্নাতীতি বিষয়ো বন্ধকঃ। তদ্রূপে গোচরে বিষয়ে জ্ঞানং সর্ব্বস্য জন্তো রস্তি। ন চ মোহাভাব ইত্যাহ—বিষয়শ্চেতি।" শ্রীচণ্ডী ১।৩৪ শ্লোকে নাগোজীভট্ট। প্রাণিমাত্রে যে, ইন্দ্রিয় বিষয়কর জ্ঞান তাহাকেই মুনিবর মেধস '**জন্তোর্ব্বিষয় গোচর জ্ঞান**' বলিয়াছেন। ইহা প্রাণী সম্বন্ধে সাধারণ;—বিশেষ জ্ঞান নহে,—ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান নহে। এই 'বিষয় সাধারণ জ্ঞান' **দ্বিবিধ**;—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যবিষয় জ্ঞান আর অপ্রাপ্তি-বশতঃ বা প্রতিকূল প্রাপ্তিবশতঃ দুঃখ জ্ঞান। এই জ্ঞানদ্বয় মোহ নিবর্ত্তক, অজ্ঞাননাশক তত্ত্বপ্রকাশ বা **ভক্তি সাধক নহে**।

† ত্রিবিধ প্রকার তাপ বা দুঃখের ভিতর এইটী আধিভৌতিক।'

জন্মিলে, * তন্নিবারণের উপায়, মনোজ্ঞ রমণী, পান-ভোজন এবং বস্ত্রালঙ্কারাদি লৌকিক ভোগ বিলাসের (প্রেয় বা আপাতমধুর) প্রচুর দ্রব্য জগতে রহিয়াছে। প্রাচীন আর্য্যনীতি শাস্ত্রে শ্রদ্ধা—বিজ্ঞতা থাকিলে এবং নিরাপৎ—নিরুপদ্রব স্থানে বাস করিলে,—বজ্রপাত ও ঝঞ্ঝাবাত প্রভৃতি **দৈবদুঃখের** † হাতেও প্রায় পড়িতে হয় না। অথবা রাহু,শনি.কুজাদির মন্দ দশায় জন্মিলে কি রাশি,নক্ষত্র বিরুদ্ধ —বিপন্ন হইলে, 'গ্রহ—স্বস্ত্যয়ণ', 'মন্ত্র পুরশ্চরণ' বা '**কবচাদি ধারণ—পঠন**' করিলে দুঃখ নিবৃত্তি এবং কায়িক বৈষয়িক দুঃখের শান্তি হইতে পারে ‡।

ভক্ত পাঠক! বাস্তবিক ঐ সকল উপায়, আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির যথেষ্ট কারণ নহে। তাই দার্শনিক আচার্য্য মহাশয়-দিগের মতে, আত্যন্তিক দুঃখ বিনাসের সদুপায়—যথার্থ উপায় সাধারণ জ্ঞানের বা জন্তোর্বিষয় গোচর জ্ঞানের অগম্য—অপ্রাপ্য! তাঁহারা—সেই পূজ্যপাদ দার্শননিকাচার্য্য মহাত্মারা প্রতিজ্ঞা করিয়া বলেন,—"সাংখ্য,—পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্রাদিষ্ট সদুপায়ে

* ইহার নাম '**আধ্যাত্মিক তাপ**' বা আধি (আধি-ব্যাধি-শব্দবাচক) অর্থাৎ অভিলষিত বস্তুর অপ্রাপ্তি জন্য **মনঃপীড়া**।

† ইহাই হইতেছে '**আধিদৈবিক**' দুঃখ বা তাপ। এই তিনটীর মধ্যে 'আধি' বা আধ্যাত্মিক তাপটাই **বড় খারাপ**। ঐ অজ্ঞান পিশাচ অথবা মায়া মোহরূপ **পিশাচ পিশাচী** যাহাকে ধরে অর্থাৎ যাহার ঘাড়ে চাপে, সেটাকে,—সেই অপদার্থটাকে একেবারেই চতুষ্পদে পরিণত করে; পুনর্জন্মেই **সলাঙ্গুল** (লেজযুক্ত) চতুষ্পদ পশু।

‡ ইহা পুরুষকারের চরম দৃষ্টান্ত বা সকল সার্থকতাপ্রদ নিশ্চয়। বস্তুতঃ আত্যন্তিক দুঃখ নাশের এসব কিছুই না।

দুঃখ নিবৃত্তি হওয়ার অবশ্যম্ভাবী কারণ আছে এবং সেই নিবৃত্তি,—সেই নিষ্কৃতিই আত্যন্তিক নিবৃত্তি অথবা একান্ত শান্তি, বাস্তবিক জীবাত্মা সম্বন্ধে আত্যন্তিক সুখ-প্রাপ্তি। যেহেতু তৈল ঔষধ বা আসব বটিকাদি সেবন বিমর্দ্দনে রোগ গেলেও রোগের বীজ বিনষ্ট হইবার খাঁটি প্রমাণের বড় অভাব। কেননা অনেকেই পুনঃ পুনঃ আবার সেই একই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। এমন কি রোগ বিশেষে নাকি বহু জন্ম পর্য্যন্তও সেই রোগের কষ্ট উপভোগ করিতে হয় *। পিপাসায় জল, ক্ষুধায় অন্ন, ভোগ বিলাসে রমণী ও প্রচুর বসন ভূষণ সুগন্ধি অনুলেপন প্রভৃতি ইহার উদাহরণ স্থল। যেহেতু অজ্ঞানতা—অতত্ত্বজ্ঞতার কিঙ্কর, মানব জীবের কামনা—বাসনা আপ্রলয় অপূরণীয়!

---

* আর্য্য হিন্দু শাস্ত্রমতে, পাপ কার্য্যের ন্যুনাতিরিক্ত অবস্থা অনুসারে দেহান্তে, তদনুরূপ নরক যাতনা ভোগ করিয়া পাপযোনি বিশেষে উৎপত্তি হয়। কিরূপ পাপে কিরূপ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, সেইগুলি শ্রীগরুড় মহাপুরাণ ২২৯ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে; ইচ্ছা করিলেই 'আসা-যাওয়া'র পাঠকগণ দেখিতে পারেন। এখানে বলিতে গেলে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি পায়। ইহার নাম,—"কর্ম্ম-বিপাক।" অর্থাৎ শুভাশুভ (ধর্ম্মাধর্ম্ম) যাবতীয় কৃতকর্ম্মের ফলের নাম "কর্ম্মবিপাক।" পুণ্যকর্ম্মের—ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কার্য্যের ফল ত বেশ ভালই, সুতরাং তাহার বিষয় বলা নিষ্প্রয়োজন। পাপানুষ্ঠান কেহ না করেন,—অধর্ম্ম—অপরাধের দলপুষ্টি করিতে কেহ অগ্রসর না হন, এই উদ্দেশ্যেই কিঞ্চিৎ নিবেদন করা,—পাঠক সমীপে প্রার্থনা করা মাত্র। শ্রীশাতাতপ ঋষি প্রণীত ধর্ম্ম সংহিতায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতেও কিঞ্চিৎ বলিতেছি। তিনি বলেন;—"পাপকার্য্য বিশেষের দ্বারা মানুষের সেই জন্মে অথবা পরজন্মে রোগবিশেষও ভোগ করিতে হয়।" পশু, পক্ষী,

তাই সর্ব্ব-সম্মত,—জীবাত্মার মুক্তিই হইতেছে 'আত্যন্তিক দুঃখ' নিবৃত্তি বা চরম সুখ প্রাপ্তি। সাংখ্যবাদীর "স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা" এবং বৈদান্তিকের "নিত্য-সুখাবাপ্তি" অর্থাৎ অজ্ঞান,—অনিত্য অনন্তজন্মের পুঞ্জীকৃত দুঃখজঞ্জালের সর্ব্বথা বিনাশ এবং প্রত্যুতঃ সচ্চিদ্‌ ব্রহ্মানন্দ নিত্যসুখ প্রাপ্তির নাম মুক্তি। কিন্তু শ্রীগীতাকথিত মুক্তির সহিত এই দার্শনিক মুক্তির পার্থক্যত আছেই;—তারপর শ্রীভাগবত আদিষ্ট মুক্ত্যুপায় বা প্রাপ্তি স্বরূপে বিলক্ষণ বিভিন্নতা অথবা বিশেষভাবে ভাবগত-অনৈক্যতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সেইটী একটু পরেই

কীট, পতঙ্গ বা বৃক্ষ লতাদি জন্ম দ্বারাই যে কেবল পাপের দুর্ভোগ নিবারিত হয় তাহা নয়। পরজন্মে বা মানুষ দেহে পাপবিশেষে, দুশ্চিকিৎস্য পীড়াদিরও কষ্টভোগ করিতে হইয়া থাকে। যথা সময় কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করিলে, 'মনুষ্য—পরজন্মে',—মহাপাতক জন্য রোগে ৭ জন্ম, উপপাতক জন্য রোগে ৫ জন্ম এবং তন্নিম্ন অমুক পাতকাদিজন্য রোগে ৩ জন্ম, পর্য্যন্ত সেই সেই রোগে আক্রান্ত হয়—দুঃখ পায়। মহাপাতক, অতিপাতক জন্য কুষ্ঠ, গলিতকুষ্ঠ এবং কাস, শ্বাস, অর্শ প্রভৃতি ভীষণ রোগে মৃত ব্যক্তির দাহন, বহন ও রোদনাদি দ্বারাও সেই সেই পাপে বা রোগে আক্রান্ত হইতে হয়। পাপের প্রায়শ্চিত্ত—জীবদ্দশায় শ্রীতারকব্রহ্ম হরিনাম অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন এবং লক্ষ—লক্ষাধিক সংখ্যক কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র (প্রণব পুটিত তারকব্রহ্ম হরিনাম) বিধিপূর্ব্বক (নিরপরাধে ও সাত্ত্বিকাহার গ্রহণে) জপ অথবা অভীষ্ট মন্ত্র পুরশ্চরণ শ্রীগুরুগীতা, শ্রীভগবদ্‌গীতা এবং শ্রীভাগবতগ্রন্থ নিত্যপাঠই মহাপাতকাদির পরম প্রায়শ্চিত্ত। কড়ি, পয়সা ও টাকা উৎসর্গ বিড়ম্বনা মাত্র অর্থ অপচয় মাত্র; তবে, সদ্‌ব্রাহ্মণ,—সবৈষ্ণব সেবায় ফল আছে নিশ্চয়।

যথাসাধ্য পাঠকগণের নিকট প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। মুক্তি ইচ্ছুক মহাত্মা ব্যক্তির প্রথম কর্ত্তব্য অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে যোগীপ্রবর শ্রীল অষ্টাবক্র এইরূপ একটী সারগর্ভ উপদেশ দিয়াছেন ; যথা—

"মুক্তমিচ্ছসি চেত্তাত ! বিষয়ান্ বিষবৎ ত্যজ।
ক্ষমার্জ্জব দয়া তোষ, সত্যং পীযূষবদ্ ভজ ॥২৪॥"

(অষ্টাবক্র সং ১।২ শ্লোঃ)।

অর্থাৎ মুক্তি ইচ্ছুক ব্যক্তি বিষয় পঞ্চ * বিষবৎ পরিত্যাগ পূর্ব্বক—ক্ষমা, সরলতা, দয়া, প্রীতি এবং সত্য এই পাঁচটীকে অমৃতের ন্যায় ভজনা করিবেন—সাদরে গ্রহণ করিবেন ॥২৪। এই প্রকার প্রাথমিক শিক্ষায় সিদ্ধ,—সুশিক্ষিত হইতে না পারিলে জ্ঞানী বলিয়া, পণ্ডিত বলিয়া এমন কি মানুষ বলিয়া পরিচয় দেওয়া ঠিক্ নয়। ফলে, তত্ত্বজ্ঞানা হইতে না পারিলে মুক্তিলাভ আকাশকুসুম। ভাই 'আসা যাওয়া'র পাঠক! প্রথম পাঁচটী পরিত্যাগ আর শেষ পাঁচটীতে অনাদৃত ব্যক্তি ভক্তি লাভও করিতে পারে না,—ভগবৎ সেবা ভগবানের কৃপালাভেরও উপযুক্ত হয় না। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন ;—

* শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ;—ইহাই বিষয় পঞ্চ। অর্থাৎ কর্ণের বিষয় শব্দ ইত্যাদি। 'পরিত্যাগ' শব্দে, বধির হইয়া যাওয়া,—অন্ধ হইয়া যাওয়া নয়। তত্ত্বের দিকে—শ্রীভগবানের দিকে প্রয়োগ করা,—পরিচালিত করা এই অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। স্ব সুখার্থ না হইয়া শ্রীকৃষ্ণসুখার্থ—শ্রীগোবিন্দের সম্ভোগার্থে,—নিবার্থ প্রেমের প্রাণময়ী চেষ্টায় সিদ্ধ হইবে।

"ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে" ॥
"সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ ! জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥"
"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥"২৫॥

(শ্রীগীতা ৪, ৩৮, ৩৩ ও ৩৭ শ্লোকার্দ্ধ)।

অর্থাৎ 'জ্ঞানের মত পবিত্র পদার্থ জগতে আর নাই'। এক মাত্র 'জ্ঞান দ্বারা যাবতীয় কর্ম্মেরই পরিসমাপ্তি ঘটে।' জ্ঞানরূপ প্রবলাগ্নিই কর্ম্মরূপ কাষ্ঠরাশিকে **ভস্ম করিতে সুসমর্থ** ॥'২৫॥ দয়াময় শ্রীভগবান্ আরও একটী কথা বলিয়াছেন; যথা—

"জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেনাধিগচ্ছতি ॥"২৬॥

(গীতা ৪।৩৯ শ্লোকার্দ্ধ)।

অর্থাৎ 'তত্ত্বজ্ঞানপ্রাপ্ত ব্যক্তি অতি শীঘ্রই পরমা শান্তি লাভ করেন' ॥ ২৬ ॥ পাঠক ! গীতাকথিত এই '**শান্তিকেই**' সাংখ্যবাদীরা "**স্বরূপ প্রতিষ্ঠা**" আর বৈদান্তিকেরা ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া "**নিত্য সুখাবাপ্তি**" বলিয়া মুক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। উঁহাদের বিশ্বাস— ইহা চতুর্ব্বিধা বা পঞ্চমী মুক্তি নির্ব্বাণ অর্থাৎ **নিরাকার—নির্গুণ-ব্রহ্মে** মিশিয়া যাওয়া,— 'আমিব্রহ্ম,'—'সোঽহং ব্রহ্মে' পরিণত হওয়া। শ্রীগীতা অভিপ্রেত জ্ঞানে এবং দার্শনিকদিগের জ্ঞান বস্তুতে ভাবগত কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে পাঠক ! গীতাবর্ণিত জ্ঞানের মধ্যে—গীতাদিষ্ট জ্ঞানের স্তরে স্তরে,—মর্ম্মে মর্ম্মে **চিত্তপ্রসাদিনী ভক্তি** আছেন,— শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী প্রেমানন্দ সেবাশক্তি আছেন পাঠক ! গীতায় মতে, স্পষ্টতঃ এই তত্ত্বজ্ঞান '**পরাবিদ্যা**'—এই পরাবিদ্যাই পরাৎপর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির **পরম উপায়**। সুতরাং ইহা

দার্শনিক নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান নহে,—'আত্ম শোধনী' সত্ত্ব প্রধানা **জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি**। "তত্ত্বজ্ঞান"—'তৎ' অর্থাৎ সেই তৎসৎ—সচ্চিদানন্দ শ্রীপরমেশ্বরে যে যথার্থ উপলব্ধি—চিত্তানুভূতি বা সম্যক্ জ্ঞান লাভ ; সেইটীই **তত্ত্বজ্ঞান**। মুণ্ডক উপনিষদ্ (১।১।৫) বলেন,—"**অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে**।" এবম্বিধ যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি ভগবদ্ভক্ত হন নিশ্চয়। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে অর্থাৎ শ্রুতি উপনিষদের "**তৎসৎকে**" শ্রীগুরুকৃপায় একবার জানিতে পারিলে, উক্ত 'তৎসতের' প্রতিপাদ্য আনন্দঘন রসালয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণে 'পরানুরক্তি' বা প্রেমানন্দময়ী ভক্তির আরাধনা না করিয়া থাকিতে পারেন না,—পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে আর তিনি উপাস্য খুঁজিয়া পান না। এই সূত্রে শ্রীগীতা স্পষ্টই বলিয়াছেন ; যথা—

"বহূনাং জন্মনামন্তে, জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি, স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥২৭॥"

(ভঃ গীতা ৭।১৯ শ্লোকঃ)।

অর্থাৎ 'নির্ম্মল-সত্ত্ব তত্ত্বজ্ঞানলভ্য বহুজন্মের পুণ্যফলে মহাত্মা ব্যক্তি জগৎ ব্রহ্মময় দর্শন করেন এবং আমার শ্রীবাসুদেব রূপের ভজনা করেন—আমাকে প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু হে পার্থ! এরূপ 'অপরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি' **মদ্গতপ্রাণ** বিশুদ্ধচেতা ব্যক্তি অতি বিরল।২৭॥ যেহেতু জ্ঞান,—তত্ত্বজ্ঞানে (দার্শনিক) এবং এই তত্ত্বজ্ঞান যে সময় ভগবৎ প্রাপ্তি বিষয়িণী "**জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্য সারে**" পরিণত হইয়া থাকেন, তখন ক্রমে,—সেই মহাত্মা জ্ঞানশূন্য ভক্তি সাধ্য সার প্রাপ্ত হন এবং তৎকর্ত্তৃক শ্রীভগবানে চিত্তাকৃষ্ট হইলে প্রেমভক্তিলাভে কৃতকৃত্য হন। "**স মহাত্মা**

সুদুর্লভঃ"। এই ভগবদ্বাক্যের তখন সার্থকতা হইয়া থাকে। এই পথ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ভগবদ্ভক্তি বিষয়ে, সর্ব্বথা আদরণীয়—আরাধনীয় বটে। শ্রীভগবান্ আরও একটী একান্ত ভক্তিলাভের সদুপায় বলিয়াছেন ; । সেইটীর প্রথম সোপান, আর্ত্ত বা বিপন্ন-ভাবে শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি ; দ্বিতীয় সোপান,—অর্থার্থী বা ঐশ্বর্য্য কামনায় ভগবদ্ অর্চ্চনা—বন্দন—প্রণাম-প্রদক্ষিণাদি। ইহারপর ঐ অর্থার্থী ব্যক্তিই জিজ্ঞাসু বা ভগবত্তত্ত্বামৃত জানিতে ইচ্ছুক হন,—ইহাকে ভগবৎ কৃপা লাভের তৃতীয় সোপান বলা যায়। তাদৃশ শ্রদ্ধালু-সৌভাগ্যশালী মহাত্মা ব্যক্তিই সদ্‌গুরু—সৎসঙ্গ মহিমায় অচিরে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া থাকেন ও এবম্বিধ তত্ত্বজ্ঞানীই একান্তভক্তে পরিণত হইয়া জগৎ পবিত্র করিয়া থাকেন (গীঃ ৭।১৬)। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন ;—

"তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥২৮॥"

(শ্রীগী· ৭।১৭ শ্লোক)—

"উক্ত চারি প্রকার ভক্তের মধ্যে একান্ত-ভক্তিনিষ্ঠ" জ্ঞানী ব্যক্তিই সকলের শ্রেষ্ঠ ; কেন না জ্ঞানীভক্তের আমিই হইতেছি একমাত্র প্রিয়। সুতরাং আমিও ঐরূপ জ্ঞানী সজ্জনের প্রতি সর্ব্বথা সন্তুষ্ট ॥২৮॥" শ্রীল রামানন্দ রায় মহাশয়ের,—"জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি-সাধ্যসার" কথাটীও সম্ভব শ্রীগীতার এই অন্তর্নিহিত গূঢ়ভাব নিয়া গঠিত—উল্লেখিত। ভক্তিসিদ্ধান্তে, এসময় সাধক মাহাত্মা,—কামগন্ধশূন্য শ্রীভগবদ্ভক্তির প্রথম প্রকোষ্টে গিয়াছেন বলিতে পারা যায়। সুধী ভক্তপাঠক! তাহা হইলে

দার্শনিকদিগের ওরূপ মাথা ঘামান' মুক্তি বা 'আত্যন্তিক দুঃখ' নিবৃত্তির কি অবস্থা দাঁড়াইল? না,—মাসী মা মুক্তি ঠাকুরাণী কলসী গলায় বাঁধিয়া গঙ্গাসাগরে ঝাঁপ দিয়া মরিতেছেন না ভাই! তিনি স্বতঃকৃপায় "শ্রীজ্ঞানমিশ্রাভক্তি সাধ্যসারের" অনেক পূর্ব্বেই উপাসকের পশ্চাদ্‌গমনে,—পরম স্নেহপ্রাণে, প্রাণাধিক শ্রীকৃষ্ণ-কিঙ্করের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্তা হইয়াছেন অথবা **আপনার বক্ষে নিয়া** লালন করিতেছেন। যেহেতু "**কৃষ্ণে-কর্ম্মার্পণ-সর্ব্ব-সাধ্যসার**" অর্থাৎ শ্রীগীতার—"যৎ-করোষি—যদশ্নাষি" (৯।২৭) ভাবে বেশ বুঝিতে পারা যায়,—নিত্যনৈমিত্তিকাদি যাবতীয় স্মার্ত্তকর্ম্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ পূর্ব্বক "**স্বধর্ম্ম-ত্যাগ,—এই—সাধ্যসার**"; শ্রীল রামানন্দ মুখে,—বক্তা শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই একান্ত গূঢ়ভাবের ভাবুক মহাত্মার মুক্তিনিচয়ো সর্ব্বথা অনুগত- **অনিচ্ছালব্ধ**। ভক্তপ্রবর উদ্ধবকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সরলভাষায় খোলা কথায় বলিয়াছেন,—

"আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংতজ্য য সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥২৯॥"

(শ্রীভাগঃ ১১।১১।৩২ শ্লোঃ)।

'শুন উদ্ধব! যে ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণ ও ধর্ম্মত্যাগ এই দুইটীর ভাল মন্দ (দোষ গুণ) সম্যক্ প্রকার জানিয়া,—ধর্ম্মাচরণ—মর্ম্মাবগত হইয়া অথবা যথাযথ ধর্ম্মাচরণ করিয়াও, মদুপদিষ্ট বেদোক্ত স্বধর্ম্ম—সকাম যজ্ঞার্চ্চনাদিকে অর্থাৎ বর্ণাশ্রম কর্ত্তব্য ধর্ম্মকর্ম্ম সকলকে জঞ্জাল মনে করিয়া পরিত্যাগ করেন,—**আমাকেই ভজনা করেন**,—তিনিই সত্তম—

তিনিই সজ্জন শ্রেষ্ঠ ॥২৭॥' তাহার পর শ্রীগীতার (১৮।৬৭) "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য",—শ্লোকটী বা ভগবানের শ্রীমুখ নিঃসৃত বিশুদ্ধ বাক্যটীও উহাই ঘোষণা দিতেছেন। অতঃ-পর,—"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" ইত্যাদি শ্রীগীতা (১৮।৫৪) বাক্যদ্বারা 'জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির' বা ভগবৎ সেবামুক্তির উন্নত ঊর্দ্ধ-স্তরের প্রমাণ বাক্যের বিষয়ই শ্রীভগবান,—সাধক-জগৎকে উপদেশ করিয়াছেন। ফলে—যিনি—যথাসর্ব্বস্ব ভগবৎ পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছেন,— অন্যবাঞ্ছা, অন্যপূজা ও জ্ঞান-কর্ম্মাদি ছাড়িয়া,—সর্ব্বেন্দ্রিয় সাহায্যে, সর্ব্বথা শ্রীকৃষ্ণ অনুশীলন * করত: তাঁহারই হইয়া গিয়াছেন,—"মুক্তিস্তস্য করেস্থিতা" —'মুক্তি—সেই ভক্তশ্রেষ্ঠব্যক্তির অধীনা—একান্তাশ্রিতা।

দার্শনিকের মুক্তি,—জন্ম, জরা মৃত্যুর আত্যন্তিক দুঃখ যাতনায় ব্যস্ত—ব্যাকুলতার ভিতর দিয়া অসামাল ছুটাছুটি করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করা—ব্রহ্মজ্যোতি বা ভগবত্তনুভার † মধ্যে লুকাইয়া বা—পালাইয়া থাকা; আর ভক্ত—ভাগবতের 'সেবা-মুক্তি',—শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি অর্থাৎ ভগবান্ সম্বন্ধীয় প্রেমানন্দ পরিচর্য্যা দ্বারা, ভুক্তি—মুক্তি—আসক্তি নিচয়ের একান্ত নিবৃত্তি। জ্ঞানী—দার্শনিক আত্মসুখ তৎপর আর ভক্ত—

* কৃষ্ণানুশীলনং,—'কৃষ্ণশব্দস্যাত্র স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য, তদ্রূপাণাং চান্যেষা মপি শ্রীবিষ্ণুতত্ত্বানাং গ্রাহকত্বেতি বোধ্যঃ তস্য কৃষ্ণস্য সম্বন্ধি, কৃষ্ণার্থং বা অনুশীলনং কায়বাঙ্মনসীয় ভচ্চেষ্টারূপং প্রীতিবিষয়াত্মকং শৈথিল্য পরিত্যাগ পূর্ব্বকং মুহুরেব তত্তৎকর্ম্ম প্রবর্ত্তনম্,—এব উত্তমা ভক্তিঃ।

† ভগবত্তনুভা,—'তনুভা শরীর কান্তিঃ। অদ্বৈতব্রহ্ম বা জ্যোতির্ম্ময়ব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গজ্যোতি মাত্র।

ভাগবতগণ শ্রীকৃষ্ণসুখাম্বতৎপর। মুক্তি ইচ্ছুক জন্ম-মৃত্যুর পরম প্রহারের ভয়ে 'ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতি' হইয়া ঊর্দ্ধমুখে ছুটিতে থাকে কিন্তু 'ভক্তের ভগবান' তাহার একনিষ্ঠ সেবকের প্রেমানন্দ সেবোপকরণ গ্রহণের জন্য ব্যস্ত—ব্যাকুল ভাবে ভক্তসন্নিধানে আসিয়া ফল-ফুল গ্রহণ করিয়া,—বাঁশা বাজাইয়া—সুমধুর নাচিয়া নাচিয়া আপ্যায়িত করিয়া থাকেন। জ্ঞানযোগী অথবা সকামকর্ম্মী, তাহার অভীষ্ট ভগবানের নিকট,—পেটভরা আবেগে ভুক্তি-মুক্তির সম্ভোগ প্রার্থনা করে,—আর ভক্তযোগী,—তাঁহার শান্তি প্রেমানন্দ নিকেতন, নিত্য নিধু-নিকুঞ্জবিহারী নীরদকান্তি গোপীজনকান্তের নিকট প্রাণভরা নিষ্কাম বিবেকে কেবল তাঁহারই,—তাঁহার প্রাণের প্রাণ,—প্রেমের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণেরই কিসে সুখ হয়,—শ্রীগোবিন্দের কিসে গৌরব-সৌরভ বাড়ে গদগদকণ্ঠে সেইটাই চায়, সেইটাই—গায় এবং সেইটার জন্যই ব্রজরজে বৈষ্ণব পদরজে গড়ি যায়।

তাই পূজ্যপাদ,—শ্রীভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য শ্রীল রূপগোস্বামী পাদ বলিয়াছেন ;—

"ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তি সুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥৩০॥"

(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ববিঃ ২লঃ)।

'ভুক্তি বা বিষয়ভোগেচ্ছা এবং মুক্তি বা মোক্ষ বাঞ্ছা অর্থাৎ জন্ম জরাদির অত্যন্ত যাতনা হইতে অব্যাহতি পাইয়া ভগবানে মিশিয়া যাবার ব্যাকুল বাসনা,—পিশাচী যে পর্য্যন্ত

মানব হৃদয়ে অবস্থান করে ; —সেপর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ে **ভক্তি-সুখের** অভ্যুদয় (আবির্ভাব) হইতে পারে না। ৩০॥" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও (মঃ ১৯পঃ) বলিয়াছেন,—

ভুক্তি-মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়" ॥

ইহা দ্বারা নিশ্চয় বুঝিতে হইবে,—ভোগবাসনা ও মোক্ষ-কামনাই পিশাচী-রাক্ষসীর ন্যায় পরিত্যজ্য ; ভগবৎ সেবাসুখ উপ-ভোগ শ্রীকৃষ্ণ সুখে নিষ্কাম সুখসম্ভোগ এবং ভগবৎসাধন সুগমহেতু **বিষয়মুক্তি-সংসারমুক্তি** পরিত্যজ্য—অগ্রাহ্য হইতে পারে না। সংসারমুক্তির মস্তকেই শ্রীভক্তিদেবীর **স্বস্তিকাসন** সংস্থাপিত। শ্রীনারদ—উদ্ধবাদি ভক্তবর্গ এমন কি শ্রীব্রজদেবী-গণও বিষয় বিমুক্ত— পার্থিব সংসারের সন্তাপাদি বিমুক্ত। শ্রীচরিতা মৃতের (মধ্যঃ ১৯শ পঃ) "**কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত**" একথার তাৎপর্য্য এই যে, বৈদিক কর্ম্ম-নিষ্ঠার উপরের সোপান **জ্ঞাননিষ্ঠা**, জ্ঞাননিষ্ঠ—জ্ঞানযোগের উপরের সোপান **মুক্তি** এবং এই মুক্তির উচ্চ—উপরের সোপান বা আরোহিণীই **ভক্তি**। ইহা আবার সকাম নিষ্কামভেদে সাধা-রণতঃ **দ্বিবিধ**। নিষ্কাম—নির্হেতু—নির্ম্মল—সুবিশুদ্ধভক্তই শ্রীচরিতামৃত বর্ণিত "**দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত**।" শুদ্ধ-ভক্তের লক্ষণ এই,—"সেই শুদ্ধভক্ত তোমা ভজে—তোমা লাগি। আপনার সুখদুঃখে হয় ভোগভোগী ॥" * প্রাতঃস্মরণীয় ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

---

* শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত অন্ত্যলীলা ৯ম পরিচ্ছেদ।

"সাধু শাস্ত্র গুরুবাক্য, চিত্তেই করিয়া ঐক্য,
সতত ভাসিব প্রেমমাঝে।
কর্ম্মী, জ্ঞানী, ভক্তিহীন, ইহারে করিবে ভিন,
নরোত্তম এই তত্ত্ব গাজে॥
অন্য অভিলাষ ছাড়ি, জ্ঞান কর্ম্ম পরিহরি,
কায়মনে করিব ভজন।
সাধুসঙ্গ কৃষ্ণসেবা, না পূজিব অন্য দেবা,
এই ভক্তি পরম কারণ"

এইপ্রকার 'নিষ্ঠা'—এইপ্রকার 'সদাচার' পরায়ণ ব্যক্তিই বৈষ্ণবশাস্ত্রমতে 'মুক্ত'—শুদ্ধভক্ত অর্থাৎ "দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণও ভক্ত।" পাঠকদিগের নিকট নিবেদন করিতেছি যে,—দার্শনিক-দিগের 'মুক্তিস্বরূপ' ব্যাখ্যার সহিত,—আর ভক্ত বৈষ্ণবদিগের সহিত,—শুদ্ধভক্তের অপ্রাকৃত স্বভাবের সহিত সেরূপ খুব বড় একটা পার্থক্য দেখা যায় না,—যাহা কিছু বিভিন্নতা—পার্থক্যত সেইটী কেবল ভাবগত বা উদ্দেশ্য তারতম্যগত।

'তেন নিবৃত্ত প্রসবমর্থবশাৎ' ইত্যাদি দ্বারা, সাংখ্যাচার্য্য—ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন;—"বিবেক জ্ঞান উৎ-পন্ন হইলে, তৎপ্রভাবে প্রকৃতির প্রসবশক্তি নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ যে আত্মার প্রকৃতি দর্শন হয়,—প্রকৃতি আর সে আত্মার নিকট ধর্ম্মা-ধর্ম্ম,—ঐশ্বর্য্য অনৈশ্বর্য্য (বিষয় বাসনার কারণ) এবং জ্ঞানাজ্ঞান প্রসব করেন না,—অর্পণ করিবার চেষ্টা পান না। সুতরাং আত্মা তখন রজ তমঃ প্রভৃতি কোন গুণে অভিভূত হন না আসক্ত হন না; কেবল একক থাকেন,—স্বস্বরূপে অবস্থান করেন।

অর্থাৎ দ্রষ্টার ন্যায় (দর্শক পুরুষের ন্যায়) উদাসীন—অনাসক্ত থাকেন। এই মুক্তাত্মা তখন প্রকৃতিকে বন্ধ্যা বলিয়া—ফলাশূন্যা বা সঙ্কল্পবিহীনা—কামনা-বাসনাবিরহিতা দেখিতে পান এবং তিনি আর কিছুতেই লিপ্ত হন না।'

'একক থাকেন', 'স্ব-স্বরূপে অবস্থান করেন' এবং কিছুতেই লিপ্ত হন না,—এই কথা কয়েকটীকে সাংখ্যের ভিতর হইতে তুলিয়া—দর্শনের দুর্গম প্রদেশ হইতে উঠাইয়া আনিয়া আনন্দময় সাধনরাজ্যে,—উপাসনার প্রকোষ্ঠে **শ্রীমতী ভগবদ্ভক্তি দেবীর সমীপে** সংস্থাপন করিলে দেখিতে পাইবেন,—ভাবুক পাঠক! **শ্রীগুরুনিষ্ঠ**-শ্রীগোবিন্দকিঙ্কর একা নাই,—তৎসমীপে সচ্চিদানন্দ রস-ঘন **ঘনশ্যাম সুবিরাজিত,**—ভক্ত স্ব-স্বরূপে থাকিয়াও শ্রীশ্যামসখার **প্রেমানন্দে বিভোর বা আত্মবিস্মৃত।** মুক্ত-জ্ঞানযোগী নির্লিপ্ত—নিস্পৃহ; প্রত্যুত: কৃষ্ণভক্তও প্রাকৃতবিষয়নির্লিপ্ত—নিস্পৃহ নিশ্চিত। কিন্তু তিনি,—লব, নিমিষ, মুহূর্ত্ত, যাম—যামার্দ্ধ পরিব্যাপ্ত **অহর্নিশ জীবনভোর দিবারাত্র** (অষ্টকালীন) কেবল প্রাণের ঠাকুর—হৃদয়ের পরাৎপর পরমবন্ধু শ্রীগোবিন্দের প্রেমাশ্রু পরিপ্লুত—**প্রেমানন্দ সেবাসংলিপ্ত।** ভাই পাঠক! দার্শনিকের দুর্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানের আরাধ্যা **মুক্তিদাসী,** এইস্থানে ভিন্না-খিন্না প্রকৃতি এবং বৈষ্ণবাচার্য্যের বর্ণিত, মুক্তি পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীভগবদ্ভক্তি মহামাতার সর্ব্বথা **অধীনা,—সেবা পরিচর্য্যা প্রকৃতি।** এইটুকু বিভিন্ন,—ইহাই যৎকিঞ্চিৎ পার্থক্য। শ্বেত, পীত ও লোহিতাদি কাচাধারে শ্রীভাস্করের ভাস্বজ্জ্যোতি যেমন তত্তদ্বর্ণে (সেই সেই রঙ্গে) **প্রতিফলিত বা**

আলোকিত হইয়া থাকে ;—মুক্তিও তেমনি উত্তম সাত্বিকের অসীম অসঙ্কীর্ণ উদারতা অথবা রাজসিকের সসীম—সংকীর্ণতা এবং প্রতিষ্ঠা প্রবণতা ভেদে ব্যক্তিবিশেষের ভাবের আলয়ে দাঁড়াইয়া কার্য্যসাধন করিয়া থাকেন,—অভিলষিত ফলার্পণ করিয়া থাকেন।

জ্ঞানপ্রধান দার্শনিকের ভুক্তি, মুক্তি,—সিদ্ধি বা ঋদ্ধি কামীর সঙ্গে সেবা-প্রধান নিষ্কামভক্তি-ধর্ম্মের উপাসকগণের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য—সাবধনতার জন্য; স্বর্ণোজ্জ্বল অক্ষরে মহর্ষী শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ণ শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে লিখিয়া অথবা শ্রীশিবস্বরূপ স্বপুত্র শ্রীশুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখে প্রকাশ করিয়াছেন যে,—

"সালোক্য সার্ষ্টি সামাপ্য সারূপ্যৈকত্ব মুপ্যতে।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা-মৎ সেবনং জনাঃ ॥৩০॥"

(ভাঃ ৩।২৯।১৩)—

অর্থাৎ (শ্রীভগবান্ বলিতেছেন) ভক্তসজ্জনেরা কেবল আমার সেবানন্দ ব্যতিরেকে সার্ষ্টি,—আমার মত সমান ঐশ্বর্য্য; সারূপ্য,—আমার ন্যায় সমানরূপ; সালোক্য,—আমার সহিত একলোকে অবস্থান; সামীপ্য,—আমার নিকটে থাকা এবং ঐক্যতা অর্থাৎ ব্রহ্মসাযুজ্য প্রভৃতি (পঞ্চবিধা মুক্তি) প্রদান করিতে চাহিলেও, তাহা গ্রহণ করেন না ॥৩০॥ ইহার পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও (আঃ ৪ পঃ) বলিয়াছেন ;—

"আর শুদ্ধভক্ত,—কৃষ্ণ প্রেমসেবা বিনে।
স্ব-সুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে ॥"

শ্রীকৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম। 'নিষ্কাম বলিয়াই' তিনি পূর্ণকাম

অর্থাৎ শান্ত—সরল এবং অচঞ্চল। তাই তাঁহারা আপন হৃদয়ের পরমানন্দপ্রদ শ্রীকৃষ্ণসেবাতেই নিত্য নিমগ্ন। সালোক্যাদি মুক্তি-দিগকে শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী প্রেমভক্তির সঙ্গে সঙ্গেই স্ব-সন্নিধানে সর্ব্বদা অবলোকন করিয়া থাকেন; সুতরাং—ঋদ্ধি,—সিদ্ধি ও বহুধা মুক্তিবাঞ্ছা তাঁহাদের থাকিবে কেন? সিদ্ধি—ঋদ্ধি চাহিলে,—মুক্তি—ভুক্তি স্পৃহা থাকিলে যে, সকাম কর্ম্মের গণ্ডিতে **পড়ি যাইতে হইবে,** বাঁধা পড়িতে হইবে,—আবার এই ষট্ তরঙ্গময় সংসার সাগরে **আসা যাওয়া করিতে হইবে ভাই পাঠক!** দর্শনাচার্য্যগণের মুক্ত মহাপুরুষেরা—ভগবদ্ভক্তের নিকট **বদ্ধ বলিয়াই** প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। ফলে—'ভগবৎ প্রীতিসেবার' বাহিরে সাধক যাহা চাহিবেন,—**তাহাই কাম,—তাহাই বন্ধন**—তাহাই অপরিহার্য্য দারুণ মহাকালের অকথ্য কারাগার বা **মায়াপিশাচীর মহামলাশয়।**

•

"**কুতোঽন্য কাল বিপ্লুতং**" শ্রীভাগবতের এই সার সত্যে,—স্পষ্টই জানা যাইতেছে—'কালদ্বারা যাহা একদিন বিয়োগ—বিধ্বংশ হইবে' এরূপ নশ্বর—পরিচ্ছিন্ন ধর্ম্মার্থ কাম-মোক্ষাদি অকিঞ্চিৎকর ভোগ—সুখ অথবা দুর্ভোগ—দুর্দ্দৈব দুঃখ-সম্ভোগ,—জগদ্বরেণ্য ভগবদ্ভক্ত অযাচিতভাবে পাইলেই বা **গ্রহণ করিবেন কেন?** কাঞ্চন বিনিময়ে কেবলমাত্র চাকচিক্য-শালী ক্ষণভঙ্গুর **কাচখণ্ডের** সমাদর করিবেন কেন? তাই বিজয় শঙ্খনিনাদে, জগৎপূজ্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপাদ শ্রীকৃষ্ণ-সেবকদিগের পরম শ্রেয়বার্ত্তা ঘোষণা দিতেছেন;—

"অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।*
ধর্ম্ম, অর্থ, কামবাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেহ এক জীবের—অজ্ঞান তমো ধর্ম্ম॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১ পঃ)—

মুক্তিতে মুগ্ধাবস্থা.—মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির আত্মোন্নতি বিষয়ে স্তব্ধাবস্থা অর্থাৎ শান্তিসুখময় **ভগবৎ সেবাব্রতে বিমুখতা** কখনও আদরণীয়—বা বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। যে মুক্তি,—**কৃষ্ণসেবায়** মনোযোগ না দেয়, বৈষ্ণব সঙ্গ না চায় অথবা কৃষ্ণগতপ্রাণ শুদ্ধভক্তের সহিত ইষ্টগোষ্ঠি না ভাল বাসে;—সেই মুক্তিকে মুক্তি না বলিয়া **চিরবদ্ধ,—চির অন্ধ বলিলে দোষ কি?** যেহেতু শ্রীল রামানন্দ রায় মুখে বক্তা—শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

* কৈতবের সাধারণ অর্থ—ছল, কপটতা। পাপ, পুণ্য ও মোক্ষবাসনা,—এসমস্তই অজ্ঞানের কর্ম্ম,—অধমতমের ধর্ম্ম। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ (শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যলীঃ ২৪ পরিঃ),—

"দুঃসঙ্গ কহি কৈতব আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ,—কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্যকামনা॥
'প্র'—শব্দে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামী করিয়াছেন ব্যাখ্যান॥

"মুক্তি, ভুক্তি বাঞ্ছে যেই কাঁহা দোঁহার গতি ?
স্থাবর দেহ *, দেব দেহ যৈছে অবস্থিতি ॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যঃ ৮ পঃ)—

সুধী ভক্তপাঠক ! ভুক্তি ও মুক্তি বিষয়ে মহাজন মুখে,—শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখে, এতাধিক কর্কশতা বা তুচ্ছতা অবলম্বিত হইলেও শ্রীযুতা মুক্তি-মাসীমাতাকে আমরা দ্বীপান্তরিতা—দেশান্তরিতা করিবার মত **উত্তম সাত্ত্বিক** সবলতা প্রাপ্ত হইতে পারিয়াছি কৈ ? তবে এইটুকুমাত্র আন্তরিক প্রার্থনা যে, কৃষ্ণনিষ্ঠা,—কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তিহীনা মুক্তির কৃপা,—এমন কি বিদ্ধাভক্তি—হৈতুকীভক্তির দয়া হইতেও **সুদূরে সরিয়া যাই,**—ভুলিয়াও নিকটে না যাই,—স্বপ্নেও তাদৃশী—ভুক্তিমুক্তির দিকে **ফিরিয়া যেন না চাই**। ভক্তপাঠক ! প্রাণের ভাষায় আপনাকে জিজ্ঞাসা করি,—ভাই ! **সংসার শূলরোগ** হইতে, ভবসিন্ধুর ভীষণ

* স্থাবরদেহ,—"জঙ্গমা গোমহিষ্যাদয়ঃ ততোঽন্যো বৃক্ষাদিঃ স্থাবরঃ (ভরত)।" * * * "উদ্ভিজ্জাঃ স্থাবরাঃ সর্ব্বে বীজ কাণ্ড প্ররোহিণ" রিত্যাদি (মনু ১।৪৬)। অর্থাৎ বৃক্ষাদি ও ভুমিপর্ব্বতাদি স্থিতিশীল,—যাহা **একস্থানে থাকিয়া** আজীবন কাটায় তাহাই স্থাবর। স্থাবরের জীবনী শক্তি আছে ; তাহা উর্দ্ধ স্রোতঃ অর্থাৎ উর্দ্ধ দিকে গমন শীল। স্থাবরের,—বৃক্ষ পর্ব্বতাদির স্পর্শজ্ঞানও আছে। জীবন ও স্পর্শজ্ঞানাদি থাকা সত্বেও এই **হতভাগ্য অচল প্রাণি সকলে** যেমন নিরবে দুঃখ যাতনা সহ্য করিয়া থাকে কোনই সুখ শান্তির মুখ দেখিতে পায় না,—কৃষ্ণভক্তি—**কৃষ্ণসেবা বিমুখ,** মুক্ত জনও তেমনি স্থাবর—পর্ব্বত পাদপাদির (বৃক্ষাদির) মত ভাগ্যহীন শান্তি সুখ বিহীন।

তরঙ্গ তাড়না বা কাম ক্রোধাদি হাঙ্গর কুম্ভীরের দংশন যাতনা হইতে মুক্ত করিয়া,—ভবাটবী হইতে পরিত্রাণ করিয়া,—ভগবৎ প্রেমে প্রাণ জুড়াইয়া পতিতের মহাপ্রাণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর দয়ার দরজায় দিয়া আসিবার যোগ্য উপযুক্ত **সদ্‌গুরুর সঙ্গে** আপনার দেখা হইয়া থাকে ত, দোহাই দিই আপনার অভীষ্ট দেবতার,—সেই পরম ভাগবত শিরোমণির, কথাটা আমাকে—এই জরাতুর হতভাগাটাকে, একবার বলিয়া দিতে আপনার **সদিচ্ছা জাগিবে কি**? শ্রীরামানন্দ প্রসঙ্গে আমরা মুক্তির আদরের একটী সুন্দর আদেশ পাইতেছি,—

"মুক্ত মধ্যে কোন জন মুক্ত করি মানি।
কৃষ্ণপ্রেম যাঁর—সেই মুক্ত শিরোমণি।"

(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যলীঃ ৮ম পঃ)—

ভাগবত ত (২।১০।৬) এই কথাটী মেঘগম্ভীর সামস্বরে বলিয়াছেন—

"মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতঃ ॥৩১॥"

(তথা) অন্যথারূপং অজ্ঞান—অবিদ্যা-কল্পিতং কর্ত্তৃত্বাদিকং হিত্বা পরিত্যজ্য স্বরূপেণ—ব্রহ্মতয়া ব্যবস্থিতঃ অবস্থানং—মুক্তি কথ্যতেতি শেষঃ ॥৩১॥ অর্থাৎ অবিদ্যাকল্পিত 'আমি কর্ত্তা—আমি ভোক্তা' ইত্যাদি বৃথাভিমান পরিত্যক্ত হইয়া **স্ব-স্বরূপে** অবস্থিতিরনামই "**মুক্তি**" ॥৩১॥ তাহা হইলে বেশ সাহস করিয়াই এক্ষণ বলিতে পারি যে,—'**দার্শনিকের মুক্তি**,' শ্রীকৃষ্ণভক্ত সংসর্গে থাকিয়া—ভগবন্নাম গান, ভগবল্লীলাকথা শ্রবণ—এবং শ্রীভগবৎসেবার সহায়তা না করিলে তিনি আবার কিসের মুক্তি? এরূপ মুক্তি, জ্ঞান জগতে,—জীব নিচয়ের গলে, **আত্মহত্যার**

মোহরজ্জু আঁটিয়া দিতেছেন—জল্লাদের কার্য্য করিতেছেন নিশ্চয়; ভক্তপাঠক!

বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে বাস্তবিক জানা যায়,—বিশুদ্ধাভক্তির সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তি লাগিয়া আছেন,—ত্রিলোকপূজ্যা শ্রীকৃষ্ণভক্তির সেবা করিতেছেন। সুতরাং পৃথক নিষ্কাম কর্ম্ম বা জ্ঞানকর্ম্মের চেষ্টা—ভগবদ্ভক্তের নিষ্প্রয়োজন। তবে সদ্‌গুরু,—বিশুদ্ধ প্রেমিক বৈষ্ণব গুরুর দর্শনাভাবে,—কৃপা অভাবে যাহারা,—যে কোমল—শ্রদ্ধভক্তেরা; সেরূপ না হইতে পারিয়াছেন,—শ্রীবৈষ্ণব-সিদ্ধান্তই সদ্‌গুরু প্রেমিকগুরু স্বরূপে তাহাদিগকে সৎশিক্ষার নিরাপৎ পথের সন্ধান বলিতেছেন। যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য লীঃ ৬ পঃ)—

"যদ্যপি মুক্তি হয়ে এই পঞ্চ প্রকার।
সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি, সাযুজ্য আর॥
সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবাদ্বার।
তবু কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার॥
সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় 'ঘৃণা,—ভয়'।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়॥
ব্রহ্মে,—ঈশ্বরে, সাযুজ্য দুইত প্রকার।
ব্রহ্ম সাযুজ্য হৈতে—ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার॥"

সুধী—ভক্ত, এক্ষণ বেশ বুঝিলেন,—ভক্তভাব অঙ্গীকারে, যথার্থ নিষ্কিঞ্চন প্রেমিক গুরুর স্বভাবে, প্রাণারাধ্য—শ্রীগৌরহরি এবার দার্শনিকাচার্য্যের পুরুষার্থ প্রিয়া মুক্তিকে কিরূপ নিবৃত্তিপরা সৎপ্রকৃতিতে,—ব্রজপ্রেমপরা আনন্দময়ী সজীব মূর্ত্তিতে সংগঠিতা, নিশ্রেয়ঃ সমাদৃতা করিয়া রাখিয়াছেন ভাই!

ভগবদ্ অনুরক্তি বিহীন গভীর জ্ঞানগবেষণা পূর্ণ সাংখ্যাদি ষড়দর্শনের সময় বা ঔপনিষদী যুগের পূজ্যপাদ ঋষি মহোদয়েরা সালোক্যাদি গৌণ,—"সাযুজ্য প্রধান" * মুক্তিটাকেই মানব-জীবের পরম প্রাপ্তি বা 'আত্যন্তিক দুঃখ' নিবৃত্তির চরম উপায় বলিয়া বাস্তবিক বুঝিয়া বসিয়াছিলেন। তৎপরবর্ত্তী শ্রীরামচন্দ্র ঘটিত 'যোগবাশিষ্ঠও' প্রায় ঐ একই সুরে কথা বলিয়া গিয়াছেন;—পার্থক্যের মধ্যে,—অনুপ্রাস এবং রূপকের ঘটকালিতে স্বরূপের অপরিহার্য্য মহাপ্রলয় ঘটাইয়া দিয়াছেন। 'মুক্তি হইলেই যথেষ্ট হইল,—আত্যন্তিক দুঃখের দারুণ যাতনা বিদূরীত হইল,—ব্রহ্মতেজে মিশিয়া গেল.—ব্রহ্মত্ব ঘটিল,—চরম সুখ প্রাপ্তি হইল অর্থাৎ দুর্লভ মানুষ জন্ম সার্থক—সফল হইল।' এইটী হইল বৈদিক যুগের বা দার্শনিক সময়ের একটা একদেশদর্শী ধারণা,—সাময়িক খণ্ড সিদ্ধান্ত। মুক্তির পর,—বিষয় বিষধরের দংশন যাতনা পরিত্রাণের পর অথবা সংসার মহারণ্য †

---

* সালোক্য, সামীপ্য ও সারূপ্য প্রভৃতি চারিটী মুক্তিকে দার্শনিক-শিক্ষাচার্য্যেরা কনিষ্ঠা আর সাযুজ্য বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মৈক্য অর্থাৎ ব্রহ্মজ্যোতিতে এককালীন লীন হইয়া যাওয়াটাকেই মুক্তির প্রধানত্বে,—মুখ্যত্বে কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। জীব ও ব্রহ্মে অচিন্ত্য ভেদাভেদ স্মৃতি একান্ত অনিবার্য্য বলিয়া,—ভগবৎসেবাবৃত্তি ব্যতিরেকে,—শুদ্ধাভক্তির উপাসনা ব্যতিরেকে, জীবের আত্যন্তিক দুঃখ নাশ ও চরম নিত্যানন্দ সুখোৎপত্তি ঘটে না; ইহার পূর্ব্বেও এবিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে, ভক্ত পাঠকগণ অবগত হইবেন।

† সংসারের নিকৃষ্ট—নশ্বরত্ব; আমাদের মত জড়ধর্ম্মী মূর্খ মানবপশুদিগকে উত্তম প্রকারে বুঝাইতে এবং ইহাতে বিরক্ত বিদ্বিষ্ট হইয়া শ্রীভগবানে একান্ত

উদ্ধারের পর আরও যে অখণ্ড নিত্য প্রেমানন্দ বলিয়া শুদ্ধ কৃষ্ণ-কিঙ্করবর্গের পরম লভ্য পরাৎপর পদার্থ আছেন,—সেইটী মন্ত্রদ্রষ্টা মহাত্মা ঋষিদিগেরা বা দর্শনাচার্য্যগণেরা তখন অপরিজ্ঞাত ছিলেন। বেদগুহ্য বহুবিষয় না হউক,—মুক্তির চরমোচ্চস্তরে বিশুদ্ধা ভগবদ্ভক্তি মাতার যে, স্বস্তিকাসন শুভাস্তৃত,—নিঃশ্রেয় প্রতিষ্ঠাপিত ছিল;—বৈদিক দার্শনিক ঋষিদিগের বিশুষ্ক বিবেকে তাহা বিস্পষ্ট,—বিকসিত, প্রস্ফুটিত,—প্রসারিত বা সম্যক্ প্রকাশিত হয় নাই। ইহার পরই—শান্তশীল শ্রীল শাণ্ডিল্য মুনি ও দেববর্য্য দেবর্ষি প্রবর শ্রীমন্নারদ গোস্বামীর শান্ত-দাস্য সাধন সুধা-নিষিক্ত পূত চিত্তে,—সর্ব্বারাধ্য—সর্ব্বসাধ্য 'ভাবভক্তি' উন্মেষিতা হন। নিবেদন করিতেছি,—মহামুনি শাণ্ডিল্যের প্রকাশিতা ভক্তি—'জ্ঞানমিশ্রা', সুতরাং ভক্তির ইহা অস্ফুটাবস্থা। আর পূজ্যপাদ শ্রীনারদ গোস্বামী প্রচারিতা

আসক্ত হইতে দর্শন নিচয় সূত্রাকারে, এবং শ্রীমহাভারত (স্ত্রী পর্ব্ব ৫, ৬ অঃ; শান্তিপর্ব্ব ২৪৯ অঃ); শ্রীভাগবত (৪ ২৫.৬; ১১।১২।২০—২৪ ও ১২।৪।৩৯); শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ (গণেশখঃ ১৬ ৮; ব্রহ্মখঃ ৩০।১—৫ ও জন্মখঃ ১১০ অঃ সম্পূর্ণ) এবং শ্রীকূর্ম্মপুরাণ (ঈশ্বর গীতা ২য় অঃ) প্রভৃতিতে গবেষণা পূর্ণ বহু প্রবন্ধ বর্ণিত হইয়াছে,—আবার তৎসঙ্গে সঙ্গেই আমাদের এই দেহরূপ সংসারতরু, সংসার অরণ্য; সংসার নদী অথবা সংসার সাগর পারের সদুপায় উপদেশেরও কিছুমাত্র অভাব রাখেন নাই। আমার সে সমস্ত বলিবার স্থানাভাব। তাই, আমি নির্ঘণ্ট (সূচী) স্বরূপ আপনাদিগের নিকট নিবেদন করিয়া রাখিলাম, আপনারা অবশ্যই একবার উল্লেখিত গ্রন্থের চিহ্নিত অধ্যায় ও শ্লোকগুলি পাঠ করিবেন—স্ব স্ব অবস্থা অবগত হইয়া শ্রীভগবৎ সেবায় সংসার দেহকে নিয়োগ

ভক্তি ;—'জ্ঞানশূন্যা'—অন্যাপেক্ষা রহিতা সুবিশুদ্ধা সুতরাং পরিস্ফুটিতা। উক্ত উভয় মহাত্মার মধ্যে কিঞ্চিৎ 'ভাব ব্যবধান' থাকিলেও ইহঁারাই সর্ব্বপ্রথম আর্য্যভারতের 'আদি ভক্তিযোগ' প্রচার কর্ত্তা নিশ্চয়।

"স্বর্গকামো যজেত", অর্থাৎ প্রাণীহিংসা-প্রধান অশ্বমেধ গোমেধ ইত্যাদি দ্বারা আসা-যাওয়ার আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি এবং শান্তি সুখের মণি-মাণিক্যালোক 'স্বর্গলাভ' * হইয়া থাকে ; এই বৈদিকী শ্রুতি বা ভৈষজ্যফল শ্রুতির

করিবেন এবং তবে 'আসা-যাওয়ার' পাঠক ভ্রাতাগণ শ্রীভগবৎ সমীপে সায়ং, প্রাতে অথবা সতত প্রাণের সহিত, হৃদয়ের সহিত—মনোবৃত্তির সহিত এইরূপ প্রার্থনা করুন ;—

"মামুদ্ধর ভবাব্ধেশ্চ ত্বমেবোদ্ধার কারণং।
ভবাব্ধি বিষয়ং নাথ! বিষমঞ্চ বিষাধিকং।
ছিন্ধি নিগড় মায়াং মে মোহজালং স্বকর্ম্মণঃ ॥১॥"

(শ্রীব্রহ্মবৈঃ জন্মখঃ ১২১।৭০-৭১ শ্লোঃ)—

হে নাথ! হে কৃষ্ণ! এই সংসার সমুদ্র অতি ভীষণ,—বিষ হইতেও ইহা বিষম। দয়ার প্রাণে,—মায়ার স্বরূপ আমার দৃঢ়বন্ধন সূত্র এবং স্বকর্ম্মজন্য মোহ জালকে ছেদন পূর্ব্বক এই হতভাগ্য জীবাধমকে অক্লেশে এই সংসার সাগর পার করুন। আপনিই যে জীবের একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা ও শুভফল দাতা। ১ ॥

* স্বর্গলাভ থাকিলে, নরকলাভ না থাকিবে কেন? যেমন—জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ বা আলোক-আন্ধার ইত্যাদি। যাউক,—স্বর্গ নরকের কথাটা আসা-যাওয়ার মহাত্মা পাঠকদিগের জানা থাকিলেও এইবারে আমিও অল্পাক্ষরে কিঞ্চিৎ

দুন্দুভিধ্বনি অনেকটা থামাইয়া দিতে সমর্থ না হইয়াছিলেন তাহা নয়। ইহার পরই শ্রীভগবানের মুখে নিখিল ধর্ম্ম সমন্বয় **শ্রীভগবদ্‌গীতা** গ্রন্থের আবির্ভাব। তাহারই আবার কিছুকাল অবসানে বেদান্ত ভাষ্য, নিগম কল্প পাদপের প্রোজ্‌ঝিত

নিবেদন করিব। ইহাতে অনেকেরই বাস্তবিক বহু পুঁথী পুস্তক টানাটানি—বাছাবাছির পরিশ্রম লাঘব হইবে,—**'স্বর্গনরক' ব্যাপারটা** অনায়াসে ধারণায় আসিবে—সংক্ষেপে স্বল্পসময়ে বুঝিবার সুবিধা ঘটিবে।

স্থূলভাবে অথবা আদি কবিকল্পনায় কিংবা ধারণা—অভিজ্ঞতায় সুমেরু পর্ব্বতের উচ্চ—অত্যুন্নত **শিখরগুলি স্বর্গ** বা দেবতা-দিগের বাসস্থান। **"স্বর্গ কামো যজেত"** এই শ্রুতি দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়,—যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মশীল ব্যক্তি ঐ সুখময় দেবনিকেতন স্বর্গলাভ করেন অর্থাৎ অক্লিষ্ট—অমর্ত্ত্য জীবনে,—অসীম পুণ্য জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকেন। নরককুণ্ড বা নারকীয় কুকাণ্ডের বিষয় বেশী বলিবার দরকার নাই। ভূমণ্ডলের সোজা দক্ষিণে মাটীর নীচে,—জলের উপরে 'অগ্নি সত্তাদি' পিতৃগণ ও সানুচর **মহারাজ ধর্ম্ম, যেস্থানে যমরূপে** অবস্থিত,—তাহারই সন্নিকটে পাপীদিগের যাতনা-স্থান নরক সকল অবস্থিত (ভাঃ ৫।২৬অঃ)

বিজ্ঞ পাঠকের জানা আছে,—"স্বর্গকামো যজেত" এই বৈদিকী শ্রুতির ভিতরে অশ্বমেধ গোমেধ ইত্যাদির একটা **অপ্রীতি-কর হিংসা** নিহিত—লুক্কায়িত। "কর্ম্মলোচন",—স্বর্গে যাইবার বা স্বর্গে থাকিবার উপযুক্ত মানবগণের যে চরিত্র চিত্র

কৈতব নির্ম্মৎসর শুক-সেব্য সুরসাল প্রেমভক্তি-ফল স্বরূপ পারম-হংস্যসংহিতা **শ্রীমদ্ভাগবত ভাস্করের** শুভোদয় বা পরম আবির্ভাব। ভক্তপাঠক! দর্শনাচার্য্যদিগের চরম ধারণা বা শেষ মীমাংসাই,—যজমানের স্বর্গমুক্তি—দেবনিকেতনে,

আঁকিয়াছেন, তাহার মধ্যে পশু যাজ্ঞিকের বা অশ্বালম্ভ গবালম্ভ-কারী দাম্ভিক দান-বীর যজমানদিগের একটী **মাত্র ছবী** ও ফটো ইত্যাদি) পাওয়া যায় না। সেই পূজনীয় আর্য্য আপ্ত চিত্রকরের অঙ্কিত বা রচিত **ছবীর ছোট খাতাখানা** আসা যাওয়ার পাঠকের হাতে দিলাম। মনোযোগের সহিত দৃষ্টি করুন;—

'সমবৃত্তৌ বিহিংসা যে, যে চ সর্ব্বং সহানরাঃ।
সর্ব্বস্য প্রিয় ভূতাশ্চ, তে নরাঃ স্বর্গ গামিনঃ ॥১॥"

সর্ব্বপ্রকার হিংসা-বিদ্বেষ বিহীন, সর্ব্বংসহ বা পরমসহিষ্ণু এবং সর্ব্বপ্রিয়—সর্ব্বভূত হিতরত মহাত্মা ব্যক্তিরাই স্বর্গে যাইতে পারেন॥.॥ স্বর্গে যাইবার অথবা স্বর্গলোকে বাসের যোগ্য মহাত্মা-ব্যক্তিকে পাঠক এখন চিনিতে পারিলেন কি? পবিত্রচেতা ভক্ত পাঠক! মহামহোপাধ্যায় আর্য্য মহর্ষিদগের স্থিরসিদ্ধান্ত এই যে,—স্বর্গবাস—স্বর্গসুখ চিরদিনের, সুদীর্ঘকালের জন্য নয়;—কেবল **শ্রীকৃষ্ণসেবা**—সাধনমুক্ত মহাত্মই চিরোত্তম স্বর্গ-বাসী,—সুচির শান্তিসুখের সর্ব্বোত্তম স্বত্তাধিকারী। পুণ্যবানের ভাবী স্বর্গচ্যুতির বিষয়টী **ভগবদ্গীতা** অর্দ্ধ শ্লোক (৯।২১) দ্বারা বলিতেছেন,—

"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশাল,ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি ॥২॥"

সকাম ইন্দ্রিয় সুখলাভ। আর জ্ঞান-যোগীর যম, নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগারাধনার অবশ্যম্ভাবী—'সাযুজ্যমুক্তি' অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমাধির ফলে নিরাকার ব্রহ্মে বিলীন বা **ব্রহ্মলাভ।** কিন্তু পূজ্যপাদ ভক্তিশাস্ত্রকার মহাত্মাগণের মত তাহা নয়। তাঁহাদের সর্ব্বসম্মত সার্ব্বজনীন **সুসিদ্ধান্ত এই যে,—**

অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্মবলে বা বৈদিক যজ্ঞাদির ফলে স্বর্গসুখ ভোগের পর সকামকর্ম্মী ব্যক্তির স্বর্গচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। অর্থাৎ পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে জন্মিতে হয়—বারংবার সংসারে আসা যাওয়া করিতে হয় ॥২॥ তাহার পর শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের (২।১১) অর্দ্ধ শ্লোক এই,—

"নিত্যপাত ভয়ে নাপি কিং সুখং স্বর্গবাসিনাং ॥৩॥"

অর্থাৎ নিয়ত পতনের ভয় লাগিয়া থাকায় **স্বর্গবাসীর আবার সুখ কি** ? ॥ ৩ ॥ অতএব অনিবার্য্য এই তীব্র আসা যাওয়া প্রবাহের মধ্য দিয়া সকাম-সৎকর্ম্মশীল স্বর্গবাসী মহাশয় অবৈধ অশুভ কৃতকর্ম্মফলে হয়ত পরজন্মেই আবার **নরক নিবাসী** হইতে পারে।

"যশ্চাচরতি ধর্ম্মংস" এবং "যদি তু প্রায়শোঽধর্ম্মং" ইত্যাদি সারগর্ভবাক্য (মনু সং ১২।২০-২১) দ্বারা মহাত্মা মনু দেহান্ত মানবের স্বর্গসুখ ও নারকীয় যমযাতনা উপভোগের উপযুক্ত,— পৃথকভাবে **দুইটী জীবন্ত জীব চিত্র** প্রকৃতির প্রশস্ত পটে পরিষ্কার—পরিস্ফুট আকারে অঙ্কিত করিয়াছেন। স্থানাভাবে মাননীয় মনুর সেই,—স্বর্গবাসী মানবদেবমূর্ত্তিও নারকীয় নরাধমের আতঙ্কজনক কদাকারের বিষয় এস্থানে বলিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিল না,—পাঠক মহোদয়েরা দয়াকরে **মনুসংহিতার,**

শ্রীমতী মুক্তিদেবীর অজ্ঞাত অত্যুজ্জ্বল মুকুট-মণি নিত্যানন্দ ব্রহ্মজ্যোতি পরতত্ত্ব রসরাজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীচরণ নখরাগ্রে সংলগ্ন হইয়া হ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতী শ্রীরাধিকা জীউর **মহাভাবের** প্রীতি প্রকোষ্ঠে বহুযুগ মন্বন্তরাদি পরম পোষিত—পুষ্টিকৃত শ্রীশ্রীগোপীতত্ত্বের অপূর্ব্ব গৌরব **রাগময়ী** নিষ্কাম প্রেমাবরণে সমাবৃত ছিল,—শ্রীগোলোক বৃন্দাবনকে এক **অজ্ঞাত-পূর্ব্ব** সুধা মধুর রসরাজ্যে রূপান্তরিত করিয়াছিল। ভাই পাঠক! শাণ্ডিল্য সূত্রে উহা **বীজাকারে**

উক্ত চিহ্নিত স্থানটী (কুল্লূকভট্ট কি মেধাতিথির টীকাসহ) একবার পাঠ করিবেন।

বিনা আদর আহ্বানেই অসংখ্য অগণিত দুঃখ-ক্লেশের সহিত যেমন মানবের সর্ব্বদা আলাপ সম্ভাষণ বা সম্বন্ধ **সংসর্গ ঘটে,** স্বর্গসুখের বিপরীত নারকীয় দুঃখ যাতনাও কলিমানবের পক্ষে **প্রায় তেমনি ঘটে।** সুতরাং নরকের বিষয় বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন। তাহা হইলে স্বর্গের সুখময় কথাটা আরও একটু খুলিয়া বলা যাউক। অপ্রীতি—অপ্রাসঙ্গিক অপরাধ ঘটিলে এই মাথা-খারাপ মহামূর্খটাকে পাঠক মহাশয়েরা **ইচ্ছামত** যাহা বিবেচনা করেন বলিয়া দিবেন অথবা কাগজ কলমে লিখিয়া প্রকাশ করিবেন ;—প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া, অপরাধ মোচন করিয়া কৃপার প্রকোষ্ঠে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিতে দিবেন আশা করিতেছি।

আর্য্য আস্তিক প্রায়শ ব্যক্তির ধ্রুব ধারণা সৎকর্ম্মের ফলে সংসার সাগর পার হওয়া যায়,—পারলৌকিক স্বর্গ সুখ-সম্ভোগ করা যায় আর অবৈধ—অশাস্ত্রীয়—অন্যায় কর্ম্মের অশুভ ফলে প্রেতলোকে

সংগৃহীত; শ্রীনারদসূত্রে অঙ্কুরিত; শ্রীভগবদ্গীতায় শাখা-পল্লবে পরিশোভিত; শ্রীমদ্ভাগবতে মধু মুকুলিত; ভাগবতের দশম,—শ্রীরাস-পঞ্চাধ্যায়ে প্রেম-প্রস্ফুটিত পারিজাত প্রসূনে **যোগমায়া পৌর্ণমাসির** মহামালঞ্চে স্মিত প্রফুল্লিত—সুবিরাজিত এবং আমার মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের কৈরবচন্দ্রিকাকৃপা পরি-পোষণে তাঁহা, প্রেমানন্দ রসসংপ্লুত পরমামৃত পবিত্র সুমধুর

যাইতে হয় এবং স্বর্গসুখের সম্পূর্ণ উল্টা,—দারুণ-অতি দারুণ **নারকীয় যমযাতনা** উপভোগ করিতে হয়। একথাটা ঠিক্ হইলেও তাদৃশ-স্বর্গ নরক সম্বন্ধে মাদৃশ অজ্ঞ—মূর্খদিগের বুঝিবার নিম্ন অনেক দূর বিস্তৃত। **'সংসার সাগর'**—'সংসার অরণ্য' এবং 'সংসার তরু' ইত্যাদি একাধিক উপাধী বা ব্যাধিযুক্ত দেহের সদসৎ সকাম কর্ম্মজন্য স্বর্গ-নরকের বিষয় বহু পৌরাণিক প্রসঙ্গে প্রকাশিত। ক্ষুদ্র—খদ্যোতিক জ্ঞানালোকে বা কর্ম্ম জড় বুদ্ধিতে, 'স্বর্গ নরকের অলৌকিক অভিনয় কাণ্ড আমরা ভালরূপ বুঝিতে অশক্ত। আপ্ত—আর্য্য বাক্যই আমার—এ সম্বন্ধে প্রধানাশ্রয় বা অবলম্বনীয়। তাই ভরসা,—**'বিপ্র-লিপ্সা' পিশাচী** ইহার উপর নিজ কল্পনা বসাইতে পারিবে না। বস্তুত স্বর্গ নরকের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণীটী "আসা যাওয়ার" পাঠকগণ পাঠালোচনা করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেই আমার জরাজীর্ণ লেখনী,—পরিশ্রম সফল মনে করিতে পারে।

ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ প্রভৃতি সাতটী লোকের মধ্যে—এই পৃথিবী ভূর্লোক;—সূর্য্যলোক পর্য্যন্ত ভুবর্লোক ও ধ্রুব লোক পর্য্যন্ত অর্থাৎ সূর্য্য লোকের উপরিভাগে স্বর্লোক বা আমাদের আসা-যাওয়ার

ফলে,—বাস্তবিক সত্য পঞ্চম পুরুষার্থ সেবা-সাধন ফলে সুপরিণত ; সুতরাং—"দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।"

"মুক্তি তুচ্ছ ফল হয় নামাভাস হৈতে।
যে মুক্তি ভক্ত না লয় কৃষ্ণ চাহে দিতে॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৩ পঃ)—

"আর শুদ্ধ ভক্ত, কৃষ্ণ প্রেম সেবা বিনে।
স্ব-সুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ আদিঃ ৪ পঃ)

পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ।
ফল্গু করি মুক্তি দেখে নরকের সম॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৯ পঃ)

আলোচ্য ; অমর নিকেতন - স্বর্গলোক। "স্বর্গকামো যজেত" বা "স্বর্গকামী অশ্বমেধেন যজেত" ইত্যাদি "যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং" (গীঃ ২।৪১—৪৪) আপাত মধুর (যথা – "ভৈষজ্য রোচনং" ও "রোচনার্থাফলশ্রুতিঃ)" মূঢ়—কর্ম্মজড় মানুষের বাক্য-বিমুগ্ধ পশুহিংসামূলক, সকামকর্ম্মী—পুণ্যবানের ঐ স্থানে অচির বাসের নাম 'সুখ স্বর্গবাস।' পাঠক! স্বর্গ-সুখ রোগ ; কিম্বা রৌরব—মহা রৌরবাদির নিদারুণ নারকীয় দুঃখ দুর্ভোগ ;—সূক্ষ্ম, লিঙ্গ ও প্রেত বা আতিবাহিক ইত্যাদি দেহের ভোগ্য কি প্রাপ্তব্য নয় ;—স্বর্গ নরক এই পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহেরই উপভোগ্য। যেহেতু সদসৎ কর্ম্মবীজোৎপন্ন সংসার-বৃক্ষের বা স্থূল দেহের শুভাশুভ অর্থাৎ স্বর্গ-নরকের সুখ দুঃখ এই

ইহা,—শ্রীভাগবত (৩।২৯।১১) এবং শ্রীমহাজনোক্তির সার্থকতা বা সম্পূর্ণতা। অমর্ত্ত্যবুদ্ধি নৈষ্ঠিকী শ্রীগুরুপরিচর্য্যা—পীযূষ লতিকায় বৈধীভক্তি **মহা-মুকুল**,—ভাবভক্তি অভাবনীয় প্রফুল্ল প্রস্ফুটিত সুরভি **পবিত্র প্রসূন** এবং স-সহচরী—শ্রীমতী মুক্তিদেবীর সর্ব্বারাধ্যা নিত্যবৃন্দাবনের নিত্যানন্দপ্রাণ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিকুঞ্জ সেবা উহাঁর, রাগময়ী প্রেম—মধুর

স্থূল দেহ দ্বারাই সম্ভোগ করিতে হইবে। কারণ বৃক্ষে ফল,—ফলে বীজ,—বৃক্ষেই দেখা যায়; স্থানান্তরে কি অবস্থান্তরে নয়। স্বর্গসুখের কি নারকীয় দুঃখ ভোগের **দেহ দুইটীর** বর্ণ—চিত্র, মহাত্মা শ্রীল মনু যেরূপ আঁকিয়া—পরিস্ফুট করিয়া মানব জগৎকে দেখাইয়াছেন,—তাহা পূর্ব্বেই পাঠকদিগের নিকট নিবেদন করিয়াছি। মহাভারত প্রসিদ্ধ প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা শ্রীযুধিষ্ঠিরের **স-শরীরে স্বর্গ প্রাপ্তি** ইহার জীবন্ত প্রমাণ। সদার—পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থান,' স্বর্গের পথ, স্বর্গযাত্রার উপযুক্ত পাথেয় এবং স্বর্গবাসোপযোগী '**গঠিত প্রকৃতি**',—প্রবৃত্তির অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়, সৎকর্ম্মশীল—ধর্ম্মপ্রবীণ মানবদিগের চিন্তা করিবার বিষয় বটে। অপরের কথায় আর কাজ কি? যে সব্যসাচী অর্জ্জুন মহাশয় আজীবন **স্বর্গরাজ্যে আসা-যাওয়া করিলেন**,—আখণ্ডলাদি আপন আত্মীয় অমরগণ দ্বারা আদৃত—আপ্যায়িত হইলেন, অথচ শেষের দিনে তিনিও আর সেই স্বর্গ-লোকে যাইতে পারিলেন না,—হিমালয় অতিক্রম করিতেই আপাদ-মস্তক কম্পিত,—পদ স্খলিত এবং ইত্যাবস্থায় তাঁহার **মানব লীলা পরিসমাপ্ত**।

সুপক—**সুরসাল অপূর্ব্ব ফল**। শ্রীধরা-নারায়ণের আনন্দাংশে সমুৎপন্ন মানব জীব ; সুতরাং শ্রীভগবানের ইহা প্রেম-লীলা-নিকেতন। মানব হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম সাহজিক অর্থাৎ স্বতঃ—স্বাভাবিক। তাই আর্য্য ভারতোৎপন্ন **মানব দেহ সুদুর্লভ** ;—স্বর্লোক বাসীরাও এইটী পাইতে ব্যস্ত—আকাঙ্ক্ষিত। ভক্ত পাঠক মহাশয়েরা ত জানেন ই দ্বাপরের সন্ধ্যাংশে ভগবান শ্রীযশোদা-

অধিক বলা অনাবশ্যক,—সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতার পুণ্যাত্মা রাজা-যুধিষ্ঠির,—স্বর্গ রাজ্যে সশরীরে সমুপস্থিত,—শ্রীসুরেন্দ্র কর্তৃক সদানন্দ সমাদৃত এবং ভগবান্ শতক্রতুর রথে আরোহিত হইয়াও, ঘৃণিত **নরক দর্শন**,—নারকীয় দুর্গন্ধে মূর্চ্ছা লাভ প্রভৃতি মনুষ্য জন্মোচিত 'আসা-যাওয়া' প্রবাহের চরমে শ্রীমন্দাকিনীর সুধা পবিত্র মহাস্রোতে অভিষিক্ত ; **নর কলেবর পরিত্যক্ত** এবং মহাত্মা শ্রীমনু বর্ণিত (১) স্বর্গীয় নব-কলেবর গ্রহণ করিয়া—তবে, স্বর্গবাসে সমর্থ হইয়াছিলেন। "**অশ্বত্থামা-হত ইতি গজ**" কথাটা এস্থানে উল্লেখ না করাই উচিৎ। প্রাকৃত স্বর্গ,—অচিরস্থায়ী—স্বর্গ ত সুমেরু শৈল শেখর ; ইহাঁকে লাভ করিতেই এইরূপ দুরবস্থা ঘট,—এই অত্যুচ্চ তৃতীয় লোকটী ই নরলোকের পক্ষে এইরূপ সুদূরপরাহত ; আর সপ্তম স্বর্গ হইতে

(১) "তৈরেব পৃথিব্যাদি ভূতৈঃ স্থূল শরীররূপতয়া পরিণতৈর্যুক্তঃ স্বর্গসুখমনুভবতি॥ তৈরেব ভূতৈঃ মানুষ দেহরূপতয়া পরিণতৈ-স্ত্যক্তো মৃতঃ পঞ্চভ্য এব মাত্রাভ্য ইত্যুক্তরীত্যা যাতানুভাবোচিত সংজাত কঠিন দেহো যামীঃ পীড়া (যম যাতনা—নারকীয় ক্লেশঃ) অনুভবতি॥" মনুসং ১২। ২০, ২১ শ্লোকটীকা—কুল্লূক ভট্টপাদ।

নন্দনরূপে, অপ্রাকৃত 'বিষয় প্রেমানন্দ' **নরবপু গ্রহণে**, নরগণ সঙ্গে ,—সুমধুর রাগময়ী জীবন্ত রসলীলা সম্পাদনপূর্ব্বক '**স্ব-পর-তত্ত্ব**' পৃথিবীতে বিজ্ঞাপিত—প্রতিষ্ঠাপিত করেন।

দুঃখের বিষয়, সংসারকুহকে,—কুসংসর্গে, কুকর্ম্মে—সকাম কর্ম্মে ;—বাউলিয়া-হুজুগে অথবা অসম্প্রদায়ী অসদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, অপরাধ উচ্ছৃঙ্খলতার অতি **পুরু** আবরণে প্রায়শ

সেই সমুচ্চ বৈকুণ্ঠাদি শ্রীবিষ্ণুধাম,—**শ্রীশ্রীগোলোকধামে** শুভাগমন ব্যাপারটা বিজ্ঞপাঠক মহাশয় সদ্বিবেকে,—শ্রীকৃষ্ণানুশীলন সদ্বুদ্ধিতে ধারণায় আনিবার চেষ্টা পাইবেন।

বাস্তবিক সদ্গুরু কৃপায় ভগবদ্ভক্তি উন্মুখী '**তুর্য্যগা**',—'**তুরীয়**' সুসত্য জ্ঞানদ্বারা, শ্রীকৃষ্ণ সেবারূপা পঞ্চম পুরুষার্থ পরমামুক্তি **লাভ** না হওয়া পর্য্যন্ত 'মানব-মহাপ্রাণি', স্বকৃত সদসৎ '**কর্ম্মবিপাকে**',—আসা-যাওয়া রূপ কর্ম্ম প্রবাহে পড়িয়া ; বারংবার বহুপ্রকার দেহ **লাভ** করিয়া থাকে।

ভক্ত পাঠক ! এই ত গেল সংসারচক্র প্রবর্ত্তন—**ফলশ্রুতি প্রবৃত্তিমূল** অবশ্যম্ভাবী পতনধর্ম্ম বা সংক্ষিপ্ত **স্বর্গ-নরক** ব্যাপার। এক্ষণ পারমার্থিক অপ্রাকৃত স্বর্গ কি ;—সেইটী অল্পাক্ষরে ও অল্প সময়ের মধ্যে নিবেদন করিতেছি। 'শুভেচ্ছা, সুবিচারণা, তনুমানসা, সত্ত্বাপত্তি, অসংসক্তি, পদার্থভাবনী এবং **তুর্য্যগা**' এই সপ্তজ্ঞান ভূমি—ভূ, ভুব, স্ব, মহ, জন, তপ এবং সত্য এই সপ্তলোক সংযোগে **সপ্ত স্বর্গ নামে কথিত**। আর 'বীজজাগ্রৎ, জাগ্রৎ, মহাজাগ্রৎ, জাগ্রৎস্বপ্ন, স্বপ্ন, স্বপ্ন জাগ্রৎ এবং **সুষুপ্তি**,'—এই সপ্তবিধ অজ্ঞান ভূমি ;—'অতল,

মানবেরই ঐ দেবদুর্লভ স্বতঃসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম আবৃত, লুক্কায়িত, পাতালগত হইয়াছে ;—বাস্তবিক মনোবৃত্তি—চিত্তবৃত্তির বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে। হায় ! কালপ্রভাবে মানবহৃদয় হইতে যখন **কৃষ্ণ-স্মৃতি** বিলুপ্ত হইল ; মায়াপিশাচীও অমনি সুযোগ পাইয়া বসিল. অজ্ঞান—অবিদ্যার সংযোগে মানুষের মাথায় ত্রিতাপ তিন্তিড়ী কাঠের আগুন ধরাইয়া দিল এবং বৈষ্ণবনিন্দা—ভগবত নিন্দা

বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল,'—এই—**সপ্ত নরক**। ইহাকেই একাধিক পুরাণ বা স্মৃতি শাস্ত্র ২১, ৬৪, ৮৪ ; কিম্বা উহারও অধিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলে ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় ('ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' শ্রুতিঃ) সৎসঙ্গ, নিষ্কাম সৎকর্ম্ম বা সদ্‌গুরু কৃপাপ্রাপ্ত,—**সত্য জ্ঞানানন্দই স্বর্গ**,—'আর তদ্বিপরিত অসৎসঙ্গ—'অসৎ কর্ম্মজড়' পাষণ্ডসংসর্গ, অবৈধ ব্যবহার ও নিন্দিত গুরুর কুসাধনোপদেশ বা **অজ্ঞান-গাড় নিস্তব্ধ-নিরানন্দই নরক** ;—অর্থাৎ নিখিল নিরয় যাতনা। তাই মহাভারত (আদিপঃ ৯০ অঃ) বলিয়াছেন অজ্ঞানের দেহ,—**ভৌম-নরক অর্থাৎ ভবের জেলখানা**।

ভাই পাঠক ! সর্ব্বোচ্চ,—সপ্তম জ্ঞান ভূমি 'তুর্য্যগা বা সপ্তম স্বর্গ'—সত্যলোকে বিচরণশীল 'ব্রহ্মবিদ্ বরিষ্ঠ'—পরম তপঃপরায়ণ পূজ্যব্যক্তি, পঞ্চম পুরুষার্থ—**কৃষ্ণসেবামুক্তি**,—শ্রীমুরলী মোহনের প্রেমভক্তিরূপ চরম সত্য-স্বর্গ প্রাপ্ত হন। প্রত্যুতঃ সপ্তম অজ্ঞান ভূমি সুষুপ্তি বা সর্ব্ব নিম্নস্তর পাতাল অর্থাৎ মহামূঢ়,—**মোহগর্ত্তে বিচরণশীল**—মনাদি ইন্দ্রিয় নিচয়ের

ইত্যাদি রাশিকৃত ইন্ধন নিয়ত নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ঐরূপ তীব্র ত্রিতাপানলে বিশুদ্ধা ভক্তিবীজ ভর্জ্জিত কথিত বিশুষ্ক বিচূর্ণিত অথবা উড়িয়া গেল। এরূপ ঘৃণিত দুরবস্থায় মাদৃশ ভাগ্যহীন মানবের,— সেই গোলোক স্বর্গীয় গোপীজন প্রেম-সুধার-সুরভি—সুরসাল সুধাস্বাদন, অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নয় কি সুধী পাঠক? ফলে, অনন্ত—অমার্জ্জনীয় অপরাধ কর্তৃক শ্রী তারকব্রহ্ম

জাড্যাবস্থাই অসীম অফুরন্ত নরক অর্থাৎ অসহনীয়,—অবর্ণনীয়-নরকযাতনা। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে,—

"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভঃ তস্মাদেতৎ ত্রয়ং
ত্যজেৎ॥ ৩॥"

(গীতা ১৬।২১ শ্লোঃ)—

"কামঃ ক্রোধঃ তথা লোভঃ নরকস্য ইদং ত্রিবিধং দ্বারং আত্মনঃ (আত্মজ্ঞানস্য) নাশনং। তস্মাৎ এতন্নরক গমন অবাধ পথত্রয়ং পরিত্যজেৎ॥৩॥" অর্থাৎ কাম, ক্রোধ এবং লোভ নামক ইন্দ্রিয়ের এই পাপ প্রবৃত্তি তিনটাই মানুষকে অবাধে নরকে নিয়া থাকে। অতএব কাম, ক্রোধ ও লোভ নামক, এই—অসুর তিনটীর আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সকলেই যেন চেষ্টা করেন,—পুরুষকার অবলম্বন করেন॥ ৩॥ ইহার পর শুনুন্ ভাই ভক্তপাঠক! শ্রীব্রহ্মপুরাণ (১৯শ অঃ) অতি সংক্ষেপে স্বর্গ, নরকের কি চমৎকার স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন;—

হরিনাম শ্রবণ—কীর্ত্তনে পর্য্যন্ত, আমাদের রুচি হয় না, আসক্তি আসে না,—প্রাণ গলে না। আর কি বলিব,—পাশবিক আচার ব্যবহারে হায়! হায়!! এমন—দুষ্প্রাপ্য মনুষ্য জন্মটা যে এবার একেবারেই নিষ্ফলে চলিয়া গেল ভাই! আবার আসিবার বেলায় আমার মত পাপাশয়কে মানবাকারের বিনিময়ে **শুনি—শূকর আকারে যে**

"মনঃ প্রীতিকরঃ স্বর্গো নরকস্তদ্বিপর্য্যঃ।
নরকঃ স্বর্গ সংজ্ঞেবৈ **পাপপুণ্যে দ্বিজোত্তমাঃ** ॥৪॥"

ভাবার্থ,—স্বধর্ম্মস্থিত নিয়ত পুণ্য কর্ম্ম,—পরোপকার বা সৎসঙ্গ জন্য মনের সর্ব্বথা শান্তিপ্রদ—প্রীতিপ্রদ যে, অবস্থা তাহার নাম **স্বর্গ অর্থাৎ দেবনিকেতন**। আর অকর্ত্তব্য স্বধর্মচ্যুত পাপকর্ম্ম জন্য শারীরিক,—মানসিকাদি সর্ব্বথা অশান্তি—অপ্রীতি—অসন্তুষ্টির নাম নরক অর্থাৎ নিরয় যাতনা **বা যমের জেলখানা** ॥৪॥ সর্ব্বশেষে সর্ব্ব-বেদপ্রতিপাদ্য; সর্ব্বদর্শনোপনিষদ এবং নিখিল পুরাণাদি সৎশাস্ত্রজগতের সত্যসম্রাট শ্রীমদ্ভাগবত (১১।১৯।৪২—৪৩) মুক্তকণ্ঠে (ক) বলিতেছেন;—

"মূর্খো দেহাদ্যহং বুদ্ধিঃ পন্থা মন্নিগম স্মৃতঃ।
উৎপথশ্চিত্ত বিক্ষেপঃ '**স্বর্গঃ সত্ত্ব, গুণোদয়ঃ**' ॥৫॥
'**নরকস্তম উন্নাহো**' বন্ধু গুরুরহং সখে!
গৃহং শরীরং মানুষ্যং গুণাঢ্যো হ্যাঢ্য উচ্যতে ॥৬॥"

অর্থ,—'শাস্ত্রজ্ঞানশূন্যতা নহে,'—দেহ গেহাদিতে 'আমি আমার' বোধের

(ক) "কঃ স্বর্গো নরকঃ কশ্চ" (ভাঃ ১১।১৯।৩১) ইত্যাদি শ্রীউদ্ধব প্রশ্নোত্তরে শ্রীভগবান বলিয়াছেন "স্বর্গঃ সত্ত্বগুণোদয়ঃ (ভাঃ ১১।১৯।৪২)" এবং "নরকস্তম উন্নাহ (১১।১৯।৪৩)" ইত্যাদি।

আসিতে হইবে, তাহা এবার ভালই বুঝিয়া যাওয়া গেল। পুনরায় আসিবার দুরবস্থার ব্যাপারটা,—জানিয়া শুনিয়াও ত তৎ-প্রতিকারের সচেষ্টা মাদৃশ ক্রিয়াহীন মূর্খ মানবাধমের নাই, বিজ্ঞ পাঠক! শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (মধ্য লীঃ ২২শ পঃ) এইজন্য আমাদিগকে তারস্বরে বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন,—

"নিত্যবদ্ধ নিত্যকৃষ্ণ হৈতে বহির্ম্মুখ।
নিত্য—সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥

নামই মূর্খতা; কণ্টকাদিশূন্য পথ পথ নহে,—ভক্তিসহকৃত জ্ঞানই সত্য শান্তি পথ; দস্যু তস্করাদিযুক্ত পথ উৎপথ নহে,—সকাম প্রবৃত্তি মার্গকেই উৎপথ বলে এবং ইন্দ্রাদি দেব নিকেতনও যথার্থ স্বর্গ নহে,—ইন্দ্রিয় নিচয়ে শুদ্ধসত্ত্ব গুণের উদ্রেক (উদয়)ই সত্য শান্তি স্বর্গ বা অমর অমৃত লোক॥৫॥ হে সখে উদ্ধব! কেবল রৌরব, মহা রৌরবাদি নরক নহে,—তমোগুণের, উদ্রেকের নামই যাতনাপ্রদ নরক। পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রাদিও বন্ধু নহে,—সৎগুরুই যথার্থ বন্ধু, সেই গুরুও আমি ই। অট্টালিকাদি গৃহ গৃহ নহে, স-সাধন (হরিভজন) সুখ ভোগের আশ্রয় মনুষ্য দেহ ই প্রশস্ত গৃহ এবং বিত্তশালী ব্যক্তি ধনী নহে,—সদ্‌গুণসম্পন্ন ভগবৎ প্রেমিক ব্যক্তি ই যথার্থ আঢ্য অর্থাৎ বাস্তবিক ধনী॥৬॥ শ্রীরামানন্দ রায় মহাশয় বলিয়াছেন,—

"সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি?
রাধাকৃষ্ণ প্রেম যার সেই বড় ধনী॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যঃ ৮ম পরিঃ)—

"সংসার সাগর মতীব গভীর ঘোরং,
দারাদি সর্প পরিবেষ্টিত চেষ্টিতাঙ্গম্।

সেই দোষে,—মায়া পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিক তাপত্রয় তারে জারিমারে॥”

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপাদ, জীবের প্রতি ব্যাকুলচিত্তে আরও (মধ্যলীঃ ২২শ পঃ) বলিয়াছেন ;—

“জীব নিত্য ‘কৃষ্ণদাস’ যবে ভুলি গেল।
মায়া পিশাচী তার গলায় বেড়িল॥”

সংলঙ্ঘ্য গম্ভমভিবাঞ্ছন্তি যো হি দাস্যং,
সঞ্চিন্তয়েদ্ভগবত শ্চরণারবিন্দম্॥৭॥”

(শ্রীব্রহ্মবৈঃ ব্রহ্মখঃ ৩০।২ শ্লোঃ)—

ভাই বিজ্ঞ পাঠকবর্গ! যিনি, পুত্র কলত্রাদিরূপ ভীষণ বিষধরগণে পরিবেষ্টিত অতি ভয়ঙ্কর সুগভীর এই সংসার সাগর লঙ্ঘনপূর্ব্বক ‘সেবামুক্তি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণদাস্য বাঞ্ছা করেন, তিনি শ্রীভগবৎ পদারবিন্দ ধ্যান, (লীলা স্মরণ নাম সঙ্কীর্ত্তন) নিরত হইবেন। ॥৭॥ শ্রীচৈতন্যভাগবত (মধ্যখঃ ১৭ অঃ) বলেন ;—

“আগে হয় মুক্ত, তবে সর্ব্ববন্ধ নাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥
এই ব্যাখ্যা করে ভাষ্যকারের সমাজে।
মুক্ত সব লীলা-তনু করি' কৃষ্ণ ভজে॥”

অবস্থা ভেদে ‘মুক্তি’,—কৃষ্ণভক্তির অন্তরায় প্রদ নয় ;— সৎশিক্ষা, সদ্গুরুনিষ্ঠা এবং সৌভাগ্য-ক্রমে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবসঙ্গ ঘটিলে, মুক্তি ই স্বস্কন্ধে বহন করিয়া নিষ্কাম কৃষ্ণভক্তির পবিত্র কক্ষে দিয়া আসেন ভাই আসা-যাওয়ার পাঠক!

তাহা হইলে, কি উপায়ে, কোন্ ঔষধে অথবা কিরূপ ওঝা—বৈদ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, এই পোড়ামুখী তাড়কা রাক্ষসীর অগ্রগণ্যা, অবিদ্যার দেশে অতিধন্যা—মহামান্যা, বিশ্রীমত্যা, মায়াপিশাচী,—**কৃষ্ণবহির্ম্মুখ** দীনচেতা মাদৃশ অজ্ঞ—অধম মানুষ জীবদিগকে ছাড়িয়া যায়,—আবার আসিয়া ঘাড়ে না চাপে এবং **মাথায় বসিয়া মলমূত্র পরিত্যাগ না করে**;—তাহাই এখন ভাবিবার বিষয়,—সযত্ন অনুসন্ধানের বিষয়। ভাইরে 'আসা যাওয়ার পাঠক! মানবের কি সৌভাগ্য! **মানবে ভগবানে কি স্বর্গীয় শান্তিসৌহার্দ্দ**!! যেহেতু সঙ্গেসঙ্গেই সহজ কৃপার শান্তিরালয় আমার মহাপ্রভু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীমুখে তাহার সদ্ব্যবস্থা করিয়াছেন,—সদুপদেশ দিয়াছেন। যথা,—

"ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়॥

"'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বারাধ্য, কারণের কারণ।
তাঁর ভক্ত্যে হয় জীবের সংসার তারণ॥
তাঁর সেবা বিনা জীবের না যায় 'সংসার'।
তাঁহার চরণে প্রীতি—'**পুরুষার্থ-সার**'॥"

(শ্রীচৈতন্য চঃ মধ্যলীঃ ১৮ পরিঃ)—

"চৈতন্যের আজ্ঞা যে মানয়ে বেদ সার।
সুখে সেইজন হয় 'ভবসিন্ধু পার'॥"

(শ্রীচৈতন্য ভাঃ অন্ত্যখঃ ৩ অঃ)—

"**ধন জন পাণ্ডিত্যে চৈতন্য না পাই।**
ভক্তিরসে বশ কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে গাই॥"

(শ্রীচৈতন্য ভাগবত)—

তার উপদেশ মন্ত্রে পিশাচী পালায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ নিকট যায়॥"
(শ্রীচৈতন্যচঃ মধ্যলীঃ ২২শতি পরিঃ)

জীব দ্বিবিধ—নিত্যমুক্ত এবং নিত্য (সর্ব্বদা) সংসারাবদ্ধ,—সংসারাশক্ত চিত্ত *। যাঁহারা—নিত্যমুক্ত, তাঁহাদের মায়াগন্ধ—মায়ার সম্বন্ধ নাই;—মায়াপিশাচী উঁহাদের পবিত্র ছায়াটী পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে না। এই মহাত্মা ব্যক্তিরা চিন্ময়ধামে শ্রীকৃষ্ণ পারিষদ নামে সুবিখ্যাত,—কৃষ্ণসেবা-নন্দই ইঁহাদের শান্তি—ইঁহাদের সুখ অর্থাৎ সর্ব্বথা জীবন কর্ত্তব্য। আর ভগবদ্‌বিমুখ নিত্যবদ্ধ মানব জীব সকলকে মায়া-পিশাচী,—শুক্র-শোণিতাদি অপবিত্র ষাটকৌষিক দেহ কারা-গারে আবদ্ধ রাখিয়া আকল্প কঠোর দণ্ড দিয়া থাকে,—আধ্যাত্মি-কাদি ত্রিবিধ তাপে জারিয়া—জ্বালাইয়া মারে; ভাই আসা যাওয়ার পাঠক! দুঃখের কথা আর বলিব কি? কৃষ্ণ বিমুখ হতভাগ্য মানবেরা কাম, ক্রোধ ও লোভাদি রিপুদিগকে আপনার বলিয়া আদর করে—গৌরবের বান্ধব বলিয়া গ্রহণ করে; সুতরাং যদিও দিবানিশি কেবল ঐ অপবিত্র,—অসংযত পাদোপস্থ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের চপেটাঘাত এবং পোড়ামুখী মায়াপিশাচীর

* "সংসারাসক্ত চিত্তস্য কৃষ্ণাবেশঃ সুদূরতঃ।
বারুণী দিগ্‌গতং বস্তুং গচ্ছন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ॥১॥"

অর্থাৎ পশ্চিম দিকে অবস্থিত দ্রব্যের জন্য পূর্ব্বদিক্ গামী হইলে, সেইটী কখনই যেমন লাভ করা যায় না;—সংসারে পুত্র কলত্র ও ভূমি কনকাদিতে আসক্ত ব্যক্তির কৃষ্ণাবেশ, কৃষ্ণানুরাগও সেই প্রকারই অপ্রাপ্য—অলভ্য,—সুদূর পরাহত॥১॥

পদাঘাত প্রাপ্ত হয় ; ইহাই নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের প্রত্যাহিক লাভ বা দারুণ রোগ * এই প্রকার ভবব্যাধিগ্রস্ত মায়া-পিশাচীর পদপ্রহারপ্রিয় মানুষও ঘড়ির কাঁটার মত এই মহাব্রহ্মাণ্ডের উপর—নীচে বা স্বর্গ—নরকে, ভ্রমণ করিত করিতে ঘটনাক্রমে সাধুবৈদ্য অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তের দেখা পাইলে, তাঁহার কৃপায়,—তাঁহারই অমোঘ মন্ত্রোপদেশে ঐ অদমনীয়া—অপরিহার্য্যা মায়া পিশাচী ছাড়ে,—কৃষ্ণস্মৃতি জাগে,—ভক্তি আসে,—অনুরাগ বাড়ে' এবং এই প্রকার পবিত্র স্বচ্ছ প্রাণ প্রকৃতি ই, জগৎপ্রাণ—জগদানন্দপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণকৃপা পাইতে লালায়িত বা ব্যস্ত—ব্যাকুলিত ; ভক্ত পাঠক মহোদয়গণ ! এই অপরাজিতা-অঙ্গারবদনা, মায়াপিশাচীর কবল মুক্তির

* "জীবিনাং দারুণো রোগঃ কর্ম্মভোগঃ শুভাশুভঃ।
ভক্তোবৈদ্যস্তং নিহন্তি কৃষ্ণভক্তি রসায়ণাৎ ॥ ২ ॥"
(শ্রীব্রহ্মবৈঃ পুঃ গণেশখঃ ২৪।৩৬ শ্লোঃ)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণবিমুখ,—কৃষ্ণে আবেশ আসক্তিবিহীন মানব জীবের শুভাশুভ কর্ম্মভোগরূপ যে দারুণ ব্যাধি,—তাহার সদ্‌বৈদ্য বা উপযুক্ত চিকিৎসক হইতেছেন,—ভক্ত সাধক বা সদ্‌গুরুদেব। তিনি শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিরূপ পবিত্র বীর্য্য পরম রসায়ণ (১) ঔষধ দ্বারা উহার আরোগ্য সাধন করিয়া থাকেন,—মায়া পিশাচীধরা রোগের অশুচি ও অন্যান্য অপকারী বিষবীজ বিনাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি উন্মেষিত করেন বা জাগাইয়া দেন ।।২।।

(১) জীবনীশক্তি বর্দ্ধক,—সুপরিবর্ত্তক ঔষধকে রসায়ন ঔষধ বলে। আয়ুর্ব্বেদ মতে সাধারণতঃ দৈহিক রোগে যেমন মকরধ্বজ, অমৃতপ্রাশ, পূর্ণচন্দ্র রস প্রভৃতি।

মহনীয় মন্ত্রোপদেশ বহুপূর্ব্ব যুগে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, পার্থ মহাশয়কেও (দৈবীহ্যেষাং গুণময়ী ইত্যাদি গীতা ৭।১৪ শ্লোকে) বলিয়াছিলেন; এইবারে সেইটী শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখামৃতে সংস্কৃত, অভিষিক্ত বা শক্তিসমন্বিত হইয়া পুনঃ প্রকাশিত হইলেন মাত্র।

মঙ্গলময় শ্রীমহাদেব বর্ণিত,—"অনেক জন্ম সংপ্রাপ্ত" ইত্যাদি (শ্রীগুরুগীতা ৩৪ শ্লোক) আত্মজ্ঞানরূপ জগন্মঙ্গল, অমোঘ মহৌষধ প্রয়োগে সদ্‌গুরু রূপ বৈদ্যমহারাজ, অজ্ঞানরূপ ভূতে পাওয়া ও মায়াপিশাচী-ধরা অধঃপাত পীড়ার সর্ব্বথা আরোগ্য করিয়া থাকেন, বদ্ধ-বিরুদ্ধ-বিষয়লুব্ধ মানবজীবকে মুক্তিপন্থায় আরোহণ করাইয়া থাকেন এবং এতৎ কর্তৃক স্বভাবজড়তা,—মনের মলিনতা,—চিত্তের অস্বচ্ছতা ও ভগবদ্বিমুখতা বিদূরিত হয়। এইরূপ বিশুদ্ধ হৃদয়ে, অবিরোধে বা অবিলম্বে অপেক্ষারহিতা শ্রীহরিভক্তি; উত্তম প্রকারে উন্মেষিতা—সম্যক্ প্রকাশিতা হইয়া থাকেন। তবে,—কুপথ্যকারী এবং বিধি,—বৈদ্য-বিরুদ্ধাচারী ব্যক্তিরা যেমন পুনঃ পুনঃ পূর্ব্বব্যাধি অথবা আরও নূতন নূতন উৎকট পীড়া কর্তৃক আক্রান্ত এবং মৃত্যু কবলিত হইয়া থাকে;—পারমার্থিক জগতেও সেইরূপই ঘটে। বস্তুতঃ রাজস তামসাহার, অসাধু,—অসাত্ত্বিক ব্যবহার, অশ্লীল,—অভক্তি পুস্তক পাঠ, তাস-পাশা খেলা; গুরুবাক্যে—গুরুশাসনে অবজ্ঞা, অবহেলা, শিথিলতা এবং অবৈধ—অগম্যা স্ত্রীসঙ্গ, এবং অসৎ সঙ্গের অনিবার্য্য, অশিব ফলে, সদ্‌গুরু কৃপাপ্রাপ্ত তাদৃশ মুক্ত বা কোমলশ্রদ্ধ—স্বল্পনিষ্ঠ মানবকেও আবার অজ্ঞান ভূতে, অবিদ্যা-মায়া-পিশাচীতে—আরও বার, বার না ধরিবে কেন? কাঁধে

না চাপিবে কেন ভাই পাঠক? তাই,—সদ্‌গুরু,—প্রেমিক গুরুদীক্ষা বা সাধনশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বিধিভক্তির দেশে ভালই সাবধান—সতর্ক,—আত্মসংযমে থাকা আবশ্যক, অর্থাৎ সদ্‌-গুরু শাসনে থাকিয়া ভগবদারাধনায় অগ্রসর হওয়াই উচিৎ কর্ত্তব্য।

ভাই 'আসা-যাওয়া'র পাঠক মহোদয়গণ! তাহা হইলে আমাদের —আসা-যাওয়া বা জন্ম-মরণশীল মানব জগতের একান্ত লক্ষ্যের বিষয় অথবা জানিবার বিষয় বস্তুতঃ দুইটী। ইহার প্রথমটী. মায়া পিশাচীর প্রবল আক্রমণ হইতে পরিত্রাণোপায়, আর দ্বিতীয়টী,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে নিত্য দাসত্ব স্থাপন*। বাস্তবিক ধর্ম্মতত্ত্ব দুর্বোধ্য অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম; শুদ্ধ—সত্ত্বের

* "জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।"

(শ্রীচৈতন্যচঃ মধ্যলীঃ ২০শ পরি)।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদের জিজ্ঞাসা, —"কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপ-ত্রয়। ইহা না জানি,—কেমনে 'হিত' হয়॥" (শ্রীচৈতন্যচঃ মধ্যলীঃ ২০শ. পরিঃ) অর্থাৎ (১) আমি কে? (২) আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় আমাকে জারে (জর্জ্জরিত করে) কেন? (৩) আমার কিরূপে ভাল হবে,—চিত্তে শান্তি আসিবে? সাধ্যসাধনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেও আমি অজ্ঞ—অপটু। অতএব আপনিই অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার অবশ্যজ্ঞাতব্য এবং হিতকর বিষয় বলুন্। তদুত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু 'জীবের স্বরূপ', 'কৃষ্ণ শক্তি তত্ত্ব' 'সম্বন্ধ' 'অভিধেয়' এবং 'প্রয়োজন তত্ত্ব ভগবৎ প্রেমভক্তি প্রভৃতি কৃষ্ণ-দাসগণের জ্ঞাতব্য সমুদয় বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন। জিজ্ঞাসু শ্রীঅর্জ্জুন

সুনির্ম্মল বিবেকালোক ব্যতিরেকে সেইটী দেখা যায় না—বুঝিতে পারা যায় না। আসুরী প্রকৃতি তমোগুণ স্বভাব মানুষের চিত্ত সর্ব্বদা চঞ্চল, হৃদয়টীও প্রায় সদ্বিবেক সম্পর্ক বিহীন এবং মস্তিষ্ক একান্ত তরল বলিয়া, আর্য্যধর্ম্মের অতি সূক্ষ্ম,—অতি গভীর গূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে অশক্ত। তাই অজ্ঞ, অভাগ্য, আর্য্যপথভ্রষ্ট অধম নরপশুরা,—নিজের সদাচারসম্পন্ন নিরীহ—ভট্টাচার্য্য পিতৃদেবকে নীচ—নিকৃষ্ট—অশিক্ষিত বোকা বলিয়া অনাদর করে; গলায় তুলসীমালা—গায় গোপীচন্দন—গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা তিলক নামাবলি বা নগ্ন-গাত্র দেখিয়া নাসা কুঞ্চিত কিম্বা ঘৃণা-অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারে; স্বধর্ম্ম,—শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অনার্য্য,অগ্রাহ্য, অবৈধ, অসম্প্রদায়, অধম, তামসিক বিদ্যাবিনোদকে পিতা বলিতে পারে, পদ লেহনে—পাদুকা বহনেও প্রস্তুত হইতে পারে। এমন কি গুরুকরণ,—আশ্রয় গ্রহণ, উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণাদি করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। তাই পাঠক! কিন্তু দৈবীপ্রকৃতি শুদ্ধসত্ত্ব-দেবধর্ম্ম্য-স্বধর্ম্মপ্রাণ আর্য্য ব্যক্তি অপ্রতিষ্ঠ কুতর্ক-কর্কশতা পরিত্যাগপূর্ব্বক, বহুশাখা পল্লবিত, মধু-পুষ্পিত

মহাশয়ের ন্যায় শ্রীসনাতন গোস্বামী পাদও এস্থানে একটী উপলক্ষ মাত্র;—পাপ,—তাপ, পরিতপ্ত মানবশিক্ষাই মহাপ্রভুর প্রধান উদ্দেশ্য—মুখ্য সঙ্কল্প। এই অলৌকিক বা অপূর্ব্ব।অমূল্য উপদেশাবলি মানব মণ্ডলে "শ্রীসনাতন-শিক্ষা নামে প্রসিদ্ধ।" ইহা পুরাণ, উপনিষদ ও নিখিল দর্শন শাস্ত্রের সার-সিদ্ধান্ত—সুসত্য সন্দর্ভ। অতএব শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য-মহাপ্রভুর শ্রীমুখ বিনিসৃত এই সুপবিত্র অপ্রাকৃত তত্ত্বসুধা শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়মাত্রেই আনন্দাস্বাদনের উপযুক্ত বটে।

বা আপাতমধুর পরধর্ম্ম অথবা "নানা মুনির নানা মত"কে সর্ব্বথা অনাদর করেন এবং 'ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহীতং গুহায়াং, মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" * এই আপ্ত আর্য্যবাক্যের আদর

---

* 'ধর্ম্মস্য—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য মূলক সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মজ্ঞানস্য ; তত্ত্বং—যাথার্থ্যং গুহায়াং—প্রাকৃত মানবাগোচর শুদ্ধভক্ত সজ্জন প্রেমপর চিত্ত কন্দরে ; নিহিতং—নিক্ষিপ্তং লুক্কায়িতং। অতএব যেন সৎপথা মহাজনঃ—পূর্ব্বতনঃ ভগবৎ সেবক সজ্জনঃ ; গতঃ—প্রাপ্তঃ। যে যৎ সদাচার—সদ্ব্যবহারাদিকং অনুসৃতবান্ সঃ এবপন্থাঃ—আশ্রয়ণীয় বিশুদ্ধ বিবস্ত বর্ত্মঃ।'

'মহাজন' শব্দের সাধারণ অর্থ—মহদ্ব্যক্তি, সজ্জন, সাধুজন। উত্তমর্ণ বা ধনীদিগকে, স্মার্ত্ত জড়কর্ম্মমার্গে জৈমিন প্রভৃতিকে বা শুষ্ক জ্ঞানমার্গে যে, পাতঞ্জল ইত্যাদিকে মহাজন বলা হইয়া থাকে, এই স্থানের 'মহাজন' অর্থ,—সে সকলের কিছুই নয় ;—ইহা শুদ্ধ সত্ত্ব শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীপদ্মপুরাণ এবং শ্রীল গোস্বামীপাদ প্রচারিত গ্রন্থসম্মত এবং বিশুদ্ধ বৈষ্ণবজগতের সাদর পরিগৃহীত মহাজন অর্থে ব্যবহৃত। ইন্দ্রিয়াসক্ত,—বিষয়বিষ্ঠা বিলিপ্ত বা ভবরোগগ্রস্থ জড়বুদ্ধি—জড়ধর্ম্মী সকাম কর্ম্মী মানবেরা যথার্থ মহাজন কে বুঝিতে পারে না—চিনিতে পারেনা। যেহেতু ভোগপরায়ণ জনের বুদ্ধি নিয়ত ভ্রমপ্রমাদ প্রভৃতি দোষদূষিত কামকর্ম্ম কলুষিত। ফলে—খাঁটি মহাজন চিনিতে না পারিলে,—ধরিতে না পারিলে, গোড়ায় গলদ,—পণ্ডিতের ঠাকুর আমার শ্রীগোসায়। প্রমাদ এবং সদ্‌গুরুতে অবসাদ, অনিবার্য্য বা অবশ্যম্ভাবী। অর্থাৎ ভগবদ্ভজন বিষয়ে মানবের যাবতীয় চেষ্টা—বিফলে পরিণত হয়। খাঁটী মহাজন নির্ণয় সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের (মধ্যঃ ২৫শে পরিঃ) ভাবার্থ,—এই পুস্তকের ১৯শ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত হইয়াছে। শ্রীশিব, স্বয়ম্ভু এবং শ্রীনারদ প্রভৃতি দ্বাদশটী মহাজনের কথা শ্রীভাগবতে (৬।৩।১৯—২১) জ্ঞাত হওয়া যায়। উপস্থিত

করেন,—অনুকরণ না করিয়া,—বাস্তবিকই **অনুসরণ করেন** এবং অচিরেই চিরশান্তির সুশীতল ছায়া প্রাপ্ত হন।

ভাই 'আসা-যাওয়া'র পাঠক সজ্জন! এই—প্রেমানন্দ-প্রদেশের মায়া-পরিতাপ বিহীন শান্তি কুশলের, নিত্যসুখ সদন প্রাপ্তির সদুপায় মাত্র দুইটী;—প্রথমটী **সৎসঙ্গ** আর দ্বিতীয়টী **সদ্‌গুরু আশ্রয়**। অর্থাৎ প্রেমানন্দপ্রাণ সাম্প্রদায়িক শ্রীবৈষ্ণবগুরুকৃপালব্ধ কৃষ্ণভক্তি—কৃষ্ণসেবা। শ্রীল কবিরাজগোস্বামীর লেখনীমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন;—

সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
'লব' মাত্র সাধুসঙ্গ—সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২শ পঃ শ্রীভাঃ ১।১৮।১৩)

কলিযুগে শ্রীহরিভক্তি প্রচারক শুদ্ধ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পূজ্যপাদ **শ্রীল রামানুজ** প্রভৃতি আচার্য্য চারিটী 'পূর্ব্বমহাজন।' **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণানুগত গৌড়ীয়েশ্বর সম্প্রদায়ের মূল মহাজন শ্রীল শ্রীস্বরূপ দামোদর এবং শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত প্রীতিভাজন শ্রীলরূপ, সনাতন প্রভৃতি বা তৎপদানুগত পূজনীয় সদ্ব্যক্তিবর্গ।** পাঠক! মহাজন তত্ত্ব বহু বিস্তৃত,—লিখিতে গেলে ছোট খাট একখানি পুস্তকে পরিণত হইয়া থাকে। আমার স্থানাভাব—সময়াভাব। পাঠক মহাশয়েরা "শ্রীগৌড়ীয় পত্র ৪ বর্ষ ৯ম সংখ্যা" অথবা শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য তৃতীয় সংস্করণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অবলোকন করিবেন। **"অয়ং পন্থা অনুবিত্তো পুরাণো অতো দেবা উদজায়ন্তে বিশ্বে।"** এই বৈদিক সূত্র বলিতেছেন;—

সজ্জনের গমন পথের অনুসরণ করিবে—ভগবদ্‌ভজন পথ ধরিবে। ইহাদ্বারা মহাজারতীয় প্রমাণ পুষ্টিকৃত হইলেন নিশ্চয়।

"কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান।
ভক্তি মুখ নিরীক্ষক কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান ॥
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে বল ॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যলীঃ ২২শঃ পরিঃ)—

মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাক্যে,—পাঠকবর্গ এখন বেশ বুঝিতে পারিলেন;—কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ ইত্যাদি হইতে ভক্তিযোগ বা কৃষ্ণদাসত্ব অর্থাৎ "ভগবৎ সেবা"ধর্ম্মই পরম শ্রেয়—পরম শ্রেষ্ঠ। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে,—মানব জীবের অবশ্য কর্ত্তব্য,—শ্রীকৃষ্ণদাসত্ব পাইবার সুগম—সদুপায় কি? ইহার সদুত্তর এই;—সদ্‌গুরুনিষ্ঠা, স্বধর্ম্মে শ্রদ্ধা, শ্রীতারকব্রহ্ম হরিনাম 'সঙ্কীর্ত্তন' দ্বারা অনর্থ নিবৃত্তি এবং শ্রীগোবিন্দ-চরণাব্জে "শরণাপত্তি" * অর্থাৎ "আমি তোমার হইলাম",—বলিয়া ব্যাকুলপ্রাণে, শ্রীগোবিন্দকে নিয়ত নিবেদন করা।

* শরণাপত্তি—"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" ইত্যাদি (গীতা ১৮।৬৬)।
"মামেকমেব শরণমাত্মানাং সর্ব্বদেহিনাম্।" ইত্যাদি (ভাঃ ১২।১৪ ১৫)।

"মদ্ভক্ত্যৈব বা সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ় বিশ্বাসেন বিধি কৈঙ্কর্য্যং হিত্বা মদেক শরণভব। এবং বর্ত্তমানঃ কর্ম্মত্যাগ নিমিত্তং পাপং স্যাদিতি মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীঃ। যদ্বা,—শরণাগতত্ব মাত্রেণ পরম ফল বিশেষরূপা ভক্তির্মে ন সিদ্ধেতি মা শুচঃ শরণাগতত্বস্যৈব পরম বিশ্বাসাত্মক ভক্তিবিশেষরূপত্বাদিতি দিক্। ইদঞ্চান্য লোক শিক্ষার্থ মেবার্জ্জুনমধিকৃত্যোক্তং ন তু তং প্রতি

'সঙ্কীর্ত্তন' বলিতে অভিনব অলৌকিক ব্যাখ্যা মহামন্ত্র জপ বলিয়া; আমার 'আসা-যাওয়ার' ভক্তপাঠকদিগের কেহ যেন মনে না করেন। 'হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের' সরল ও বাস্তবিক অর্থ,—খোল করতাল বা

তথোপদেশঃ তস্য নরাবতারত্বেন পরম সখ্যাদিনা চ স্বত এব পরমভাগবতত্বাৎ॥"

"যস্মাদেবস্তুতো মদীয়জন প্রভাব স্তস্মাৎ।
ইত্যাদি (শ্রীহরিভঃ বিঃ ১১।৩৯২,৯৫।)"

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—হে অর্জ্জুন! তুমি সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার আশ্রয় গ্রহণ কর—আমার শরণ লও; আমি তোমাকে সমস্ত পাপ তাপ হইতে মুক্ত করিব, তুমি শোক করিও না—কোন সন্দেহ করিওনা॥ আবার তিনি শ্রীউদ্ধবকেও বলিয়াছেন;—হে প্রিয় উদ্ধব। তুমি শ্রুতি—স্মৃতি বিহিত কার্য্যকলাপ, প্রবৃত্তি—নিবৃত্তি এবং শ্রুতি—শ্রোতব্য বিষয় সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক, সর্ব্বদেহীর হৃদয়স্থিত পরমাত্ম স্বরূপ আমাকে সর্ব্বপ্রযত্নে আশ্রয় কর—আমার শরণ গ্রহণ কর। কারণ, তোমাকে তাহা হইলে আর কিছুতেই ভীত হইতে হবে না—পাপে তাপে কষ্ট পাইতে হবে না।

ধর্ম্মশব্দে—জাগতিক ধর্ম্ম, লৌকিক ধর্ম্ম, সামাজিক ধর্ম্ম, দৈহিক ধর্ম্ম, কৌলিক ধর্ম্ম, মানসিক ধর্ম্ম, জাতি ধর্ম্ম, বর্ণধর্ম্ম, গুণধর্ম্ম, বৃত্তি বা স্বভাবধর্ম্ম, দেশধর্ম্ম, জৈব ধর্ম্ম, কালধর্ম্ম, যুগধর্ম্ম, মনোবৃত্তি বা দয়াধর্ম্ম, সত্য ধর্ম্ম, অহিংসা পরম ধর্ম্ম, ক্রোধ বা হিংসা—হত্যারূপ অপকৃষ্ট ধর্ম্ম, সাধারণ ধর্ম্ম, বিশেষ ধর্ম্ম, সদাচার ধর্ম্ম, প্রেতাচার ধর্ম্ম ইত্যাদি। ফলে,—ধরতি লোকান্ ধ্রিয়তে পুণ্যাত্মাভিরিতি বা ধৃ—মন্ (আর্ত্তিস্তুস্রু প্রিতি। উণ ১।১৩৯) (প্রাঃ প্রয়োগ) বস্তুমাত্রং ধ্রিয়তে যেন, ধরতি বা যঃ স ধর্ম্মঃ (আঃ প্রয়োগ) ধৃ ধাতুর

করতালি দ্বারা শ্রীহরিনাম গান *। শ্রীনাম গানে সর্ব্বথা

অর্থ ধারণ;—মন্ প্রত্যয়ের অর্থ করণ বা কর্ত্তা। অর্থাৎ যাহা দ্বারা,—যে অলৌকিক শক্তি দ্বারা জগৎ ধৃত বা গৃহীত, তিনিই ধর্ম্ম—তিনিই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। মহাভারত (আনুশাঃ সহস্রনাম স্তব) তাঁহাকে ধর্ম্মী, ধর্ম্মযূপ, ধর্ম্মকৃৎ, সত্যধর্ম্মা এবং সত্যধর্ম্মপরায়ণ প্রভৃতি পবিত্র নামাবলি দ্বারা স্তুতি করিয়াছেন। ধর্ম্ম শব্দের,—শুভাদৃষ্টি, পুণ্য শ্রেয় ও সুকৃত ইত্যাদি সাধারণ নাম।

"যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ (কণাদ)।" "য এব শ্রেয়স্কর স এব ধর্ম্ম শব্দে নোচ্যতে।" (মীঃ দঃ ১।২ সূঃ ভঃ)। অর্থাৎ যাঁহা দ্বারা পরম শ্রেয় বা মানবাত্মা নিখিল মঙ্গল লাভ করে,—মহাজনোপদিষ্ট সাধন পথের পথিক হয় এবং পরমেশ্বর শ্রীগোবিন্দের প্রিয়—শ্রেষ্ঠজনে পরিণত হইতে পারে; তাঁহাই ধর্ম্ম; তাঁহাই পরম শ্রেয়,—তাঁহাই শ্রীগীতা ভাগবতোক্ত বিশেষ ধর্ম্ম, এবং তাঁহাই মানব জীবনের স্বকর্ত্তব্য—ধর্ম্ম,—কর্ম্ম। শ্রীভাগবত (১১।১৯।২৭) বলিতেছেন;—

"ধর্ম্মো মদ্ভক্তিকৃৎপ্রোক্তো জ্ঞানঞ্চৈকাত্ম্য দর্শনং।" (মদ্ভক্তি জনকঃ এবঃ ধর্ম্মঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বসম্মতঃ কথিতঃ। জ্ঞানং,—গুণেষু অসঙ্গঃ বৈরাগ্যং প্রোক্তং, অনিমাদয়ঃ ঐশ্বর্য্যং কথিতং।) অর্থাৎ সর্ব্বভূতে আমার বিদ্যমানতা,—সত্ত্বা এবং শ্রদ্ধায় ঐক্যতা অবলোকনের নাম দিব্য জ্ঞান এবং (মহাজনোপদিষ্ট বা সৎশাস্ত্র বর্ণিত) যাহা দ্বারা আমাতে শুদ্ধা-

* "নাম গানে সদারুচি লয় কৃষ্ণ নাম।"
(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যলীঃ ২৩শ পঃ)

ইহা দ্বারা ভগবন্নাম গানের পরম প্রধানতা প্রমাণিত হইল। সংকীর্ত্তন শব্দের মুখ্যার্থ—"শ্রীভুবনমঙ্গল হরিনাম (মৎপ্রকাশিত) সপ্তম প্রকরণ ৩০—৩১ পৃষ্ঠায় দেখিবেন।

অনর্থ * নিবৃত্তি ঘটিলে 'মহামন্ত্ররূপে শ্রীতারকব্রহ্ম হরিনাম জপে আসক্তি হয়,—সম্যগ্ অধিকার জন্মে অর্থাৎ শ্রীযশোদানন্দনে চিত্ত

ভক্তি জন্মে তাহাই ধর্ম্ম,—মানবজীবনের স্বকর্ত্তব্য (উদ্ধব মহাশয়ের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ)। তাই পাঠক মহাশয়!

"পাপময় কলিযুগ বলে সর্ব্বজন।
অধর্ম্ম প্রকট, ধর্ম্ম ক্ষীণ আচরণ॥
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন এই ধর্ম্ম তার।
এই পুন হরিনাম সর্ব্বধর্ম্ম সার॥
দান, ব্রত, তপ, হোম, জ্ঞান জপফল।
অনায়াসে সে মুক্তি দেই একনাম বল॥

---

* অনর্থ নিবৃত্তি—"অনর্থ নিবৃত্তিঃ পরমার্থে প্রবৃত্তৌ তু তদিতর বিষয় ভোগ নিবৃত্তিস্যাৎ (ভবতি)"। শ্রীগৌড়ীয়ানুভাষ্য শ্রীচৈতন্য চঃ মধ্যলীঃ ২৩পঃ ১৪—২৫ শ্লোক। অর্থাৎ পরমার্থ বিষয়ে প্রবৃত্তি আর সাধারণ বিষয়ে বীতস্পৃহা বা একান্ত ভোগ নিবৃত্তি। যথা (শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যলীঃ ২৩শ পঃ)—

"সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধন ভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥"

* * *

"কৃষ্ণ সম্বন্ধ বিনা কাল ব্যর্থ নাহি যায়।
ভুক্তি, সিদ্ধি, ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায়॥"

আবেশিত হয়। তাহা না হইলে,—জাপকের ভিতরে বাহিরে অথবা মালার আধারীর অন্তরে-বাহিরে কেবল,জড়বিষয় অনর্থ—অপদার্থেরই একটা পাকা বাসা বান্ধিয়া দেওয়া হয় মাত্র। ভাই পাঠক ! জপারাধনা বৈদিকযুগের,—সুতরাং বহুপ্রাচীন; সকলেই ইহা অল্পবিস্তর অবগত। মানবমাত্রের অবশ্যই মনে রাখা কর্ত্তব্য যে,—

যুগের স্বভাবে আর যুগধর্ম্ম কহি।
পাপময় কলিযুগে **পর ধর্ম্ম এহি**॥"

(শ্রীচৈঃ মঙ্গল সূঃ খঃ)

কলিকালে নাম বিনে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র মর্ম্ম॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১৭ পঃ)

"এই মন্ত্রে দ্বাপরে করে কৃষ্ণার্চ্চন।
কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন কলিযুগের ধর্ম্ম।
পীতবর্ণ ধরি তবে কৈল প্রবর্ত্তন।
প্রেমভক্তি দিল লোকে লঞা ভক্তগণ॥
ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করে ব্রজেন্দ্র নন্দন।
প্রেমে গায় নাচে লোক করে সঙ্কীর্ত্তন॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যলীঃ ২০শ পঃ)—

"কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তনধর্ম্ম—ইহা মান।
কলি-গোরা-অবতার কভু নহে আন॥"

(শ্রীচৈঃ মঃ সূঃ খণ্ড)—

"স বৈ পুংসাং পরধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে॥ ১॥"

ইত্যাদি—(শ্রীভাঃ ১।২।৬)

আমাদের রাধা ভাবে শ্রীগৌরহরি এবার সত্যাদি যুগের পরম পুরাতনী জপারাধনা শিক্ষা দিতে ধরাবক্ষে পদার্পণ করেন নাই, —তিনি শ্রীভাগবত * প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থ বর্ণিত

যাহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ভক্তি জন্মে,—শ্রীকৃষ্ণে—সর্ব্বেন্দ্রিয়ের আসক্তি জন্মে এবং একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্যই প্রাণে ব্যাকুলতা ঘটে;—তাহাই জীবের পরম ধর্ম্ম।। ১।। অর্থাৎ—

"এতাবনেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পর স্মৃতঃ।

ভক্তি যোগো ভগবতি তন্নাম গ্রহণাদিভিঃ॥ ১॥"

শ্রীকৃষ্ণনাম এবং শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা তাঁহার প্রতি যে নিষ্কাম,—নির্ম্মলা ভক্তি লাভ হয়, তাহাই জীবের পরম ধর্ম্ম বা মানব জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।। ২।।

"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মঃ নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।

শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥ ৩॥"

(হিতোপদেশ)—

অর্থাৎ মনুষ্যের (ভগবদুপাসনা) ধর্ম্মই একমাত্র ইষ্ট,—পরলোকের যথার্থ বান্ধব। যেহেতু মৃত্যুর পর ধর্ম্মই বাস্তবিক সঙ্গে সঙ্গে যায়, পারলৌকিক শান্তির পথ সুপ্রশস্ত করিয়া দেয় এবং নিত্য কুশলে রক্ষা করে। ভাইরে! আর কেহই সেই মহাপথের সাহায্য করে না,—বারেক ফিরেও চায় না।।৩।।

"নমো ধর্ম্মায় মহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে॥ ৪॥"

(ভাঃ ১২।১২।১)

* "ব্যক্ত করি, ভাগবতে কহে আর বার।

কলিযুগে ধর্ম্ম,—নাম সঙ্কীর্ত্তন সার॥ (আদি লীঃ ৩পঃ)

শ্রীতারকব্রহ্ম হরিনাম খোলা প্রাণে খোল করতালে সঙ্কীর্ত্তন শিক্ষা দিতে শুভাগমন করিয়াছিলেন নিশ্চয়। তাঁহার শ্রীমুখের বাক্য এই,—

"হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামরায়।
নাম সঙ্কীর্ত্তন কেলি পরম উপায়॥
সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন।
সেইত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
নাম সঙ্কীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্ব শুভোদয়, কৃষ্ণ প্রেমের উল্লাস॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্যলীঃ ২০শ পরিঃ)—

ভাই 'আসা-যাওয়া'র ভক্তপাঠক! শ্রীভাগবতের প্রকৃষ্ট-প্রমাণ,—পরম প্রেমাবতার,—ধন্য কলির যথার্থ শিক্ষাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর এই সমস্ত প্রত্যাদেশ অথবা আরাধনা সাম্রাজ্যের অজ্ঞাতপূর্ব্ব অমৃতোপদেশ; আপনাপন অন্তর্নিহিত সদ্ভাব প্রকোষ্ঠে অবিরত পোষণ—পরিসিঞ্চন, পরিবর্দ্ধন করিতে হইবে। যেহেতু শ্রীভগবদ্ পদসেবা শান্তিমধুর পরমানন্দ মহামুক্তি শ্রীকৃষ্ণদাস্য অর্পণ করিতে, একমাত্র শ্রীহরেকৃষ্ণ ইত্যাদি তারকব্রহ্ম নাম সঙ্কীর্ত্তনই সুসমর্থ। শাস্ত্র বলেন;—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।৫।২৯) উদ্ধৃত শ্রীচৈঃ চঃ আদি ৩পঃ, মধ্য ৬পঃ ১১পঃ, ২০পঃ এবং অন্ত্যলীঃ ২০শঃ পরিচ্ছেদ।

"নাম্না হি লভ্যতে ভক্তি র্ভক্ত্যাঃ প্রেম হি লভ্যতে।
প্রেম্না তু লভ্যতে কৃষ্ণস্ততো নাম্নঃ পরং ন হি ॥৩১॥"

(শ্রীহরিনামাষ্টকে ১ম শ্লোঃ)—

শ্রীহরিনাম শ্রবণ সঙ্কীর্ত্তনে শুদ্ধা ভক্তি লাভ হয়, ভক্তির একান্ত সাধনে প্রেমভক্তি এবং প্রেমানন্দরাগময়ী ভক্তির কৃপায় শ্রীগোবিন্দ পদারবিন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধন আর কিছুই নাই ॥ ৩১ ॥ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে (অন্ত্যলীঃ ৪র্থ পঃ) ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণ,—কৃষ্ণপ্রেমা দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
তারমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥"

সুতরাং ভাই 'আসা-যাওয়া'র ভক্ত পাঠক! 'শ্রীহরিনাম' *

---

* 'শ্রীহরিনাম'—হরিনাম বলিতে ষোলনাম বত্রিশাক্ষর "হরেকৃষ্ণেত্যাদি যুগধর্ম্ম শ্রীতারকব্রহ্ম হরিনামকে বুঝিতে হইবে। বেদগর্ভ ভগবান্ ব্রহ্মা-বিরচিত এবং শ্রীব্যাস,—শঙ্কর প্রভৃতি অনুমোদিত —সঙ্কীর্ত্তিত; এই শ্রীতারকব্রহ্ম হরিনাম শ্রবণ কীর্ত্তন করাই সর্ব্বসম্মত,, অতএব অবশ্যকর্ত্তব্য। ভগবন্নাম সমূহে ভগবচ্ছক্তি নিহিত থাকিলেও আপ্ত—আর্য্য,—অকল্প—আবহমান প্রসিদ্ধ পরম পূজ্যতম অমর্ত্ত্য—অমরেন্দ্র—আরাধ্য শ্রীব্যাস, শ্রীশঙ্কর ও শ্রীব্রহ্মা বিরচিত—শ্রীতারক-ব্রহ্ম নাম থাকা সত্ত্বে,—জন্মমরণধর্ম্ম অনাপ্ত পন্থী মর্ত্ত্য—মানব রচিত হরিনাম শ্রবণ কীর্ত্তন আরাধনার আবার

শ্রবণ কীর্ত্তন * ব্যতিরেকে কলিযুগে ভগবৎ কৃপা-লাভের অথবা অপার ভবসাগর পারের আর উপায় নাই। শ্রীবৃহন্নারদীয় পুরাণোদ্ধৃত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আদিঃ সপ্তমঃ, সপ্তদশ ও মধ্যলীলা ৬ পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে,—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
গতিরন্যথা॥ ৩২॥"†

"হরিনাম হরিনাম হরিনাম সার।
কলিকালে নাম বিনে গতি নাহি আর॥"

(শ্রীহরিনামামৃতোদ্ধৃত শ্রীভুবনমঙ্গল হরিনাম ২প্রঃ)—

"সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে তাঁরে ভজে, সেই ধন্য॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ আ লীঃ ৩ পঃ)—

আবশ্যক কি? তবে প্রাণে পিপাসা হু হু বাড়িয়া গেলে,—খোল করতালে নাম সঙ্কীর্ত্তনের সুবিধা না ঘটিলে; অল্প সময় মাত্র মানুষ রচিত নামগান শ্রবণপুটে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

* কীর্ত্তন শব্দটী এখানে খোলকরতালাদি যন্ত্রযোগে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে বহুজন মিলিত শ্রীতারকব্রহ্ম নাম গান—অভিনব, অপূর্ব্ব, অলৌকিক, ব্যাখ্যা বার্ত্তিকের আধারী মণিচিত্রিকা—আরাধনা নয়।

† শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীঃ ১৭শ পরিচ্ছেদে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী কৃত,—"কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার"। ইত্যাদি ৪টী পয়ারে ইঁহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেখিবেন।

মহাপ্রভুও শ্রীমুখে,—প্রকাশানন্দ সরস্বতী মহাশয়কে বলিয়া-ান ;—

"নাম বিনু কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্র সার নাম,—এই শাস্ত্র মর্ম্ম ॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ আদিঃ ৭ম পরিঃ)—

শ্রীতারকব্রহ্ম নাম শ্রবণ সঙ্কীর্ত্তনে অর্থাৎ খোলাপ্রাণ মুক্তকণ্ঠে, বহুজন মিলিত খোল-করতাল প্রভৃতি যন্ত্রযোগে গাহিলে অথবা গানে অশক্ত অচঞ্চল মনে, শ্রবণ বা স্মরণ করিলে,—দেহ পবিত্র, চিত্তশুদ্ধ, হৃদয় নির্ম্মল এবং ইন্দ্রিয় সকলের স্থিরতা জন্মে। ঈদৃশ বিশুদ্ধ—স্বচ্ছ—সুনির্ম্মল চিত্তে,—'প্রয়োজন-তত্ত্ব' শ্রীকৃষ্ণ প্রেম প্রকাশ পাইয়া থাকে। ভাই আসা যাওয়ার পাঠক মহোদয়গণ! বেশী বলিবার আর আবশ্যক কি? যেই প্রেম, সেই প্রেমময় দয়ার ঠাকুর শ্রীগৌর গোবিন্দ।

এই ভগবৎ প্রেম নিত্যসিদ্ধ বস্তু,—সুতরাং সদাচার, সদ্গুরু সেবা, ভগবন্নিষ্ঠা এবং অপরাধ বর্জ্জিত শ্রীতারকব্রহ্ম হরিনাম শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা বিশুদ্ধচিত্তে,—ইহার উদ্গম হয়। যথা—

"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয় ॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যলীঃ ২২শ পঃ মহাপ্রভু বাক্য)—

ফলতঃ মানব হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম—কৃষ্ণ অনুরাগ—শ্রীকৃষ্ণাসক্তি

অল্প বিস্তর * নিহিত আছে। স্বধর্ম্ম বিবেক † এবং 'নিত্যসিদ্ধ'—নিত্যানন্দ **শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের পবিত্র বীজাণু,** স্বতঃ - স্বাভাবিক—চিত্তক্ষেত্রে বিদ্যমানতা জন্য মানব জন্ম দুর্ল্লভ মানবদেহ ধন্য—এবং এই কারণেই **মানব শরীরে ভগবল্লীলা খেলা** ‡। মানব হৃদয় হৃষীকেশ কৃষ্ণকে স্বতই চাহে, কিন্তু পায় না। কেন পায় না,—তাহার কারণ,—ধারা বাহিক বহু জন্মের কুসঙ্গ, - কুকর্ম্ম,—কুসংস্কার; অথবা কামিনী—কনকে গাঢ় আসক্তি—একান্ত অভিনিবেশ। ভগবদ্দাসত্ব বিহীন মাদৃশ মূর্খ মানব জীব বাস্তবিকই মায়াপিশাচীর **খেলার ক্রীড়া মৃগ,—পোষা বাঁদর;** ঘুম পাড়িলেও অব্যাহতি নাই,—লেজটা বা-হাতে ধ'রেই আছে ¶; সুতরাং সৎপ্রসঙ্গ

* মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, মনীষ মহাজনে ভক্তির ন্যায় হরিভক্তিও মানবচিত্তে স্বতঃসিদ্ধ—স্বয়ং বা অপ্রয়োজন প্রমাণ। তবে দেশ কাল পাত্রানুযায়ী শিক্ষা সৎসঙ্গ অনুযায়ী কম বেশী মাত্র। কিন্তু আছেন,—মানব হৃদয়মাত্রেই।

† "ধর্ম্মেণ (১) তেষামধিক বিশেষ, ধর্ম্মেণ হীনা পশুভিঃ সমানাঃ।"
(উত্তরগীঃ ২।৪১)

‡ "কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নব-কিশোর নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যলীঃ ২১শ পরিঃ)—

¶ "মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান।
কৃপাতে করিল কৃষ্ণ বেদ—পুরাণ॥

(১) ধর্ম্মেণ,—ভগবত্তোষণপর—নিষ্কাম সেবাব্রতেন।

শুনিবার—সৎসঙ্গ খুঁজিবার অথবা গোবিন্দের দিকে চাহিবার অবকাশ ঘটিবে কেমনে? হায়! মায়া-পিশাচীর বিষয় বিষ্ঠার বিরাট বোঝা বহন ব্যাপারেই দিবারাত্র অষ্ট প্রহর

শাস্ত্র, গুরু, আত্মা রূপে, আপনা জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু—ত্রাতা', জীবের হয় জ্ঞান॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যলীঃ ২০ পরিঃ)—

"কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ দোষ মায়া হৈতে হয়।
'কৃষ্ণোন্মুখভক্তি' হৈতে—মায়া মুক্ত হয়॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যলীঃ ২৪ পরিঃ)—

তথাহি (ভাঃ ১১।২।৩৫)—"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিরিত্যাদি।" অর্থাৎ ভগবদ্বিমুখস্য জনস্য তস্য মায়য়া স্বরূপাস্ফুর্ত্তিঃ,—দেহাত্মজ্ঞানং ততো দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ—দ্বিতীয়ে ঈশ্বরাদন্যস্মিন্ বিষয়ে অভিনিবেশঃ—দৃঢ় মনোযোগস্তস্মাৎ অন্য-দেব (শ্রীকৃষ্ণেতর) সংস্মরণাদিত্যর্থঃ 'ভয়ং' ভবতি এবং হি প্রসিদ্ধং লৌকিকীষপি মায়াসু। অস্মাদ্ধেতোঃ বুদ্ধিমান্ জনঃ একয়া (একমাত্র) অব্যভিচারিণ্যা (হেতুশূন্যা) ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্ব্বক) তং ভগবন্তং (শ্রীকৃষ্ণং) আভজেৎ (ভজন করিবে)। কথম্ভুতঃ বুধঃ পণ্ডিতঃ গুরুরেব দেবতা ঈশ্বরস্তস্যাং আত্মা যস্য তথার্পিত মানসঃ সন্নিত্যর্থঃ॥"

অর্থাৎ ভগবদ্বিমুখ মানবজীবের মায়া বশতঃ স্বরূপের বিস্মৃতি ঘটে এবং তজ্জন্য অনিত্য দেহে আত্মাভিমান উপস্থিত হয়। দ্বিতীয় বস্তু (ভগবান্ ব্যতীত) যে দেহেন্দ্রিয়াদি তাহাতে অভিনিবেশ (ঐকান্তিক ভালবাসা) হইলেই নানাপ্রকার ভয় জন্মে। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি শ্রীগুরুকে

কাটিয়া যায়। তাই মাদৃশ দুর্ভাগ্য মানুষ পশু,—কৃপা-পর **শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিবে কি?** নিজের দিকে,—সেই চরম মহাকালের দিকেও ত ভুলক্রমে একবার চাহিতে পারে না—ক্ষণিক চিন্তা করিতে পারে না। উল্লেখ—অযোগ্য দুস্থ—দুরদৃষ্ট চাকর জীবনের কথাটা পরিত্যাগপূর্ব্বক, রাজা রায়বাহাদুর ধনী জমিদারদিগের পুত্র—পৌত্রগণের দিকে চাহিলে দুঃখে-ক্ষোভে একেবারে অবাক হইতে হয়! কেননা তাঁহাদের বেশ, সময় থাকিতেও সেইটী কেবল **অনৈসর্গিক, তাস-পাশা**—পশুশিকার বা তামসিক গান বাদ্যাদি ব্যসন,—ভোগ বিলাসের একটানা স্রোতের ভিতর দিয়া নিস্ফলে চলিয়া যায়। চরম দিনের কথা,—**ভবসিন্ধু পারের কথাটা একবারও মনে পড়ে না**;—শান্তিনিকেতন শ্রীকৃষ্ণের অপার করুণার কথা—নিমিষমাত্র সময়ের জন্তও চিত্তে জাগে না,—প্রাণে আসেনা বা জ্ঞানে বিষয় করে না।

'আসা-যাওয়া'র পাঠক বর্গের সমীপে আবারও একটী নিবেদন এই যে,—এরূপ কোনই সাধন আরাধনা, এই কলুষ—কলিযুগে দেখা যায় না যে, শ্রীতারকব্রহ্ম হরিনাম শ্রবণ-সঙ্কীর্ত্তন ছাড়া সেই 'নিত্যসিদ্ধ' কৃষ্ণপ্রেম বা **প্রেমানন্দ দাস্য** মানবচিত্তে,—মানবের সচঞ্চল মনে প্রকাশ পাইতে পারে। ভগবন্নাম শ্রবণ সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা চিত্তদর্পণের বিষয় মলিনতা বিদূরীত হইলে,—ভগবদ্বহির্ম্মুখ কুয়াসা কাটিলে দুর্দ্দমনিয়া-মায়াপিশাচী পালায় এবং এতৎপর মনুষ্য জীবনের পরম প্রয়োজন **"নিত্যসিদ্ধ"**

দেবতাবুদ্ধি এবং আত্মবুদ্ধি স্থাপনপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তিযোগে, শ্রীগোবিন্দ ভজনে চিত্তার্পণ করিবেন।

সুপবিত্র কৃষ্ণপ্রেম প্রকাশ পায়। নিবেদন করিতেছি,—ভাই 'আসা-যাওয়া'র পাঠক মহাশয়! সেই প্রেমসহ প্রেমানন্দ রসরাজ,—ব্রজনাগর বর শ্রীশ্রীকৃষ্ণ,—অপ্রাকৃত নবঘন নবীন মদন সুন্দর রূপে সেই নির্ম্মল,—নির্ম্মৎসর-চিত্ত নিকুঞ্জে—প্রেমানন্দের সহিত দেখা দিয়া থাকেন। তাই, প্রেমানন্দ সেবা পরাৎপর পরম শিক্ষাগুরু—কলিযুগের যুগধর্ম্ম শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তক;—পরমপিতা প্রাতঃস্মরণীয় পুরন্দর মিশ্রপুত্র শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন;—

"সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম॥
কৃষ্ণ প্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥" *

(শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্যালীঃ ২০শ পরিঃ)—

---

* "সাধুসঙ্গ (১) নাম সঙ্কীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ, এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্পসঙ্গ॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যঃ ২২ পরিঃ)—

"তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্যালীঃ ৪র্থ পঃ)—

(১) "মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু—সংসার না যায় ক্ষয়॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যঃ ২২শ পরিঃ)-

শ্রীমদ্ভাগবত (৬।৩।২২) বলিয়াছেন ;—

"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগ ভগবতি তন্নাম গ্রহণাভিঃ ॥ ৩৩ ॥"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অমোঘ, পবিত্র বীর্য্য হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি শ্রীনামাবলি এবং সুবিশুদ্ধা-লীলা-মাধুরী শ্রবণ সঙ্কীর্ত্তনাদি দ্বারা তাঁহার প্রতি যে হেতুশূন্যা-ভক্তি লাভ হয়, ইহলোকে মানব জীবের পক্ষে তাহাই পরম ধর্ম্ম অর্থাৎ ভগবৎ প্রাপ্তির উত্তম অবলম্বন ॥ ৩৩ ॥ ভাই 'আসা-যাওয়া'র পাঠক !

"দেহ দেহী নাম নামী কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম নাম, দেহ, স্বরূপ বিভেদ ॥
অতএব কৃষ্ণের নাম—দেহ বিলাস।
প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে,—'হয় স্বপ্রকাশ ॥'
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণ লীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম, সব চিদানন্দ ॥

(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যলীঃ ১৭শ পরিঃ)—

গৌরভক্ত পাঠকবর্গের নিকট আমার প্রাণের নিবেদন এই যে,—সত্য, ত্রেতা প্রভৃতি অতীত অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত আর্য্য ভারত,—জ্ঞান, কর্ম্ম এবং 'হঠযোগ' * ইত্যাদি আলোচনা

* হঠযোগে—'হঠেন বলাৎকারেণ যোগঃ।' উপস্থিত প্রাকৃত সহজিয়া মতাবলম্বী দিগের, ভোক্তা শ্রীগোবিন্দে যে, ভোগ্য বুদ্ধি,—আমাদের মনে হয়, তাহা ই অতীত কালের "বলাৎকারেণ যোগঃ—হঠযোগঃ।" অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি সাম্রাজ্যে হঠকারিতা—স্বেচ্ছাচারিতা। কিন্তু ভাই পাঠক ! শ্রীচৈঃ চঃ আদির ষষ্ঠে,—পরিষ্কার বর্ণিত আছে,—

—আরাধনার গাঢ় অন্ধকারে দিশেহারা,—নিজকে নিজেহারা হইয়া গিয়াছিল,—পৃথিবী মাতার প্রাণের আনন্দ পুতুল, দেবতা-প্রিয়, **শ্রীমান্ মানবজীব**, ভব—শিবারাধ্য 'শ্রীকৃষ্ণদাসত্ব'; বিস্মৃতির বিতলে বিসর্জ্জন দিয়াছিল। অনন্ত—অসংখ্য অবতার বা অজ্ঞাত—অপরিসীম কাল প্রবাহের অভ্যন্তর দিয়া ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু বহু কলেবর গ্রহণ করিলেন,—ধরা মাতার আর্ত্তি নাশিলেন;—তাঁহার প্রিয় পুত্র দিগকে প্রাণাদরে কত ই ভাল বাসিলেন,—কতই না ভীষণ—বিভীষণ বিপদাপদে রক্ষা করিলেন; কিন্তু '**চিরপ্রভু**' শ্রীকৃষ্ণের সহিত,—'নিত্যসেবক'—মানব জীবের **খাঁটি দাসত্ব** স্থাপনের জন্য সেরূপ মনোযোগ করিলেন কৈ? তাই,—উপস্থিত "এই কলিযুগে" * পরতত্ত্ব যশোদাজীবন শ্রীকৃষ্ণ; ভক্তভাবে,—শ্রীজগন্নাথ মিশ্র-পুত্ররূপে গঙ্গাতট শ্রীনবদ্বীপ-ধামে সপার্ষদে অবতীর্ণ হইয়া,—"**যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন**"—প্রেমানন্দ-প্রবাহে, জগৎ প্লাবিত করিয়াছিলেন।

অহো কি আনন্দ! 'শুদ্ধ ভক্ত',—যথার্থ প্রেমানুরাগীর আদর্শ

"কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস।
যে না মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ॥"

* এই কলিযুগে,—

"অষ্টাবিংশ কলি, সৌভাগ্য সকলি,
গৌরাঙ্গ প্রকট যাহে।
গৌরাঙ্গ ভজনে, কৃষ্ণ উপাসনে,
প্রেম লভ ভাই তাহে॥"

(শ্রীচৈঃ চন্দ্রামৃত ৩১শ শ্লোঃ গৌড়ীয় ভাষ্য)—

দেখাইতে এবার—ভক্তের ভগবান নিজেই ভক্ত সাজিলেন,—স্বতন্ত্র ভগবত্তার ভিতর দিয়া চির-কিঙ্কর মানব-জীবের কর্ত্তব্য ধর্ম্ম-কর্ম্ম, '**নিজে আচরিলেন***' ; অহো কি নিত্য-সুখানন্দ !! নিত্য-জীবের নিত্য—সত্য, সেব্য—সেবানন্দ নিখিল শান্তিসুখ নিজে আস্বাদিয়া, সুচিরকাঙ্গাল জীব-জগৎকে অকাতরে সেই পরমামৃত মহা-প্রসাদ বিতরণ করিলেন ; অর্থাৎ জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে,অভূতপূর্ব্ব সত্য—সৎপ্রেম প্রচার করিলেন। জীবজগৎ কোন যুগে, এরূপ কিছু আর পাইয়াছে কি ? তাই,নিবেদন করিতেছি ;—হ্লাদিনীশক্তি,—**রাধাভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ এবার** মানুষের গায়ে গা মিশাইয়া—মন-প্রাণ মিলাইয়া বহু মানুষ লইয়া খোলা মাঠে, খোলা প্রাণে,—খোল করতালে নিজের হরিনাম নিজে গাহিলেন,—ব্রজপ্রেমের সুধা তরঙ্গে আনন্দ-মধুর নাচিলেন,—প্রেমদাতা পরাৎপর শিক্ষাগুরু **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র** এবার, কলহপ্রিয় কলিকে, —কলুষ চিত্ত কলির জীবকে, ধন্য করিলেন এবং অতীত অসংখ্য যুগের অজ্ঞাত,—অপূর্ব্ব—অলৌকিক **শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন**-রূপ নিশ্রেয় সত্ত্বা-প্রভাবে, মানব জীবকে ভগবদ্দাস্য প্রেমানন্দ শিক্ষা দিলেন,—**মানবে ভগবানে চিরস্থায়ী সেব্য—সেবকত্ব সংস্থাপন করিলেন** †।

ভাই 'আসা-যাওয়া'র বিজ্ঞ পাঠক ! কলিহত,—কলুষচিত্ত

---

* "আপনি করিমু ভক্ত ভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ভক্তি—শিখামু সবারে॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৩ পঃ)—

† "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।" যথা—
"গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥" ইত্যাদি।

মানব জীবের একমাত্র যথার্থ বান্ধব আমার প্রাণের পরাৎপর পরম প্রাণ **শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পরমেশ্বরত্ব**,—পরম মহত্ব অথবা পরম কৃপা-পরত্বের কিঞ্চিন্মাত্র প্রকাশ করিবার প্রাজ্ঞতা বা ভাব-ভক্তির ভাষা-লালিত্য মাদৃশ পাপাত্মার নাই। অথচ আমি যেন কি এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব আনন্দ প্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছি,—অবশ অবস্থায় কি এক অজ্ঞাত প্রদেশে একটানা চলিয়া যাইতেছি, —প্রণান,—ধন্যবাদের উপযুক্ত কিছুই এখন আমার লেখনীমুখে আসিতেছে না। আমার **'রাধাভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের'** স্বতঃপবিত্র মহা-মাহাত্ম্য,—আমার জড়চিত্ত —অল্পবুদ্ধি অপূর্ণ-বিবেক, যে কথাটী দ্বারা,—এই স্থানে তাহা প্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত—ব্যাকুল হইয়াছে,—অবিচার্য্য,—অসাবধানে আমি তাহাই বলিব—এবং তাহাতেই নিজকে নিজে পরিতৃপ্ত বলিয়া মনে করিব। বিষয় বিমুক্ত, সুবিজ্ঞ—বিশুদ্ধ ভক্ত মহোদয় গণের চিত্তেও ইহা দ্বারা কোন বিরক্তি বা অপরিতৃপ্তির কারণ হইবেনা আশা করিতেছি। ভাই গৌরভক্ত—গৌরচিত্ত পাঠক! আমার প্রাণের ঠাকুর শ্রীরাধাভাবে গৌরবিশ্বম্ভর, —

"শেষ লীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
শ্রীকৃষ্ণ জানা'য়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য॥"

* * * *

বাহু তুলি,—হরি বলি প্রেম দৃষ্টে চায়।
করিয়া কল্মষ নাশ প্রেমেতে ভাসায়॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ আদি: ৩ পঃ)

"শ্রীরাধার ভাব সার, আপনে করি অঙ্গীকার,
সেই তিন বস্তু আস্বাদিল॥

আপনে করি আস্বাদনে, শিক্ষাইল ভক্তগণে,
প্রেম চিন্তামণির প্রভু ধনী।
নাহি জানে স্থানাস্থান, যারে তারে কৈল দান,
মহাপ্রভু দাতা শিরোমণি॥
এই গুপ্ত ভাবসিন্ধু, ব্রহ্মা না পায় একবিন্দু,
হেন ধন বিলাইল সংসারে।
ঐছে দয়াল অবতার, ঐছে দাতা নাহি আর,
গুণ কেহ নারে বর্ণিবারে॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ লীঃ ২য় পঃ)

কি নিত্যানন্দ উৎস ভাই 'আসা-যাওয়া'র প্রেম পণ্ডিত পাঠক-বৃন্দ! **শ্রীতারকব্রহ্ম হরিনাম** অনপরাধে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, মহামন্ত্ররূপে বিধি-পূর্ব্বক জপন * সাদরে শ্রীকৃষ্ণে,—দাসত্ব সংস্থাপন এবং শরণ গ্রহণ পূর্ব্বক, সময় অতিবাহিত করিতে পারিলে, অচিরে—অল্পায়াসে ই সেই বিধি বিহিত **দাস্যপ্রেমে**, আর প্রেম পবিত্র দাস্যে,—সখ্য এবং বাৎসল্য প্রেম ইত্যাদিতে, উন্নীত হইয়া থাকে। এতাদৃশী প্রেমভক্তি প্রাপ্তি বিষয়ে, আমার প্রাণের মহাপ্রভু শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র, নিজে আস্বাদনপূর্ব্বক, সেই ভুক্তাবশিষ্ট **মহাপ্রসাদ কণিকা**,—পূজ্যপাদ শ্রী ল কবিরাজ গোস্বামী-পাদের শ্রীমতী লেখনীমুখে ভক্তজগতে এইরূপে বিতরণ করিতেছেন; যথা,—

* সদাচারযুক্ত জপ পদ্ধতি অনুসরণ এবং প্রণবপুটিত চতুস্ত্রিংশদক্ষর অথবা স্ব-সম্প্রদায় অভিমত শ্রীতারকব্রহ্ম হরিনাম, মহামন্ত্ররূপে, সংযতভাবে জপারাধনার নাম **"বিধিপূর্ব্বক জপ"**।

"অয়ি নন্দতনুজ ! কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত ধূলিসদৃশং বিচিন্তয় ॥ ৩৪ ॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্যলীঃ ২০ পঃ শিক্ষাষ্টকে ৫ম শ্লোঃ)—

হে শ্রীনন্দনন্দন ! তোমার এই অজ্ঞাধম দাস, দুর্গম—দুরবগাহ ভব-সাগরে পড়িয়া বড় দুঃখ পাইতেছে ; নিজ গুণে কৃপা করিয়া তব পাদ-পঙ্কজ সংলগ্ন ধূলিকণার মত মনে কর প্রভো ! ॥৩৪॥

"তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া ।
পড়িয়াছি ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ * হৈয়া ॥
কৃপা করি কর মোরে পদধূলি সম ।
তোমার সেবক, করোঁ—তোমার সেবন ॥
পুনঃ অতি উৎকণ্ঠা দৈন্য হইল উদ্গম ।
কৃষ্ণ ঠাঁই' মাগে প্রেম নাম সঙ্কীর্ত্তন ॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ২০শ পঃ)—

"নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা ।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥৩৫॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্যলীঃ ২০শ পঃ শিক্ষাষ্টকে ৬ শ্লোঃ)—

প্রভুহে ! তোমার শ্রীনামাবলি গান করিতে করিতে কবে আমার চক্ষু দিয়া অবিরত অশ্রুধারা গলিয়া পড়িবে, মুখে বাক্য রোধ হইয়া আসিবে এবং শরীর পুলক-রোমাঞ্চিত হইবে ? ॥ ৩৫ ॥

---

* বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ,—মুখ্য সম্বন্ধ ।
তাঁর জ্ঞানে,—আনুষঙ্গে যায় মায়াবন্ধ ॥

(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যলীঃ ২০শ পরিঃ)—

"প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥
রসান্তরাবেশ হৈল বিয়োগ স্ফুরণ।
উদ্বেগ, বিষাদ, দৈন্য করে প্রলাপন ॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ২০শ পঃ)—

"যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎসর্ব্বং গোবিন্দ বিরহেণ মে ॥ ৩৬ ॥"

(শিক্ষাষ্টকে ৭ম শ্লোঃ)—

হায়! শ্রীগোবিন্দ বিরহে আমার মূহূর্ত্তকাল যুগ যুগান্তরের মত মনে হইতেছে; চক্ষুদিয়া বর্ষাকালের বারিধারার ন্যায় অশ্রু বহির্গত হইতেছে এবং আমার কাছে সমস্ত জগৎ যেন শূন্যময় বোধ হইতেছে ॥ ৩৬ ॥

"উদ্বেগে দিবস না যায় 'ক্ষণ' হৈল যুগ সম।
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রুবর্ষে দু নয়ন ॥
গোবিন্দ বিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন।"

(শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্যালীঃ ২০শ পরিঃ)—

অহো কি অবর্ণনীয় অপূর্ব্ব আনন্দ,—ভাই 'আসা-যাওয়া'র কৃষ্ণ-প্রেমিক ভক্ত পাঠক! জীবে দয়ার এমন প্রেমের ঠাকুর,—পাপী—পতিতের এমন প্রাণের দেবতা,—প্রেম-সুখানন্দের এরূপ কল্প-পাদপ এবং এই প্রকার পরম পরাৎপর শিক্ষাগুরু; কেহ কোন কালে, দেখিতে—কি, শুনিতে পাইয়াছেন কি ভাই? আমি ত প্রাণান্ত—আজীবন খুঁজিয়া—সজ্জন সন্নিধানে

প্রার্থনার কোমল ভাষায় জিজ্ঞাসা করিয়াও এ-পর্য্যন্ত শুনিতে বা জানিতে পারি নাই পাঠক মহাশয়! অতএব আশ্রয় লইতে হইলে, **"আশ্রয় লইয়া ভজিতে হইলে"**; অর্থাৎ নিষ্কিঞ্চন স্বভাবে একান্ত শরণাগত হইতে হইলে;—অযাচিত পরম দয়ার অবতার **শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য আনীত**, প্রেমানন্দ নিকেতন শ্রীরাধাভাবে গৌরাঙ্গের শ্রীচরণ পঙ্কজে মানবজীবের দেহ, গেহ, মন, প্রাণ প্রভৃতি অর্পণ করাই পরম শ্রেয় বা **অবশ্য কর্ত্তব্য**। অহো কি পরমানন্দ মুহূর্ত্ত! মরি কি নিষ্কাম কৃষ্ণ সুখানন্দ, শুভ শ্রী-শ্রীচৈতন্যাব্দ!! যেহেতু **কলিবিড়ম্বিত** অসীম অশুভ নিপীড়িত, আচণ্ডাল জীব-জগৎ এবার, জগন্নাথ মিশ্র পুত্র পতিত উদ্ধারণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেখা পাইয়াছে,—আনন্দ আশ্বাস বাক্য লাভ করিয়াছে। অনিবার্য্য কালস্রোতে ভাসমান,— মানব-কুল, এবারও যদি ব্যাকুল হৃদয়ে প্রাণের ভাষায় শ্রীগৌরহরি বলিয়া না ডাকে এবং তাঁহার ই আদিষ্ট শ্রীহরিনাম গাহিয়া, নাচিয়া-কান্দিয়া না গড়াগড়ি যায়; তাহা হইলে, ইহা অপেক্ষা,—দুর্ভাগ্য,— গ্রহবৈগুণ্য, আর কি হইতে পারে? শ্রীচৈতন্য বিস্মৃত,—বহির্ম্মুখ মানবকে লক্ষ্য করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীল প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রকাশ্যে বলিয়াছেন,—

"অচৈতন্যমিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরং।
ন ভজেৎ সর্ব্বতো মৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তম॥ ৩৭॥"

(শ্রীচৈঃ চন্দ্রামৃত ১৫ তম শ্লোঃ)—

এই মানব জগৎ অনাদি ভগবদ্বিমুখতা জন্য অচৈতন্য;—কৃষ্ণ-দাস্য বিচ্যুত বা বৃক্ষাদির ন্যায় মন্দভাগ্য প্রাপ্ত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ঐশীশক্তি বাক্যোপদেশ ব্যতিরেকে, অন্যোপায়ে সেইটী

প্রবুদ্ধ হইতে পারে না। **যে সকল জড়ধর্ম্মী বা নানা দেবসেবী সকামকর্ম্মী** মানবজীব,—ব্রহ্মাদি দেবোত্তমারাধ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের অভূতপূর্ব্ব উপদেশামৃত শ্রবণপুটে গ্রহণ না করে, তদুপবিষ্ট শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন না করে এবং তচ্চরণারবিন্দ অর্চ্চন অভিবন্দন না করে ;—তাহাদের মরিয়া যাওয়াই মঙ্গল ॥৩৭॥

অতএব ভাই 'আসা-যাওয়ার' বিজ্ঞ পাঠক !—

"সংসার সিন্ধুতরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ,
সঙ্কীর্ত্তনামৃতরসে রমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি
শ্চৈতন্যচন্দ্র চরণে শরণং প্রযাত ॥৩৮॥"

(শ্রীচৈঃ চন্দ্রামৃত ৯১ তম শ্লোঃ)—

অপার সংসার-সাগর সমুত্তীর্ণ হইবার কাহারও ইচ্ছা থাকে ত ;—অবিদ্যা—মায়াপিশাচীর পদপ্রহার মুক্ত হইয়া কাহারও হরিনাম **সঙ্কীর্ত্তন সুধারসে** সন্তরণ সুখের অভিলাষ থাকে ত এবং **কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য** প্রেমানন্দ সাগরে বিচরণ করিতে কাহারও চিত্তে উৎকণ্ঠার উদয় হইয়া থাকে ত ;—আমার **অযাচিত পতিত পাবন** পরম দয়ালু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অভয় চরণে এইবার শরণ লও ॥৩৮॥

**"চৈতন্যের আজ্ঞা যে মানয়ে বেদসার।
সুখে সেই জন হয়, ভবসিন্ধু পার ॥"**

(শ্রীচৈঃ ভাঃ অন্ত্যখঃ ৩ অঃ)—

ভাই ভগবৎ প্রেমানন্দ প্রাণ ভক্ত পাঠক ! নিখিল পুরাণোপনিষদ্ প্রতিপাদ্য শ্রীমদ্ভাগবত,—মানব জগৎকে যে 'আসা-যাওয়া'র

আত্যন্তিক দুঃখনিবারক আশীষোপহার প্রদান করিয়াছেন, অতীব আনন্দ প্রাণের সহিত **অমৃত মধুর সেই পবিত্র মন্ত্রটী,** আজ এই নিত্যানন্দ শান্তি মুহূর্ত্তে, আমি—অভক্ত অজ্ঞাধম আপনাদিগকে কেবল মনে করাইয়া দিব মাত্র। যথা,—

"সংসার-সিন্ধুমতি দুস্তরমুত্তিতীর্ষো—
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলা-কথা-রস নিষেবণ মন্তরেণ—
পুংসো ভবে দ্বিবিধ দুঃখ দাবার্দ্দিতস্য ॥৩৯॥"

(শ্রীভাঃ ১২।৪.৩৯ শ্লোকং)—

ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণস্য), লীলাকথারস নিষেবণং (ভগবন্নাম, রূপ, মাহাত্ম্যাদিনা শ্রবণ কীর্ত্তন সন্দর্শনাদি সাধনং আরাধনং বা) অন্তরেণ (বিনা) বিবিধ দুঃখদাবার্দ্দিতস্য (আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপ তপ্তস্য—পরিপীড়িতস্য) অতি দুস্তরং (দুষ্পারণীয়ং) **সংসারসিন্ধুং** (ষট্-তরঙ্গান্বিতং জন্ম-মৃত্যু প্রবাহং) উত্তিতীর্ষোঃ (পরিত্রাণ বিষয়ে) পুংসঃ অন্যঃ (অপর) **প্লবং (তরণিং) ন ভবেৎ ॥ ৩৯ ॥**

অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র মধুর নামাবলি, শ্রীরূপ-মাধুরী এবং মহামহিমাখ্যাতিরূপা পবিত্র লীলাকথা শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি ভিন্ন ত্রিতাপতপ্ত ষট্তরঙ্গময় এই সুদুস্তর **সংসারসাগর** পারেচ্ছু মানবের আর অন্য উপায় নাই—উপযুক্ত তরণী নাই ॥৩৯॥

হে আসা-যাওয়ার করুণ হৃদয় বিচক্ষণ পাঠক ভ্রাতৃগণ! জন্ম মরণ-রূপ আমাদের এই দুরারোগ্য মহাব্যাধির মূল নিদান বা **'কারণ বীজ'** বিনাশের অমোঘ ঔষধ,—সাধু-বৈদ্যের সুপরীক্ষিত মহা-মহৌষধ;—ইহাপেক্ষা আর নাই;—ভগবানের **অমৃত রসময় হরেকৃষ্ণাদি শ্রীনামাবলি,**

শ্রীলীলামাধুরী,—শ্রদ্ধার সহিত অবিরত শ্রবণ—সঙ্কীর্ত্তনে, বিষয়-ক্ষুধা এবং পাপপিপাসা, সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে। ব্রহ্মশাপ-গ্রস্ত ভগবৎ পরীক্ষিত,—পরম ভাগবত রাজা পরীক্ষিৎ ইহার সু সত্য দৃষ্টান্ত। যথা (ভাঃ ১০।১।১৩);—

"নৈষাতি দুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে।
পিবন্তং তন্মুখাম্ভোজ চ্যুতং হরিকথামৃতং ॥৪০॥"

অ:ন্তি দুঃসহা এষা ক্ষুধা, জল পানাৎ অপি বিরতং পরন্তু ভবতঃ শ্রীমুখপঙ্কজ বিনিসৃতং শ্রীহরিকথামৃতং পিবন্তং মাং ন বাধতে—ন ব্যথয়তি ॥ ৪০ ॥ অর্থাৎ—

হে ভবসিন্ধু পারের পরমারাধ্য নিত্যানন্দ নাবিক শ্রীগুরুদেব! সম্প্রতি জলপান হইতেও এককালীন বিরত; ব্রহ্মশাপগ্রস্ত পাপিয়সী রাক্ষসী ক্ষুধা, আমাকে কিছুমাত্র ব্যথিত,—বিচলিত করিতে অবসর পাইতেছে না। যেহেতু ভবদীয় শ্রীমুখপদ্ম বিগলিত শ্রীকৃষ্ণ-কথামৃত অবিরত কর্ণপুটে পান করায়, আমার এই স-জীব —মন ও পঞ্চপ্রাণ কি যেন এক,—অজ্ঞাতপূর্ব্ব পরমা পরিতৃপ্তি পাইতেছে ॥ ৪০ ॥

'আসা-যাওয়া'র সহৃয় পাঠকবর্গের সমীপে অজ্ঞতার খরস্রোতে গা-ঢালিয়া,—প্রাণ মেলিয়া, কিছু কিছু সমস্তই নিবেদন করা হইল। এক্ষণ,—'আসা-যাওয়া'র এই সদানন্দ সমাপ্তি সময়ে শচীনন্দন শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে আমার অসম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার, মধ্যস্থ মানিয়া,— অনপেক্ষ ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণব পাঠকবর্গের চরণে করপুটে সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা এই যে,—সেই সর্ব্বদেব বরেণ্য এবং নিখিল জগৎ শরণ্য শ্রীগৌর গোবিন্দের চরণারবিন্দে সর্ব্বান্তঃ-

করণে **আত্মসমর্পণ** বা একান্ত শরণ ব্যতিরেকে এই ভৌম-নরকে আসা-যাওয়ার আত্যন্তিক যাতনা নিবৃত্তির দ্বিতীয় উপায় নাই এবং নিত্যানন্দে—**নিত্যসেবানন্দে**,—নিত্য-সুখ সাম্রাজ্যে থাকিবার আর সম্ভাবনা নাই।

বিষয়-বিমুগ্ধ, বিক্ষিপ্ত-চিত্ত মানব মহাশয়গণের নিকটও এই অজ্ঞ অবৈষ্ণব জরাতুর অব্রাহ্মণের সবিনয় নিবেদন এই যে,—আপনারা মাদৃশ মাথা-খারাপের কথাটা মানিয়া,—মন্ত্রণাটাকে বিতারিত-বিসর্জ্জন না করিয়া,—কিয়দ্দিবস কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের সহিত ব্যবহার করিয়া দেখুন ভাই। তিনি বহুদূরের ঠাকুর নয়,—তিনি অন্তর্য্যামী বা বিশ্বব্যাপী পরাৎপর মহাপ্রাণ মহাপ্রভু;—তিনি নির্দ্দয় নিষ্করুণ নয়,—তিনি সত্যকাম সমদর্শী;—তিনি তিমির-দৃষ্টি নয়,—তিনি সর্ব্বদর্শী এবং সহস্র চক্ষু। কি আনন্দ ভাই পাঠক! সেই,—অতুল—অসমোর্দ্ধ,—অনন্ত মহিম মহা-মহনীয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র আমার,—নিষ্কিঞ্চনের অপ্রাকৃত নিষ্কসহস্র * অথবা অবশ্য প্রাপ্য অমূল্য **নিত্যানন্দ মহাপদ্ম নিধি**; রাগাত্মিকা প্রেমভক্তি পরম-ধনের নিত্য-সত্য-অক্ষয় অব্যয়, নির্ব্যূঢ়—নিশ্চয়,—স্বত্বাধিকারী। ইঁহার,—মহাজন প্রসিদ্ধ সুসত্য বাক্য এই,—

"কৃষ্ণ! তোমার হঙ' যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যলীঃ ২২শ পরিঃ)—

মানবজীবের কি সৌভাগ্য! কি সুচির—সুস্থির পরমানন্দ!!

* প্রাকৃত বা অনিত্য নয়; অবিনশ্বর,—চিরনিত্য,—অসংখ্য—অগণিত সুবর্ণতুল্য। নিষ্ক—স্বর্ণমুদ্রা বা মোহর।

যেহেতু শ্রীগোবিন্দ নিজেই শ্রীমুখে নির্ভয় শান্তিবাণী বিজ্ঞাপিত করিয়া নিখিল বিশ্বজীবকে আশ্বাসিত করিতেছেন ;—

"সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ॥৪১॥"

(রামায়ণোদ্ধৃত শ্রীহরিভঃ বিলাস ১১শ বিঃ ৩৯৭ তম শ্লোঃ)—

যঃ জনঃ (মানবঃ) প্রপন্নঃ (**শরণাগতঃ সন্**) তবাস্মি ভবামীতি সকৃদপি একবারমেব যাচতে (প্রার্থয়তে) সর্ব্বদা অহং,—তস্মৈ জনায় অভয়ং দদামি এতৎ মম ব্রতং—**প্রতিজ্ঞাবচনং** জানীহীত্যর্থঃ ॥৪১॥

যে ব্যক্তি আকুল প্রাণে,—"**আমি তোমার হইলাম**" এই কথাটী বলিয়া অন্ততঃ দিবারাত্রির মধ্যে কেবলমাত্র একবার প্রার্থনা করে ;—আমি সর্ব্বদাই তাহাকে অভয় দিয়া থাকি,—রক্ষা করি ;—ইহাই **আমার প্রতিজ্ঞা**,—ইহাই আমার আত্মকর্ত্তব্য বা চিরব্রত ॥ ৪ ॥

"শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তাঁরে করে তৎকালে আত্ম সম * ॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যলীঃ ২২শ পঃ)—

মাতা-পিতা যেমন অকুণ্ঠিত,—অঘৃণিত ভাবে আপন শিশু সন্তানের মল মূত্রাদি দূরীকরণ করেন,—স্বচ্ছজলে ধৌত করেন,—'স্নেহ' †

* "**মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্ত সমস্ত কর্ম্মা**" ইত্যাদি শ্রীভাঃ ১১।২৯।৩২ শ্লোক এবং "তবাস্মীতি বদন বাচা তথৈব মনসা বদন্।" ইত্যাদি (শ্রীহরিভঃ বিঃ ১১ বিলাস, বৈষ্ণব তন্ত্রোদ্ধৃত শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যলীঃ ২২শ পরিচ্ছেদ) শ্লোক বা শ্লোকানুবাদ অথবা সমর্থ পক্ষে শ্রীল গোস্বামীপাদের টীকা ব্যাখ্যা একবার পাঠ করিবেন।

† স্নেহ,—তৈলাদি দ্রব পদার্থ। বাৎসল্য—ভালবাসা।

মাথাইয়া কোলে করেন; বিশ্বযোনি জগৎপিতা ভগবান্ বৈকুণ্ঠ পতিও তেমনি 'শরণাগত আকিঞ্চন' জনের '**বিষয় ব্যামোহের**' মল, মূত্র, পূঁয, শোণিতাদি সমস্ত অশুচি—অপবিত্র অপদার্থ গুলিও তিনি আপনার স্বভাব সদিচ্ছা-সলিলে সর্ব্বথা বহিষ্করণ, প্রক্ষালন এবং **শ্রীচরণ তুলসী দ্বারা** সৌভাগ্য—সৌরভান্বিত করিয়া লন। ভাইরে! সেই পরম পিতা যাহাকে আপনার করেন,—তাঁহার পার্থিব কনক-কামিনী, পুত্র পরিজন অথবা প্রতিষ্ঠা সারমেয় বিষ্ঠা ত দূরের কথা—বিষম বিসূচিকা মলের দুর্গন্ধ পর্য্যন্ত সে দেহ-প্রদেশে রাখেন না,—সকাম সাধনা,—আবিল আরাধনা বা **বাসনা-কামনার কারণ-বীজ** পর্য্যন্ত পুড়িয়া ছাড়খার না করিয়া ছাড়েন না *।

---

* "অন্য কামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ॥
কৃষ্ণ কহে আমা ভজে মাগে বিষয় সুখ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এত বড় মূর্খ!
আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় কেন দিব?
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥"

(শ্রী চৈঃ চঃ মধ্যঃ ২২ পরিঃ)—

ভুক্তি, মুক্তি এবং সিদ্ধিকামীগণ—বিশুদ্ধ ভক্ত নহেন। কিঞ্চিৎ সৌভাগ্য-বশতঃ শ্রীকৃষ্ণ আরাধনায় চিত্তনিবেশ করিলে, সাধন ভক্তির পরিণাম ফল যে, ভগবৎ প্রেম,—যদিও সেইটী তখন তাহাদের উদ্দেশ্য না থাকে, তথাপি **শ্রীকৃষ্ণ স্বতঃ কৃপালু বলিয়া** তাহাদিগকে অর্পণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,—এই ভজন শীল ব্যক্তির চিত্তে বিষয় বাসনা ছিল

ইত্যগ্রে স্বর্গ-নরক প্রসঙ্গে নিবেদন করিয়াছি,—স্বর্গ সুখ অথবা নারকীয় দারুণ দুঃখ সম্ভোগ, এদেহে—এই ষাট-কৌষিক (বা পাঞ্চভৌতিক) শরীরে সহ্য হয় না ;—তদুপযুক্ত অপর দেহ ধারণ করিতে হয়। কি পুণ্যবান্ কি পাপাত্মা উভয়ের ই এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে যাইতে হয়,—পাপ পুণ্যের **প্রহার বা পুরস্কার** প্রাপ্ত হইতে হয়। তাই স্বর্গ—সুমেরু শিখরে উপনীত হইয়া,—যিনি 'ধর্ম্মরাজ' নামে এদেশে পরিচিত ; তাঁহাকেও,—সেই প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরকেও স্বতন্ত্র উপাদানে গঠিত স্বর্গবাসোপযোগী শরীর ধারণ করিতে হইয়াছিল। উপযুক্ত উদাহরণ আমার অভাব, তাই বাধ্য হইয়া বলিতে হইল ;—সেইপ্রকার **শ্রীভগবদ্ধামে যাইতে হইলে,**—শ্রীভগবৎ সন্নিধানে উপবিষ্ট থাকিয়া তাঁহার নিত্যানন্দ পরিচর্য্যা,—পরিক্রমা প্রভৃতি করিতে হইলে কিরূপ শুদ্ধ,—সুগঠিত,—সুকোমল ও সদুপযুক্ত শরীর, মন—মনোবৃত্তি এবং সদর্থযুক্ত—সুরসাল বাক্যস্ফূর্ত্তির আবশ্যক ; সেইটী বিজ্ঞপাঠকেরাই সদ্বিবেকের অভ্রান্ত বিচারে বুঝিবার চেষ্টা করিবেন ;—আমি অজ্ঞাধম,—ইহার উপযুক্ত উদাহরণের ভাষা খুঁজিয়া পাইলাম না ভাই ! ফলে দয়ার সাগর **বদান্য শিরোমণি** শ্রীভগবান,—সত্য—'শরণাগত

এবং স্বভাবগত হইয়া এখনও কিঞ্চিৎ রহিয়াছে ; সুতরাং এই ব্যক্তি যারপরনাই মূর্খ। যেহেতু প্রেমামৃত পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষয় বিষের অভিলাষী। অজ্ঞান অবিদ্যা বশতঃ এই ব্যক্তি উত্তম বিষয় চাহিতে পারিতেছে না ; কিন্তু আমি পরম বিজ্ঞ—জীবের মঙ্গলামঙ্গল সমস্ত ই অবগত। অতএব ভব-বিরিঞ্চির দুষ্প্রাপ্য যে আমার **শ্রীচরণামৃত,** সেই সুদুর্লভ বস্তু প্রদান করিয়া উহার বিষয় গরলের পিপাসা মিটাইয়া দিব।

আকিঞ্চন † ভক্তকে তাঁহার নিত্য শ্রীধামে গ্রহণ করিলে, অনিত্য ধন-জন, অভিমান—আভিজাত্য বা **জড় পার্থিব দেহের** এই সমস্ত জঞ্জাল—জটিলতার ভিতর দিয়া কথনই তাহা ঘটিবে না। ভাইরে! সাধনসিদ্ধ,—নিত্য—নিত্যানন্দময় অপূর্ব্ব—**অপার্থিব শরীরে** গমন করিতে হইবে;—অনুকরণ মূল, বাহিরের পোষাক পরিচ্ছদে তিনি ভুলিবার পাত্র নহেন,—ভিতরের দিকে,—সজ্জন—সদ্‌গুরূপদিষ্ট **সিদ্ধ-সদ্ভাবযুক্ত** শরীর প্রস্তুত করিতে হইবে,—আকুল আত্মহারা প্রাণে অপ্রাকৃত প্রেমের পোষাক পড়িতে হইবে,—প্রেমাশ্রু—প্রেমের-কথা—প্রেমের-ব্যস্ত—ব্যাকুলতা;—প্রেমানন্দে বিশ্ব-বিহ্বলতা,—প্রেমের গান—প্রেমের বাগ্মিতা এবং পরিশেষে প্রেমাশ্রু-সিক্ত প্রেমপুষ্পাঞ্জলির সহিত সুচির আত্মসমর্পণ।

সমাপ্তি—প্রাণের যৎকিঞ্চিৎ প্রার্থনা,—

"শরণঞ্চ প্রপন্নানাং তবাস্মীতি চ যাচতাম্।
প্রসাদং পিতৃহন্তৃণামপি কুর্ব্বন্তি সাধব ॥ ১ ॥"

হে শরণাগত প্রাণ শ্রীগোবিন্দ! যাঁহারা এজগতে সাধু-সজ্জন নামে সুপরিচিত,—তাঁহারাও আশ্রিত, পিতৃহত্যা পাতকে পাতকীকে পর্য্যন্ত উপেক্ষা করেন না, আর—প্রভো! আপনি যে, সেই সাধু সজ্জনের আরাধ্য—অভীষ্ট দেবতা; তা হ'লে বলুন দেখি,—**পাপাত্মা বলিয়া অপরাধী জানিয়া** আমাকে উপেক্ষা করিবেন কিরূপে ঠাকুর? ॥১॥

---

† "শরণাগতের অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তাঁর মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যলীঃ ২২শ পঃ)—

"অপরাধ সহস্র সঙ্কুলং, পতিতং ভীম ভবার্ণবোদরে।
অগতি শরণাগতং হরে! কৃপয়া কেবলমাত্মসাৎ কুরু ॥২॥"

হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি নরাধম **সহস্র সহস্র অপরাধে অপরাধী**—আমি হতভাগ্য, ভীষণ সংসার সাগরে নিপতিত; আমি বিষয় বিষ্ঠাভোজী নীচ সারমেয় যে,—সর্ব্বথা গতিহীন। হরি হে! আমি নিরুপায় আজ,—আপনার **অভয় চরণে শরণ গ্রহণ করিলাম**। স্বভাব কৃপালুতার পরিচয় দিউন,—দাসানুদাসকে এইবার আত্মসাৎ করুন্;—আমি আপনার হইয়া, সকল যন্ত্রণা—সকল দুঃখ এবং **সকল অশান্তির** অধিকার হইতে পরিত্রাণ পাই,—প্রাণের ঠাকুর! ॥ ২ ॥

ভজন-বিজ্ঞ বৈষ্ণব পাঠকগণের নিকটে আমার আনন্দ প্রীতি প্রার্থনা এই,—

"সর্ব্বসাধন হীনোপি পরমাশ্চর্য্য বৈভবে।
গৌরাঙ্গে ন্যস্ত ভাবো যঃ সর্ব্বার্থ পূর্ণ এব সঃ ॥৩॥

(শ্রীচৈঃ চন্দ্রামৃত ৩০শ শ্লোকঃ)—

শুন হে জগতবাসী, গৌরাঙ্গ সুখের রাশি,
ভজ ভাই প্রেমভক্তি ভাবে।
আধ্যাত্মিক তাপ ত্রয়, ক্ষণ-মাত্র দূর হয়,
প্রেমানন্দ সুখ সদা পাবে॥
ভজ ভাই! গৌরাঙ্গ চরণ।
শীতল চরণ ছায়, আশ্রয় করিয়া তায়,
হেলে জিন সংসার শমন॥

পাপী অপরাধী দীন, সকল সাধন হীন,
পুণ্য যদি নাহি থাকে লেশ।

ভয় না বাসিও মনে, ভজ গৌর শ্রীচরণে,
মন প্রাণ সঁপিয়া অশেষ॥

যাহার স্বভাব যেন, চেষ্টা, জন্ম, ক্রিয়া, গুণ,
বুদ্ধি, মান, জ্ঞান, ধন, জন।

সর্ব্ব ভাব ন্যস্ত করি, যে ভজে শ্রীগৌরহরি,
পূর্ণ তার সর্ব্ব প্রয়োজন॥

পুরুষার্থ শিরোমণি কৃষ্ণ প্রেমানন্দ গণি,
পায় মাত্র গৌরার্পিত মনা।

অহো কি পরমাশ্চর্য্য, গৌরাঙ্গের (শ্রী) ঐশ্বর্য্য,
বুঝিতে না পারে কোন জনা॥

পরম ঔদার্য্যসার, গোরা বিনা কেবা আর,
অনুপম গৌরাঙ্গ গোসাঞি।

মনুষ্য জনম ধন্য, ভজ ভজ শ্রীচৈতন্য,
খোয়াইলে (ভাই) আর পাবে নাই॥

(শ্রীগৌড়ীয় পদ্যভাষা)—

ভাইরে আসা-যাওয়ার সাথী,—পাঠক বান্ধব! পতিতের প্রাণ—অগতির গতি; আমার **রাধাভাবের শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু,**—অভিন্ন কলেবর ব্রজেন্দ্র-কুমার শ্রীগোবিন্দ। অতএব তাঁহার শ্রীপদাশ্রয় ভিন্ন, এই কলুষ পতিত কলিজীবের আর অন্য অবলম্বন নাই—আশ্রয় নাই।

"নন্দসুত বলি যাঁরে ভাগবত গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোঁসাই॥

*　　*　　*　　*

কলিযুগে যুগধর্ম্ম নামের প্রচার।
তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার॥

*　　*　　*　　*

বাহু তুলি হরি বলি প্রেম দৃষ্টে চায়।
করিয়া কল্মষ নাশ প্রেমেতে ভাষায়॥"

(শ্রীচৈ: চ: আ লী: ৩ প:)—

আর কি চাও ভাই—আসা যাওয়ার বিজ্ঞপাঠক? আপনাদের কাছে,—এই, অভক্ত মূর্খ,—প্রাণের আর একটী মাত্র প্রার্থনা আছে ভাই! শ্রীনারদগীতার একটী শ্লোকের সঙ্গে সঙ্গে ই তাহা নিবেদন করিব। কলিহত পরমার্থ কাঙ্গাল মানব জীবের মঙ্গলার্থ **মঙ্গলাকর ভগবান্‌**,—শ্রীনারদ গোস্বামীকে মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে;—

"গঙ্গা গীতা বৈষ্ণবানাং কপিলাবচ্চ কামদা।
ভবাব্ধি তরণার্থং হি হরিনাম্‌ তরিঃ কলৌ॥৪॥"

(শ্রীনারদ গীতা ৩২শ শ্লো:)—

অর্থাৎ এই কলিকালে শ্রীগঙ্গা, শ্রীগীতা এবং বিষ্ণুতুল্য শ্রীবৈষ্ণবগণ, শ্রীকপিলা ধেনুর ন্যায় অভীষ্ট ফলপ্রদানে সুযোগ্য—সুসমর্থ **এবং শ্রীতারকব্রহ্ম হরিনাম,—কলিযুগে, ভবসিন্ধু পারের একমাত্র তরণি স্বরূপা হইয়া থাকেন**॥ ৪॥

অতএব ভাইরে ! পায় প'ড়ে,—করপুটে বলিতেছি ;—
জনম মরণ আদি, তরঙ্গ ক্ষোভিত হায় !
দে'খ না কি ভবসিন্ধু, অসাধ্য অপার ভাই
শ্রীহরি নামের তরী, করিলে আশ্রয় তায়,
জান' না কি সুখে তরে, 'মহা যাত্রা' দিনে ভাই ॥ ১ ॥
না হবে আসিতে আর—না রবে পাপের ভয় ;
পাবে না,—হবে না, কভু সংসার যাতনা ভাই ।
তুচ্ছ কর পুরুষার্থ, ভজ গুরু কৃপাময় ;
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে, সদা নাচ, মজ—ভাই ॥ ২ ॥
কলিযুগে হরি বিনে,—হরি সঙ্কীর্ত্তন বিনে ;
গতি নাই,—গতি নাই,—গতি নাই,—ওহে ভাই ।
মানব জগতে মাগে, অধম বরদা দীনে :—
হরি ব'লে বাহু তু'লে,—
এস',—শান্তিধামে যাই ॥ ৩ ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরণে সমর্পিতং ।

ভক্তিবিশারদ-গ্রন্থাবলি।

১। **সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞ।** শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর যুগধর্ম্ম-হরিনাম প্রচার সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ভক্ত—বৈষ্ণবের জ্ঞাতব্য বহুবিষয় সন্নিবেশিত। ডিমাই আটপেজী উত্তম কাগজে ২৫০ শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ১৷০ স্থলে ১৲ টাকা মাত্র।

২। **শ্রীভুবনমঙ্গল হরিনাম।** তারকব্রহ্ম নাম-সঙ্কীর্ত্তনের সিদ্ধান্তপূর্ণ মীমাংসাগ্রন্থ। ডিমাই ১২ পেজী ভাল গ্লেজকাগজে ১৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৸০ মাত্র।

৩। **শ্রীশ্রীগুরুগীতা।** দ্বিতীয় সংস্করণ। সানুবাদ মূল শ্লোক, পাদুকা পঞ্চক, স্মরণমঙ্গল শ্রীগুরুপূজা-গুরুস্তব, অনুষ্ঠান পদ্ধতি, বিস্তৃত ভূমিকা এবং গুরু-শিষ্যের কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ,—পরিশিষ্ট সহ। পকেট সাইজ ভাল কাগজে ১৭৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ॥০ মাত্র।

৪। **পদ্য-গুরুগীতা।** দ্বিতীয় সংস্করণ। বঙ্গীয় মাতৃমহিলা-দিগের অথবা অল্পাভিজ্ঞ ভক্ত পুরুষ-প্রবরগণের পাঠোপযোগী সরল পদ্যানুবাদ, পাদুকাপঞ্চক, স্মরণমঙ্গল এবং সংক্ষিপ্ত পাঠানুষ্ঠানসহ। পকেট সাইজ উৎকৃষ্ট কাগজে ৮৭ পৃষ্ঠা। মূল্য ।৴০ মাত্র।

৫। **বরদার প্রার্থনা।** স্বভাব জগতের বাস্তবিক ঘটনা লিখিত, উপদেশপূর্ণ পদ্য পুস্তক। মূল্য ।৴০ আনা মাত্র।

৬। **সচিত্র রাধাভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ।** দ্বিতীয় সংস্করণ পকেট সাইজ। ত্রিবর্ণ রঞ্জিত অপূর্ব্ব পটমূর্ত্তি সহিত। ভক্তমাত্রের নিত্য পাঠ্য একবিংশতি পদ্য। মূল্য ⁄১০ আনা মাত্র।

৭। **রাধাভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের,**—ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পটমূর্ত্তি ভাল আর্ট কাগজে। একখানা মূল্য ⁄১০ পয়সা।

৮। **শ্রীহরিনামের মালা।** মালা জপ সম্বন্ধে বহু উপদেশ-পূর্ণ সবিস্তার অনুষ্ঠান পদ্ধতি সহ। যন্ত্রস্থ।

প্রাপ্তি স্থান—

পণ্ডিত শ্রীবরদাকান্ত ভক্তিবিশারদ। অথবা, তারকব্রহ্মনাম প্রচার সমিতি।
পোঃ নবদ্বীপ। তিলীপাড়া রোড্। শ্রীযুতবাবু কেদারেশ্বর রায় সম্পাদক।
পোঃ সদরদি, জেলা—ফরিদপুর।